দৈনিক ও চন্দ্রিকার ভুতপূর্ব্ব সহকারিসম্পাদক-

সত্যমঙ্গল-সংযুক্তা-উপাখ্যান-প্রণেতৃ-

শ্রীঅঘোরনাথ ঘোষ-কর্ত্তৃক

নানা পুরাণ হইতে সংগৃহীত।

সিকদারবাগান-বান্ধব-পুস্তকালয় ও

সাধারণ-পাঠাগার হইতে

শ্রীবাণীনাথ নন্দি-কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

সন ১৩০৪ সাল।

মূল্য ॥৵০ আনা।

প্রকাশকের মন্তব্য।

গল্প-পাঠাভিলাষীর জন্য এরূপ ধরণের পুস্তক প্রণয়ন একটী নূতন ব্যাপার। সাধারণ-কল্পনা-প্রসূত গল্পাবলী অপেক্ষা এইরূপ আর্য্য-ঋষি-রচিত গল্প-সকলের পাঠ দ্বারা এদেশীয় জনসাধারণের অধিক উপকার হয়, ইহা আমাদের ধারণা। এ সকল গল্প বেশ সরস, সুমিষ্ট, কৌতুহলোদ্দীপক অথচ উপদেশ-পূর্ণ। অন্যান্য গল্পপাঠে সাধারণের মনে সত্যের উদ্দীপনা হয় না; কিন্তু ঋষি-কথিত বলিয়া এ সকল গল্পে সত্যমূলা ভক্তির উদ্রেক হইতে দেখা যায়। সূক্ষ্মদর্শীরা এই সকল গল্পের অন্তস্তত্ত্বের আধ্যাত্মিকভাবে উপলব্ধি করিয়া থাকেন। সে সকল কথা ছাড়িয়া দিলেও, পৌরাণিক গল্পমাত্রেই যে বিবিধ সদুপদেশ নিহিত আছে, তাহা সকলেরই অবশ্য-স্বীকার্য্য। এই পুস্তকে যে কয়টী গল্প প্রকটিত হইয়াছে, তাহার শেষভাগে সেই গল্পের সার-উপদেশ পরিস্ফুট'ও করিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রধানতঃ বোধোদ্রেকের উদ্দেশে এই অসার গল্প-প্লাবিত দেশে এই "পৌরাণিক গল্প" প্রচারিত হইল। এক্ষণে সেই উদ্দেশ্য কথঞ্চিৎ সাধিত হইলেই, আমাদের অর্থ সময় শ্রমাদির ব্যয় সার্থক মনে করিব। ইতি—

৫ই আষাঢ় সন ১৩০৪ সাল।

সিকদারবাগান-বান্ধবপুস্তকালয়
'ও সাধারণপাঠাগার।

শ্রীবাণীনাথ নন্দী,
প্রকাশক।

উৎসর্গ।

পরমারাধ্য—

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত হরিনাথবিদ্যারত্ন-কবিরাজ

মহাশয় শ্রীচরণরাজীবরাজেষু—

গুরুদেব !

যেদিন স্নেহৈকপাত্র প্রাণাধিক পুত্র ফণীকে হারাইয়া ক্ষিপ্তপ্রায় ভ্রমণ করিতেছিলাম, যেদিন রাত্রিকালে ভাগীরথীতীরে গিয়া, পুত্রশোকনির্ব্বাপণ করিতে অভিলাষী ছিলাম, সেই রাত্রে আমার অন্বেষণে বহির্গত হইয়া, সস্নেহে যে তত্বপূর্ণ উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে কথঞ্চিৎ বীতশোক হইয়াছিলাম। সেইদিন ভবিতব্যতার মাহাত্ম্য বুঝিয়া —'যদ্ভবেৎতদ্ভবিষ্যতি' জানিয়া, শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তিলাভে সমর্থ হইয়াছিলাম। আপনার সে বাৎসল্যের স্মরণে মনে স্বতই কি এক অনির্ব্বাচ্য-ভাবের উদয় হয়। তাই অদ্য এই পৌরাণিক গল্প লইয়া, ভবদীয়পবিত্রনামে উৎসর্গ করিতে অভিলাষী। কৃপেক্ষণ প্রার্থনীয়।

ভবদীয় চরণাবনত

শ্রীঅঘোরনাথস্য।

সূচীপত্র।

পৌরাণিক গল্প।

সৌভরি-চরিত।

সৌভরি নামে ঋগ্বেদানুসারি-বহুকর্ম্মা এক ঋষি দ্বাদশ-বর্ষকাল অন্তর্জ্জলে অবস্থান করিয়া, তপশ্চর্য্যা করিতেছিলেন। একদিন তিনি সম্মুখে সম্মদনামা এক মৎস্যকে বহু-সন্তান-সন্ততি লইয়া আমোদে বিভোর হইয়া জলে সহর্ষে পরি-ভ্রমণ করিতে দেখিলেন; দেখিয়াই তাঁহার মনে তাহার ন্যায় বহুপ্রজ হইবার আশা হইল; সংসার-চিকীর্ষায় তিনি তপশ্চর্য্যা ত্যাগ করিলেন—দার-পরিগ্রহার্থক সচেষ্ট হইলেন।

ঋষিগণের আশার পূরণে ক্ষত্রিয়-রাজগণ সমর্থ বলিয়া, মহর্ষি সৌভরি তাৎকালিক রাজার নিকট স্বাভীষ্ট প্রার্থনা করিতে গমন করিলেন। পরে মহারাজ ঐক্ষ্বাকবের নিকট

গিয়া উপনীত হইলেন। মহারাজ স্বীয় প্রাসাদে পূজ্যপাদ মহর্ষির আবির্ভাব দেখিয়া, পাদ্যার্ঘ্যদ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন, ও তাঁহার তপশ্চর্য্যার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন মহর্ষি সৌভরি স্বীয় কুশলাদির বিষয় রাজ-সমীপে বিবৃত করিয়া বলিলেন, "মহারাজ! আমি আশা করিয়াছি, দিন কতক কৃতদার হইয়া, সাংসারিক সুখ-সম্ভোগ করিব; আপনাকে আমার সেই আশার পূরণ করিতে হইবে।"

মহারাজ সেই ঋষি-বাক্য শ্রবণে বড়ই উদ্বিগ্ন হইলেন। কি করিবেন, চিন্তা করিতে করিতে বলিলেন, "আপনি এখন এই দাসের আলয়ে আতিথ্যগ্রহণ করুন; শীঘ্র আপনার আদেশপালনে সচেষ্ট রহিলাম।" তখন মহর্ষি সৌভরি বলিলেন, "মহারাজ! আপনার অবিবাহিতা পঞ্চাশটী কন্যা আছে, তাহাদের পাণিগ্রহণ করিতে আমার ইচ্ছা। ইহা আপনার অভিমত কি না?"

প্রবলতপা মহর্ষি সৌভরি যখন বিবাহাভিলাষে কন্যা-প্রার্থী, তখন ক্ষত্রিয়-রাজ তাঁহার প্রার্থনার অপূরণ করিবেন কেমন করিয়া? সুতরাং তাঁহাকে বলিতে হইল, "আমার কন্যাদিগের মধ্যে যে যে আপনায় পতিত্বে বরণ করিতে ইচ্ছা করিবে, আমি আপনার হস্তে তাহারই সম্প্রদান করিব।" মহারাজ মহর্ষিকে এইরূপ বাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া, বিহিত-বিধানে আতিথ্যসৎকারে পরিতৃপ্ত করিলেন। পরে, মহর্ষি রাজপ্রাসাদাভ্যন্তরে যখন নীত হন, তখন তাঁহার নয়নাভিরাম সুকুমার শরীর-লাবণ্য দেখিয়া, রাজকুমারীগণ একবারে মুগ্ধ হইলেন; তাঁহায় পতিত্বে বরণ করিবার

জন্য, সকলেই উত্যক্ত হইলেন। কেহ বলিলেন, "আমি অগ্রে ইহাঁয় বরণ করিয়াছি, ইনি আমারই পতি নিশ্চিতই!" কেহ বলিলেন "তোমার পূর্ব্বে আমি ইহাঁয় বরণ করিয়াছি, সুতরাং ইনি আমার পতি হওয়াই সঙ্গত।" এইরূপে অহম্পূর্ব্বিকা কথায় ক্রমশঃ যেন বিবাদের সূচনা হইতে লাগিল। সত্যসন্ধ মহারাজ পঞ্চাশটী কন্যাকেই সেই মহর্ষির প্রতি পতিত্বে বরণ করিতে উদ্যতা দেখিয়া, সেই মহর্ষির হস্তে সকলেরই সম্প্রদান করিলেন। মহর্ষি সেই পঞ্চাশটী কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া, তাঁহাদের লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

পরে তপস্যাপ্রভাবে বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিয়া, পঞ্চাশখানি প্রাসাদতুল্য মনোরম হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিতে বলিলেন! হর্ম্ম্যের চতুঃপার্শ্বে বিবিধবৃক্ষ-পরিশোভিত উদ্যান থাকিবে; তন্মধ্যে বিমল-সলিল-সম্পন্ন দিব্য সরোবর থাকিবে;—আর আর যে সকল বিলাস-সাধন সংসার-ভোগবিলাসীর আবশ্যক, সে সকলেরও সন্নিবেশ করিতে হইবে,—বলিয়া দিলেন। পরে মহর্ষির আদেশমতে বিশ্বকর্ম্মা প্রস্ফুটিত-পদ্মোপরি গুঞ্জদলিকুলশোভিত সুদীর্ঘ দীর্ঘিকাযুক্ত প্রশস্ত আরামের মধ্যে সুশোভিত অত্যুচ্চ ক্রীড়াশৈল, সুরম্য কেলি-মন্দির প্রভৃতি সমন্বিত পঞ্চাশটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিলেন।

এইরূপ রাজপ্রাসাদ-বিনিন্দিত হর্ম্ম্যে থাকিয়া মহর্ষি সৌভরি নিরন্তর পঞ্চাশটী রাজকন্যার সহিত বিহার-সুখে কাল-যাপন করিতে লাগিলেন। কন্যাগণ মহর্ষির নিকট কিরূপ সুখে স্বচ্ছন্দে কাল-যাপন করিতেছেন, জানিবার নিমিত্ত মহারাজ প্রাসাদ

হইতে অনুসন্ধান করিতে বহির্গত হইলেন। ক্রমশঃ একটী নিভৃত অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তথায় রাজ-প্রাসাদ অপেক্ষা অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ বিবিধ মণিপ্রস্তর-খচিত নয়নমনোজ্ঞ হর্ম্ম্যাবলী, সুরম্য উপবন মধ্যে শোভা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। ইহার অধিকারী কে, জানিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ হইল। তিনি তাহার নিকট উপনীত হইয়া সম্মুখবর্ত্তী পরিচারকবর্গকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, যে, এইগুলি তাঁহার জামাতৃ-গৃহ।

পরে তিনি সেই সকল হর্ম্ম্যাবলীর এক একটীতে প্রবেশ করিয়া এক এক কন্যার নিকট উপনীত হইয়া, কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই বলিলেন, "ক্ষণকালের জন্যও স্বামী আমার সঙ্গ ত্যাগ করেন না ; তিনি নিরন্তরই আমার সহিত বিবিধসুখে কালাতিপাত করিতে থাকেন।" তাঁহারা প্রত্যেকেই সর্ব্বদা স্বামিসন্দর্শনসুখে সুখিনী!—এই পরিচয় পাইয়া মহারাজ একবারে বিস্ময়-রসে অভিভূত হইলেন। তিনি জামাতা মহর্ষির মহত্ত্ব বুঝিয়া, স্বীয় ঐশ্বর্য্য-মদে যে মত্ত ছিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রসক্তি হ্রাস পাইল ; তিনি জামাতার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া, কন্যাদিগের সুখ-সম্ভোগের বিষয় চিন্তা করিয়া, সম্মুগ্ধ হইয়া, তপোবনের ধন্যবাদ করিতে করিতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। কন্যাগণও দাম্পত্যসুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

এদিকে মহর্ষি সৌভরিও সেই পঞ্চাশটী ভার্য্যার সহিত বিবিধপ্রকার আমোদ প্রমোদে কালাতিপাত করিতে লাগি-লেন। সেই সকল রাজকন্যাদিগের গর্ভে বহুসংখ্যক সন্তান

উৎপন্ন হইতে লাগিল; পরে যথাকালে সেই সকল সন্তান সন্ততির আবার বিবাহাদি ক্রমে পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রাদি হইতে লাগিল। ক্রমশঃ প্রজাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মহর্ষির সংসারাসক্তিও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাই তিনি স্বকীয় প্রজাগণ লইয়াই আত্মোৎকর্ষবিধায়িনী তপশ্চর্য্যায় ক্রমশই বিরত হইতে লাগিলেন। ফলতঃ তাঁহার মন সংসারে উত্তরোত্তর অধিকমাত্রায় আকৃষ্ট হইতে লাগিল বলিয়াই, নিরন্তর তাঁহার স্বীয় সন্তান-সন্ততিগণের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের আবার পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রদিগের দর্শনলালসা বলবতী হইতে লাগিল।

এইরূপে সংসারে আকৃষ্ট থাকিয়া, সেই পঞ্চাশটী ভার্য্যা ও তাঁহাদের সন্তান-সন্ততি লইয়া, সাংসারিকসুখে মগ্ন থাকিতে থাকিতে একদিন তাঁহার মনে হইল,—"এ সংসারে ত সুখের নামটী নাই;—ইহাকে দুঃখের আগার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না! আমার এই শরীর-পরিগ্রহের সহিত কেবল যে, একটীমাত্র দুঃখ জন্মিয়াছিল, তাহা এই দারপরিগ্রহের সঙ্গে পঞ্চাশটী নবমূর্ত্তি-পরিগ্রহ করিয়া প্রবল হইল। আবার তাহাদিগের সন্তান-সন্ততির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আত্মবোধে তাহাদিগের গ্রহণ করায়, সেই সহজদুঃখ অনন্তমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, সংসারে যাবতীয়সুখেরই অন্তরায় ঘটাইয়াছে। অথচ কি ভার্য্যায় কি প্রজায়—সকলেই আত্মবোধে প্রসক্তি থাকায়, নব নব মনোরথের উদ্ভব হইতেছে। কিন্তু এই নিরন্তর উৎপৎস্যমান মনোরথের শেষ নাই; লক্ষবর্ষ কেন অসংখ্যবর্ষ ভোগ করিলেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব মনোরথের পূরণের সঙ্গে সঙ্গে নব নব

মনোরথের উদ্ভবও হইবেই হইবে। সুতরাং মনোরথের গতির বা উৎপত্তির বিরাম কোথায়?"

"এইরূপে স্বীয় অসংখ্য পরিবার আত্মবোধে গৃহীত হওয়ায়, তাঁহাদের প্রতি অনুরাগ প্রবল থাকাতে, নবনব মনোরথের উদ্ভবে সংসার-সুখ-লালসা ত্যাগ করা দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং এই সকল পরমা সুন্দরী স্ত্রী, অনন্ত শিল্প-কৌশল-সম্পন্ন উপবন, বিপুল দ্যুতিময় মণিশোভিত প্রাসাদচয়, মনোহর সুকুমারশরীর অপত্যগণ—সমস্তই দুঃখ-কারণ! কেন বৃথা ইহাতে আকৃষ্ট থাকা! মনোরথাসক্ত-চিত্ত ব্যক্তিগণ কখনই স্বীয় অভীষ্টসাধনে সমর্থ হয় না,—পরমাত্ম-সাক্ষাৎকারের অধিকারী হয় না। তবে কেন বৃথা মায়ায় মজিয়া, স্বীয় অভীষ্ট ভুলিয়া থাকি?"

সাধকগণের পক্ষে মনঃসংযম ত সহজ-সাধ্য! সুতরাং সেই সম্মদনামা মীন-প্রবরের সঙ্গদোষে মহর্ষি সৌভরির মনে সংসার-প্রসক্তি জাগিলেও, স্বীয় পূর্ব্বকৃত সাধনবলে তিনি হঠাৎ মনঃসংযমে সমর্থ হইলেন;—মনোরথাসক্তির লোপ করিয়া নিঃসঙ্গভাবলম্বনে সমর্থ হইলেন। পুনরায় তাঁহার তপশ্চর্য্যায় প্রসক্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। নিঃসঙ্গভাবে তিনি তপশ্চর্য্যায় মনোনিবেশ করিলে, সেই সকল রাজকন্যাগণও তাঁহার অনু-সরণ করিয়া, ঋষিপত্নীর ন্যায় বিশুদ্ধভাবে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

সুদর্শনোপাখ্যান।

সুদর্শন নামে এক ধর্ম্মাত্মা মুনি সস্ত্রীক বাস করিতেন। তিনি একদিন তাঁহার স্ত্রীকে অতিথি-পূজন-সম্বন্ধে উপদেশ করিতে করিতে বলেন, "প্রিয়ে! অতিথি আশ্রমে উপগত হইলে, স্বীয় আত্মদ্বারা তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে হয়। কেন না, অতিথি হইতেছেন,—স্বয়ং ভগবান্ শঙ্কর। পৃথিবীতে অতিথি-পূজা ব্যতীত সংসারার্ণব-তরণের অন্য উপায় নাই; অতিথি-পূজা বিনা আত্মশুদ্ধি হয় না। সুতরাং হে শুভে! হে সুভগে! হে সুব্রতে! তুমি গৃহে কখনই অতিথির অবমাননা করিও না। অতিথিতে শিবজ্ঞানে আত্মোৎসর্গ করিয়া পূজা করিও।" তখন পতিব্রতা ঋষিপত্নী বিবশা ও সন্তপ্তা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভো! এ কিরূপ আদেশ করিলেন?" তখন মুনিপ্রবর সুদর্শন বলিলেন, "হে আর্য্যে! অতিথিই স্বয়ং শিব; শিবকে সমস্তই দেওয়া যায়। সেই জন্যই সকল অতিথিই সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা পূজনীয়।"

"পৌরাণিকী আখ্যায়িকায় কথিত আছে, একদিন কোন রাজা মৃগয়ার্থক বহির্গত হইয়া একটী অরণ্যে প্রবেশ করেন, তথায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া, কোথাও একটীও মৃগ দেখিতে পাইলেন না। ক্রমশঃ সমস্ত দিনের পরিভ্রমণে তাঁহার সাতিশয় ক্লান্তিবোধ হওয়ায়, তিনি ভয়ঙ্করী তৃষ্ণার প্রকোপে পড়িলেন; ক্রমশই কণ্ঠশোষ হইয়া, যেন শ্বাসরোধ

হইবার উপক্রম হইতে লাগিল। তাহাতে বড়ই কষ্ট পাইতেছিলেন। রাজার এইরূপ কষ্ট দেখিয়া, অনুচরবর্গের কেহ ফলমূলের, কেহ জল প্রভৃতির অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। রহিলেন কেবল—রাজা ও মন্ত্রী। এমন সময় চতুর্দ্দিক মেঘজালে আবৃত হইল; ক্রমশই প্রবল বাত্যায় চতুর্দ্দিক বিক্ষোভিত হইতে লাগিল; কে কোথায় গেল, কে তাহার অন্বেষণ করে! এমন সময় একটী দস্যুসম্প্রদায় একটী শ্রেষ্ঠীর সর্ব্বস্বাপহরণ করিয়া, বলপূর্ব্বক তাঁহার সালঙ্কৃতা ভার্য্যাকেও লইয়া যাইতেছিল। পরে রাজানুচর সৈনিক পুরুষদিগকে দেখিয়া, তাহারা পলায়ন করায়, সেই শ্রেষ্ঠিপত্নী অসহায়া হইয়া, বনের মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে রাজসকাশে উপনীতা হইলেন।

রাজা ও মন্ত্রী যে বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার শাখায় এক শুকদম্পতি কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান করিতেছিল। সেই দৈব-দুর্য্যোগ অতিক্রান্ত হইলে, সেই শুক স্বীয় স্ত্রীকে বলিতে লাগিল, "দেখ আজ আমাদিগের আশ্রয় তরুতলে তিনটী অতিথি উপস্থিত। এই চারিদিকে বারি-বর্ষণ হওয়ায়, বেশ শীতানুভব হইতেছে; এখন ইহাদিগকে একটু অগ্নি আনিয়া দিলে, বোধ হয়, ইহাঁরা উত্তাপ-সেবনে অনেকটা সুখানুভবে সমর্থ হইবেন।" শুকপত্নী শুকবাক্যের পোষণ করিল; শুকও বহির্গত হইয়া, সম্মুখবর্ত্তী গ্রাম হইতে অগ্নি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিল। তাঁহারা শুকের নিকট একটুমাত্র অগ্নি পাইয়া চারিদিক হইতে শুষ্ক ইন্ধনাদির আহরণ করিয়া, অগ্নি প্রজ্বালনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শুকও নানাস্থান হইতে শুষ্ক তৃণকাষ্ঠাদির অল্প

অল্প করিয়া চঞ্চুপুটে আহরণ করিতে লাগিল। পরে উপযুক্তরূপে অগ্নি প্রজ্বালিত হইলে, শুক স্বীয় পত্নীকে বলিল, "প্রিয়ে! এই অতিথিগণের আহারাদির উদ্যোগ করিতে হইবে!" শুকপত্নী বলিল, "নাথ! এখন সংগ্রহ হইবে কেমন করিয়া?" শুক বলিল, "অতিথি অসৎকৃত থাকিবে, ইহা কখনই হইতে পারে না; কিছু না থাকে, আমার এই শরীর-মাংসে তাঁহাদের তর্পণ করিব।"—এই বলিয়া শুক বৃক্ষশাখা হইতে সেই অগ্নিকুণ্ডে আত্মোৎসর্গ করিল। শুকপত্নী বলিল,—"অতিথি তিনটী; আমার পতির মাংসই বা কতটুকু হইবে? সুতরাং আমিও পড়িয়া সেই মংসের পরিমাণ বৃদ্ধি করি।"—এই বলিয়া সেই শুকপত্নীও বৃক্ষ-শাখা হইতে সেই অগ্নিকুণ্ডে পড়িয়া, অতিথির সেব্য মাংসের পরিমাণ বৃদ্ধি করিল। শুকশিশু এই সকল ঘটনা দেখিয়া ভাবিল,—"মাতার ও পিতার মাংসে এই তিনটী অতিথির পরিতৃপ্তি হইতে পারে না। সুতরাং আমিও সেই অগ্নি-কুণ্ডে প্রবেশ করি; তাহা হইলে এই তিনটী অতিথির কথঞ্চিৎ ক্ষুন্নিবৃত্তি হইবার সম্ভবানা।"—এই বলিয়া শুকশিশুও সেই অগ্নিকুণ্ডে অতিথিগণের সৎকারার্থক আত্মোৎসর্গ করিল।

"এইরূপে অতিথি-পূজনরূপ আত্মোৎসর্গের ফলে সেই শুকদম্পতি ও শুকশিশু—তির্য্যগ্‌যোনি হইতে মোক্ষলাভ করিয়াছিল। সর্ব্বদেবতাময় শঙ্করের পূজায় যে ফল লাভ হয়, শঙ্কররূপী এক অতিথির পূজনেই তাহা হইয়া থাকে।"

এইরূপ পতিবাক্য-শ্রবণে পতিব্রতা সুদর্শন-পত্নী অব-নত মস্তকে তাহার প্রতিপালনে অনুরতা হইলেন। তদবধি

ঋষিপত্নী অনুদিনই অতিথি-পূজায় নিরত থাকিয়া, গার্হস্থ্য-ধর্ম্মের সর্ব্বদা রক্ষা করিতে লাগিলেন। জীবহিত-সাধনে তিনি মূর্ত্তিমতী দয়া! ক্রমে তাঁহার অতিথি-পূজার যশঃখ্যাতি দিগন্তপ্রসৃতা হইল; দ্যুলোক ভূলোক সর্ব্বত্রই তাঁহার প্রশংসা-বাদ পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। এইরূপ তাঁহাদের দিগন্তপ্রসারী প্রশংসাবাদ শুনিয়া, একদা ধর্ম্মরাজ তাঁহাদের অতিথি-ভক্তির পরীক্ষা-গ্রহণার্থক ছদ্মবেশে আবির্ভূত হইলেন।

ধর্ম্মরাজ ব্রাহ্মণরূপে সুদর্শনের আশ্রমে উপনীত হইয়া, সুদর্শনপত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভদ্রে! তোমার স্বামী সুদর্শন কোথায়?" সুদর্শন-পত্নী তাঁহার বাক্যে যথাবৎ উত্তর দিয়া, পাদ্যার্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহার যথোচিত অর্চ্চনা করিলেন। পরে আহারাদির কথা জিজ্ঞাসা করিলে, ব্রাহ্মণ-রূপী ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে বলিলেন, "আর্য্যে! অন্নাদির প্রয়োজন নাই। তুমি আপনাকে দান করিতে পার কি?"

সেই ব্রাহ্মণবাক্য শ্রবণ করিয়া, পতিব্রতা ঋষিপত্নী পূর্ব্বে ভর্ত্তৃকথিত বাক্যের স্মরণ করিতে করিতে লজ্জাবনতবদনা হইয়া, তথা হইতে চলিয়া গেলেন। তখন সেই অভ্যাগত ব্রাহ্মণ পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি, অভিমত কি?"

তখন সেই সুদর্শন-পত্নী ধর্ম্মমতি হইয়া বলিলেন, "পতির আজ্ঞাক্রমে আমি আপনাতে আত্মনিবেদন করিতে পারি।"

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় মহর্ষি সুদর্শন সেই স্থানে উপনীত হইলেন। গৃহদ্বারে প্রবেশ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ভদ্রে! এখানে এস এস, গেলে কোথায়?" তখন ধর্ম্মরাজ সেই ঋষি-প্রবরকে বলিলেন,—

"হে ব্রহ্মন্! অদ্য আমি তোমার স্ত্রীর সহিত সঙ্গত হইতে ইচ্ছা করি। মহর্ষে সুদর্শন! এতদ্বিষয়ে কর্ত্তব্য কি বলুন। ইহাঁর সহিত সুরত-ব্যাপারেই আমার তৃপ্তি হইবে।"

তদনন্তর মহর্ষি সুদর্শন প্রহৃষ্টমনে বলিলেন,—"হে দ্বিজোত্তম! এই রমণীর ভোগে যথেষ্ট রত হউন; আমি এখন যাইতেছি।"

ইহা দেখিয়া, সেই ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণরূপ ধর্ম্মরাজ সেই মহর্ষি সুদর্শনের প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং স্বীয় মহাদ্যুতি মূর্ত্তি তাঁহাকে দেখাইলেন। পরে বলিলেন,— "হে মহাভাগ! সুশোভনা ত্বদীয়া ভার্য্যা আমার মনেরও ভুক্তা নহে; কেবল তোমাদের আতিথ্যসৎকারে কিরূপ শ্রদ্ধা, জানিবার জন্য, আসিয়াছিলাম। যাহা হউক, এই এক সুব্রতেই তুমি মৃত্যুজয়ে সমর্থ! আহা! তোমার তপোবীর্য্য কি প্রশস্ত!"—এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

আতিথ্যসৎকারের মহিমবর্ণন সম্বন্ধে পুরাণান্তরে কথিত আছে, যখন মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয়যজ্ঞে প্রভূত দানের উদ্যোগ অনুষ্ঠান করিয়া অভীষ্ট-সাধনে ব্রতী হয়েন, সেই সময় একটী হংস তথায় উপনীত হয়; তাহার অর্দ্ধাঙ্গ স্বর্ণময়; অপরাঙ্গ যথাবৎ আছে। হংসরাজ মহারাজ ধার্ম্মিক-প্রবর যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে যথেষ্ট দান হইতেছে শুনিয়া, মনে করিয়াছিল, তথায় গিয়া, স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধ করিবে।

যজ্ঞে দানব্রত সম্পন্ন হইলে, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতৃগণ ভাবিয়াছিলেন, এরূপ দান—এরূপ আতিথ্যসৎকার বুঝি

আর কোথাও হয় নাই; তাই একটু উদ্ধতভাবে সগর্ব্ব-প্রশংসাবাদের উত্থাপন হইয়াছিল। তখন সেই হংস বলিল, "ইহা আমার দৃষ্টিতে অতীব অকিঞ্চিৎকর! সুদর্শননামা মহাতপাঃ ঋষির আতিথ্যসৎকার অতীব প্রশংসার্হ। একদিন তাঁহার আশ্রমে কতিপয় ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ সমাগত হইয়াছিল; আত্মতর্পণার্থক প্রস্তুত সমস্ত অন্ন অতিথিগণের তৃপ্ত্যর্থে দিয়া, ভার্য্যা ও পুত্রের সহিত উপবাসী ছিলেন; সেই আতিথ্যসৎকারের পবিত্র অন্নকণাস্পর্শে আমার গাত্রের অর্দ্ধাংশ স্বর্ণময় হইয়াছে। মনে করিয়াছিলাম, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে যথেষ্ট মহদ্দানানুষ্ঠানের পবিত্র অন্নস্পর্শে সমস্ত শরীর কনকময় হইবে। কিন্তু তাহা হইল না।" সেই হংসরাজের বাক্যশ্রবণে সকলেই নিরুত্তর।

মহর্ষি সুদর্শনের আতিথ্যসৎকারের সুপ্রতিপালনে যে মহৎ ফললাভ হইল, বিধিপূর্ব্বক বহুত্যাগ স্বীকার করিয়া, শুভ-ব্রতাদি করিয়া, যজ্ঞ, দান, হোমাদি সম্পাদন করিয়া, এমন কি অশেষশাস্ত্র-বেদাদির অধ্যয়ন অধিগমন করিয়া, সে ফল কখনই লাভ করা যায় না। কেবল এক অতিথিতে সর্ব্বদেবময় শঙ্করজ্ঞানে পূজা করিয়া, ভবভক্তিদ্বারা মোক্ষ-লাভ করিতে পারা যায়। অতিথি-পূজায় সর্ব্বদেব পরিতৃপ্ত হওয়ায়, চাতুর্ব্বর্গ ফললাভ হয়। সুদর্শন-চরিতই অতিথি-পূজার আদর্শ!

অম্বরীষ-চরিত।

সূর্য্যবংশে ত্রিশঙ্কু নামে এক ইন্দ্রোপম প্রবলপরাক্রান্ত রাজচক্রবর্ত্তী ছিলেন; অযোধ্যা তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার মহিষী পদ্মাবতী সর্ব্বসুলক্ষণশোভিতা নিত্যশৌচ-সমন্বিতা থাকিয়া, সতত নারায়ণের উপাসনা করিতেন। কায়মনোবাক্যে সেই সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুর উপাসনায়ই তাঁহার সম্পূর্ণ প্রসক্তি ছিল। স্বয়ং মাল্যরচনা করিয়া, নারায়ণকে উপহার দিতেন; নিজেই চন্দনাদি-ঘর্ষণ করিয়া, নারায়ণ-গাত্রে গন্ধানুলেপন দিতেন; তদর্চ্চনার্থক ধূপদ্রব্যাদিরও নিজে প্রণয়ণ করিতেন। স্বহস্তে হবিষ্যাদি করিয়া, নিয়ম-পূর্ব্বক শুচি থাকিয়া, অযুত বর্ষ নারায়ণের অর্চ্চনা করিতেছিলেন।

একদা দ্বাদশীর দিন উপবাস করিয়া, শ্রীহরি-মন্দিরে গিয়া, মহিষী পদ্মাবতী পতির সহিত শয়ন করিয়া নিদ্রিতা ছিলেন। তখন পুরুষোত্তম নারায়ণ, পদ্মাবতীকে বলিলেন, "হে ভদ্রে! তুমি কি বর প্রার্থনা কর; হে ভামিনি! তুমি তোমার অভিপ্রেত বিষয়ের পরিচয় দাও!" তখন মহিষী পদ্মাবতী বলিলেন, "হে প্রভো! যেন আমার গর্ভে একটী বৈষ্ণব সন্তানের জন্ম হয়; আর সেই পুত্র স্বকর্ম্মনিরত নিত্যশুচি মহাতেজাঃ সর্ব্বভৌম রাজা হয়।" ভগবান্ জনার্দ্দন, তাঁহাকে তথাস্তু বলিয়া, হস্তে একটী ফল অর্পণ করিয়া, সেই

অভীষ্ট বর দিয়াই অন্তর্হিত হইলেন। পরে মহিষী পদ্মাবতী জাগরিতা হইয়া, সেই ফল ভক্ষণ করিলেন। অনন্তর যথাকালে মহিষীর গর্ভসঞ্চার হইল। গর্ভের ক্রমোপচয়ের সঙ্গে সঙ্গে মহিষীর এক অভিনব শ্রী বিকাশ পাইতে লাগিল।

তদনন্তর দেবী পদ্মাবতী যথাকালে নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের ন্যায় এক দ্যুতিমান্ পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন। এই পুত্র বিবিধ-সুলক্ষণ-সম্পন্ন দেখিয়া, কালে কুলবিবর্দ্ধন সদাচার বিষ্ণুপরায়ণ হইবে বলিয়া, প্রাচীন অভ্রান্তবাক্ আচার্য্যগণ নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন। মহারাজ ত্রিশঙ্কু শুভক্ষণে এই শোভন পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া, তাঁহার যাবতীয় জাতসংস্কারাদি সম্পন্ন করি-লেন; পরে তাঁহার নামকরণ হইল অম্বরীষ।

পরে মহারাজ ত্রিশঙ্কু পরলোকগত হইলে, অম্বরীষ রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া, মন্ত্রিগণের সহিত দুরূহ রাজকার্য্যের পরিচালনের সঙ্গে স্বাধ্যায়াদির সাধন করিতে লাগিলেন। পরে মন্ত্রিহস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া, উগ্র তপশ্চরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রায় সহস্র বৎসর সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী দ্যুতিমান্ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ মহাবাহু সহস্রশীর্ষ নারায়ণের ধ্যান জপ পূজাদিতে নিরত ছিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু গরুড়কে ঐরাবত করিয়া, নিজে বাসবমূর্ত্তি ধরিয়া, সেই তপোরত মহারাজ অম্বরীষের নিকট উপনীত হইলেন; এবং বলিলেন, "বৎস! আমি ইন্দ্র, তোমার শুভপ্রদ কি বর প্রার্থনীয় বল; তাহার বিধান করিব।

তদুত্তরে অম্বরীষ বলিলেন, হে ইন্দ্র! আমি আপনার নিকট কিছুই প্রার্থনা করি না; আপনি যথেচ্ছ গমন

করুন। আমি নারায়ণের উপাসনা করিতেছি, নারায়ণ আমার অভীষ্ট-দেবতা; তাঁহারই প্রসাদে আমার সকল সিদ্ধিলাভ হইবে; আপনার নিকট আমার কিছুই প্রার্থনীয় নাই। এখন আপনি আমার বুদ্ধির বিলোপ না করেন, ইহাই প্রার্থনীয়। এই কথা শুনিয়া, ইন্দ্ররূপী ভগবান্ নারায়ণ স্বমূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া, অম্বরীষের প্রতি প্রসন্ন হইলেন। পরে স্বীয় জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি দেখাইয়া, মহারাজ অম্বরীষের আনন্দবর্দ্ধন করিলেন। তখন মহারাজ অম্বরীষ প্রণাম করিয়া, যথাশক্তি নারায়ণের স্তব করিতে লাগিলেন। তাহাতে নারায়ণ পরিতুষ্ট হইয়া, অম্বরীষকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন;—"হে সুব্রত! তুমি আমার একজন পরমভক্ত, তোমায় সমস্তই দিতে পারি; তোমার কি অভীষ্ট বল! তোমায় বরদান করিতেই আমি এস্থানে উপস্থিত হইয়াছি।"

মহারাজ অম্বরীষ তখন বলিলেন, "হে ভগবন্! আপনাতেই যেন আমার মতি থাকে; আর কায়মনোবাক্যে যেন আপনারই কর্ম্ম সাধন করিতে পারি! যেমন তুমি দেবদেব পরমাত্মা মহাদেবের সহিত সংসক্ত, তেমনই যেন আমি নিত্য তোমাতে সংসক্ত থাকিতে পারি! আর জগৎকে বৈষ্ণব করিয়া যেন পৃথিবীপালনে রত হইতে পারি। অপিচ যজ্ঞহোমার্চ্চনা দ্বারা যেন সুরোত্তমগণের তৃপ্তিসাধনে সমর্থ হই। বিষ্ণুভক্তের পালন ও বিষ্ণুশত্রুর বিনাশ করিতে যেন শক্ত হই; লোক-তাপ-ভয়ে যেন ভীত হইতে—তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া কর্ম্ম করিতে—আমার প্রবৃত্তি থাকে।"

তখন ভগবান্ নারায়ণ বলিলেন, "তাহাই হইবে; পূর্ব্বে ভগবান্ রুদ্রের প্রসাদে যে দুর্লভ সুদর্শনচক্র লাভ করিয়াছি, তাহা তোমার প্রতি প্রযুক্ত ঋষি-শাপাদি দুঃখ শত্রু ও রোগাদির নিত্যই বিনাশ করিবে। সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা তোমার ভদ্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।" এই বলিয়া ভগবান্ গরুড়ধ্বজ বিষ্ণু তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

ভগবান্ বিষ্ণুর নিকট বরলাভানন্তর অম্বরীষ স্বরাজ্য অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন; পরে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া, রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণাদি বর্ণকে স্ব স্ব উপযোগী কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন; এবং নিষ্পাপ বিষ্ণুভক্তগণের পালন করিতে রত হইলেন। শতাশ্বমেধ ও শত বাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া, হোমাদিদ্বারা সুরলোকের তৃপ্তিসাধন ও পৃথিবীর পরিপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার শাসনকালে পৃথিবী শস্যহীনা বা তৃণহীনা কিংবা দুর্ভিক্ষাদি দ্বারা বিপন্না হয় নাই;—প্রজাগণ নিত্য রোগহীন ও সর্ব্ব প্রকার উপদ্রবের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া, সুখ-স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেছিল।

যথাকালে তাঁহার দয়িতা ভার্য্যার গর্ভে একটী শরচ্চন্দ্রনিভাননা কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন; তাঁহার নামরক্ষণ হইল শ্রীমতী। দিন দিন শ্রীমতীর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে অঙ্গদ্যুতির উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; ক্রমে শ্রীমতী যৌবনসীমায় উপনীতা হইলে, তাঁহার দেহজ্যোতিতে যেন দিগন্ত উদ্ভাসিত হইয়া পড়িত। এইরূপ রূপলাবণ্যবতী শ্রীমতী একদিন একটী কেলি-সরোবরে সখীসহ ক্রীড়াপরা রহিয়াছেন, এমন সময় তথায়

দেবর্ষি নারদ ও পর্ব্বত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরে মহারাজ অম্বরীষের সহিত সাক্ষাৎ করিলে, মহারাজ অম্বরীষ বিহিতবিধানে তাঁহাদের পূজাদি করিয়া, কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে তাঁহারা মহারাজ অম্বরীষকে সেই দেব-মায়ার ন্যায় শোভনা সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্না আগতযৌবনা রমমাণা কন্যার কথা জিজ্ঞাসা করায়, মহারাজ অম্বরীষ বলিলেন, "মহাভাগ! এটী আমারই কন্যা, ইহার নাম শ্রীমতী; ইহার বরান্বেষণ করিতে করিতেই এই বিবাহকাল উপস্থিত হইয়াছে।"

মহারাজ অম্বরীষের মুখে এই কথা শুনিয়া, দেবর্ষি নারদ বলিলেন, "মহারাজ! আমি এই কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি; আপনার অভিমত কি?" আবার দেবর্ষি পর্ব্বতও বলিলেন, "মহারাজ! আমারও ইচ্ছা, এই কন্যার পাণিগ্রহণে সুখী হই, আপনার ইহাতে কি মত?

মহারাজ অম্বরীষ বলিলেন, হে দেবর্ষিদ্বয়! আপনারা উভয়েই এই কন্যার পাণিগ্রহণে অভিলাষী। তবে আমি এইমাত্র বলিতে পারি, এই কন্যা আপনাদিগের মধ্যে যাঁহায়ই বরণ করুক না, আমি তাঁহাকেই কন্যাদান করিব। তখন দেবর্ষিদ্বয় তাহাই হইবে বলিয়া, প্রহৃষ্টচিত্তে নারায়ণ-গুণ-কীর্ত্তন করিতে করিতে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

দেবর্ষি নারদ তৎপরে বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া, ভগবান্ নারায়ণকে সষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, "প্রভো! কিঞ্চিৎ শ্রোতব্য আছে। গোপনে আপনাকে সেই কথা বলিব।" তখন ভগবান্ নারায়ণ ঈষদ্ধাস্য করিয়া বলিলেন,—"হে দেবর্ষে! কি তোমার বক্তব্য আছে বল।" নারদ

বলিলেন,—"প্রভো! আপনার ভক্ত মহারাজ অম্বরীষের শ্রীমতী নাম্নী একটী পরমা সুন্দরী কন্যা আছে; আমি তাঁহায় বিবাহে পত্নীরূপে গ্রহণ করিব বলিয়া, তথায় গমন করিয়াছিলাম। আর আপনার ভৃত্য শ্রীমান্ পর্ব্বতও সেই বিশালাক্ষী মোহিনী শ্রীমতীর পাণিগ্রহণে অভিলাষী। মহারাজ অম্বরীষ বলিয়াছেন, 'আপনাদের মধ্যে যাঁহায় আমার কন্যা বরণ করিবে, আমি তাঁহাকেই কন্যা সম্প্রদান করিব।' তাই অদ্য প্রাতেই আপনার নিকট স্বাভীষ্টসাধনের জন্য উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া, যাহাতে পর্ব্বতের মুখ বানর-সদৃশ হয়, তাহা করিতেই হইবে।" ভগবান্ নারায়ণ, দেবর্ষি নারদকে এইরূপ কামপরতন্ত্রতায় বিহ্বল দেখিয়া, তাহাই হইবে বলিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

দেবর্ষি নারদ বিষ্ণুসদন হইতে বহির্গত হইয়া, প্রহৃষ্ট-মনে অযোধ্যাভিমুখে গমন করিলেন। তাহার অব্যবহিত-পরেই দেবর্ষি পর্ব্বত ভগবৎসকাশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি সঙ্গোপনে নারদের ন্যায় স্বাভীষ্ট ব্যক্ত করিয়া, প্রার্থনা করিলেন, "ভগবন্! নারদের যেন গোলাঙ্গুল মুখ হয়; তাহা হইলেই, আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাকেও তথাস্তু বলিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। ভগবান্ বিষ্ণুর প্রসাদলাভ করিয়া, দেবর্ষি পর্ব্বতও অযোধ্যা-ভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এদিকে অযোধ্যায় মহারাজ অম্বরীষভবনে শ্রীমতীর স্বয়ম্বর উপলক্ষে প্রশস্ত সুশোভন সভামণ্ডপ রচিত হইয়াছে। ক্রমে দেবর্ষি নারদ ও মহর্ষি পর্ব্বত উপস্থিত হইলেন; উভয়েই

মহারাজ অম্বরীষকর্ত্তৃক যথাবিহিত পাদ্যার্ঘ্যাদিদ্বারা অর্চ্চিত হইলেন। পরে শুভক্ষণে রাজকন্যা শ্রীমতী মাল্যালঙ্কারাদি-দ্বারা ভূষিতা সুলোহিতবসনা সুসজ্জিতা হইয়া, স্বয়ম্বর-সভায় উপনীতা হইলেন। তখন মহারাজ অম্বরীষ কন্যাকে সাদরসম্ভাষণে বলিলেন, "কল্যাণীয়ে! তোমার পাণিগ্রহণের জন্য দুইজন দেবর্ষি উপস্থিত হইয়াছেন; ইঁহাদের মধ্যে যাঁহায় ইচ্ছা বরণ কর।" কন্যা পিতৃবাক্যানুসারে সেই মহর্ষিদ্বয়ের সম্মুখে উপস্থিতা হইয়া, তাঁহাদের মূর্ত্তিদর্শনমাত্র ভীতা হইলেন; এবং অবনতমস্তকে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একটী গোলাঙ্গুলমুখ, অপরটী বানরমুখ! দেখিয়াই কন্যা সন্ত্রস্তা হইয়া ইহার রহস্য কিছুই বুঝিতে পারিলেন না;—ক্রমে স্বীয় অদৃষ্ট চিন্তা করিতে করিতে বিষণ্ণা হইয়া, বাতাহতকদলীর ন্যায় ভূতলে পতিতা হইলেন।

তখন মহারাজ অম্বরীষ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎসে! হইল কি? ইঁহাদের মধ্যে একজনকে মাল্যদান কর।" শ্রীমতী প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "পিতঃ! আমি দেবর্ষি-দ্বয়কে দেখিতে পাইতেছি না; ইঁহাদের আকৃতি নরবানরের ন্যায়;—একটী বানরমুখ, অন্যটী গোলাঙ্গুলমুখ। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে ষোড়শবর্ষদেশীয় দীর্ঘবাহু বিশালাক্ষ প্রশস্তবক্ষ নানা-লঙ্কারভূষিত একটী দেবমূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছি; ইঁহার পরিধানে হিরণ্যবাস, অকণ্টক-মৃণাল-হস্তে রত্নকেয়ূর, বক্ষে কৌস্তুভমণি;——ঠিক যেন লক্ষ্মীসেবিত নারায়ণ!"

তখন দেবর্ষি নারদ কহিলেন, "হে শুভে! তাঁহার কয়টী হস্ত?" শ্রীমতী বলিলেন, "দুইটী।"

আবার দেবর্ষি পর্ব্বত জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুভগে! ইহার হস্তে কি দেখিতেছ?" শ্রীমতী উত্তর করিলেন,—"শর ও কার্ম্মুক!"

তখন দেবর্ষিদ্বয় বলিলেন, "ইহা কোন মায়াবীর মায়া হইবে।" তৎপরে পরস্পর পরস্পরের মুখবর্ণনসম্বন্ধে কথোপকথন করিয়া, স্থির করিলেন; জনার্দ্দন স্বয়ংই বোধ হয়, এস্থলে মায়াবী হইয়া, এইরূপ ঘটাইয়াছেন।

এমন সময় মহারাজ অম্বরীষ ঋষিদ্বয়ের সান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, "মহাভাগগণ! আপনারা স্ব স্ব রূপ ধারণ করুন; আমার কন্যা এখন আপনাদিগের মধ্যে কাহারও বরণে উদ্যম করিতে সমর্থা নহে।"

তখন মহর্ষিদ্বয় বলিলেন, "মহারাজ! তুমি আমাদিগকে মায়ায় মুগ্ধ করিয়াছ; তোমার কন্যা ইচ্ছানুসারে আমাদিগের অবিলম্বে বরণ করুক না কেন?"

কন্যা শ্রীমতী তৎপরে বরণ করিতে গিয়া, আপনার ইষ্টদেবের স্মরণ করিয়া, যেমন মাল্যদান করিতে যাইবেন, উভয়ের মধ্যস্থিত সেই দিব্য দেবমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন; এবং তাঁহারই গলে হস্তস্থিত সেই রত্নমালা প্রদান করিলেন। ভগবান্ নারায়ণ সেই শ্রীমতীর পাণিগ্রহণ করিয়া, তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

পরে নারায়ণ অন্তরীক্ষ হইতে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "নারদ! তোমার প্রার্থনানুসারে যেমন পর্ব্বতের বানর মুখ হইয়াছে, আবার পর্ব্বতের প্রার্থনা মতে তোমারও তেমনই গোলাঙ্গুল-মুখ হইয়াছে। তোমরা কামবান্ হইয়া যেমন প্রার্থনা

করিয়াছ, ফলও তদ্রূপ হইয়াছে। এজন্য আমাকর্ত্তৃক কোন-রূপ বৈপরীত্য ঘটে নাই; আমার দোষ নাই।"

তখন দেবর্ষিদ্বয় বলিলেন, "আপনার দোষ কি প্রভো! এই মহারাজ অম্বরীষেরই দৌরাত্ম্য! আমাদিগের সহিত মায়াবিস্তারে কন্যা অন্তর্হিতা করিয়াছে! আমরা ইহার প্রতি শাপপ্রয়োগ করিব। "যখন আমাদিগের আহ্বানের পর মায়াযোগে অন্যকে কন্যাদান করিয়াছ, তখন হে মহারাজ! তোমাকে তমোদ্বারা অভিভূত হইতে হইবে; যেমন আমাদিগকে বোধে আনিলে না, তেমনই আত্মবোধে অসমর্থ হইবে।"

দেবর্ষিগণ এইরূপ অভিশাপপ্রদান করিলে, তমোরাশি আবির্ভূত হইল। আবার এই তমোরাশি নৃপতির স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই বিষ্ণুর সুদর্শনচক্র আসিয়া, তাহা ব্যাহত করিয়া, মহা-রাজের রক্ষাবিধান করিতে লাগিল। পরে সেই সুদর্শনচক্র দেবর্ষি-গণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল; দেবর্ষিগণও সন্ত্রস্ত হইয়া নানাস্থানপরিভ্রমণ করিয়া, শেষে নারায়ণসমীপে উপনীত হইয়া, সকাতরে বলিলেন, "ভগবন্! অম্বরীষ যেমন আপনার ভক্ত, আমরাও তদ্রূপ। আমাদিগের রক্ষা করুন।"

তখন ভগবান্ নারায়ণ বলিলেন, অম্বরীষের প্রতি ব্রাহ্মণের শাপস্পর্শ করিতে পারিবে না; করিতে গেলে, আমার সুদর্শনচক্র গিয়া তাহা হইতে রক্ষাবিধান করিবে। ইহার অন্যথা হইবে না। যাহা হউক, আপনারা বরপ্রদানে স্ব স্ব প্রযুক্ত শাপের প্রত্যাখ্যান করুন; আমার চক্রও স্বতই প্রত্যাবৃত্ত হইবে। ভগবদ্ভক্ত মহারাজ অম্বরীষ এইরূপে ব্রহ্মশাপ হইতে মুক্তিলাভ করিলেন।

প্রতাপশালী সংযমিপ্রধান লোকপালয়িতা নৃপসত্তম অম্ব-রীষকে প্রজাগণ মূর্ত্তিমান্ পুণ্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া, ভগবৎ-জ্ঞানে তাঁহার শ্রেষ্ঠ বরণ করিতেন। তাঁহার অযুতসংখ্যক যজ্ঞানুষ্ঠানকালে তিনি তাদৃশ দশলক্ষ নরপতিকে সমাগত ব্রাহ্মণদিগের সেবার্থক নিয়োজিত করিয়াছিলেন; আর তাৎ-কালিক দীর্ঘদর্শী লোকসমূহ তাঁহার ঐ সকল মহৎকার্য্যের অনুষ্ঠান দেখিয়া, যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন। তিনি এমনই পুণ্যকর্ম্মা ছিলেন যে, তাঁহার যজ্ঞকালে যাঁহারা ব্রাহ্মণসেবায় নিয়োজিত ছিলেন, সেই সকল নরপতিও মহারাজ অম্বরীষের মাহাত্ম্যপ্রভাবে অশ্বমেধফলভোগী হইয়া, উত্তরায়ণপথদ্বারা, হিরণ্যগর্ভলোকে গমন করিয়াছিলেন। রাজা অম্বরীষ যতি ব্রাহ্মণগণকে একাধিক অর্ব্বুদ গোদান করিয়া, রাজ্যের সহিত স্বর্গারোহণের পথপ্রশস্ত করেন; শেষে অসীমতেজাঃ ব্রাহ্মণে সমগ্র রাজ্যদান করিয়া, সুরলোক-গমন করেন। রাজা অম্বরীষ ধর্ম্ম জ্ঞান বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য —এই চারি বিষয়ে অতুলনীয়।

ভগবান্ অম্বরীষ সুদুর্লভ সুরলোকে গমনপূর্ব্বক স্বীয় সেনাপতি সুদেবের সমৃদ্ধিসন্দর্শনে সাতিশয় বিস্মিত হইয়া, দেবরাজ বাসবকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; তাহাতে দেবেন্দ্র বলিলেন, "হে তাত! পূর্ব্বে এই সুদেব অনেক সুমহান্ সংগ্রামযজ্ঞের বিস্তার করিয়াছেন; আমার ইন্দ্রত্বও এই যজ্ঞের ফলে।" পরে ইন্দ্র যোদ্ধৃবর অম্বরীষের যথেষ্ট সম্বর্দ্ধনা করিলেন। দেব অম্বরীষও পরমপ্রীত হইলেন।

গুরুভক্তি।

ভারতশ্রেষ্ঠ মহারাজ জনমেজয় যখন তক্ষশিলাদেশ জয় করিয়াছিলেন, সেই সময়ে আয়োদধৌম্যনামা একজন ঋষি তথায় বাস করিতেন; তাঁহার আরুণি, উপমন্যু ও বেদ নামে তিনজন প্রধান শিষ্য ছিলেন। এক দিবস মহর্ষি আয়োদ-ধৌম্য তাঁহার পাঞ্চালদেশীয় শিষ্য আরুণিকে বলিলেন,— "বৎস! শীঘ্র ক্ষেত্রাভিমুখে গমন কর; তথায় আলিবন্ধন না করিলে, শস্যরক্ষার আর উপায়ান্তর নাই।" অরুণি গুরুর আদেশশ্রবণমাত্র তথায় গিয়া আলিবন্ধনের বিবিধরূপ যত্ন চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ হইল। অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া, ক্ষেত্রের কেদারখণ্ডে শয়ন করিয়া জলের গতিরোধ করিলেন।

অনন্তর বহুকাল পরে আয়োদধৌম্য শিষ্যগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাঞ্চাল্য আরুণি কোথায় গমন করিয়াছে?" শিষ্যগণ উত্তর করিলেন, "আপনার আদেশমতে ক্ষেত্রের আলিবন্ধন করিতে গিয়াছেন; এখনও প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই।" শিষ্যগণের নিকট এই কথা শ্রবণ করিয়া, তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, "চল, আরুণি যেখানে গমন করিয়াছে, আমরা সকলেই সেই স্থানে যাই।"

পরে শিষ্যগণসমভিব্যাহারে মহর্ষি আয়োদধৌম্য সেই ক্ষেত্রসমীপে উপনীত হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে

লাগিলেন; "ভো বৎস পাঞ্চাল্য আরুণে! তুমি কোথায়? শীঘ্র এস!" আরুণি স্বীয় পূজ্যপাদ উপাধ্যায়ের বাক্যশ্রবণ করিয়া, সেই কেদারখণ্ড হইতে শীঘ্র উত্থিত হইয়া, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং কহিলেন, "গুরুদেব! আমি এই আসিয়াছি, আপনার কেদারখণ্ডের জলনির্গম রোধ করিতে অনেক চেষ্টা চরিত করিয়াছিলাম; কিন্তু কোন মতেই কৃত-কার্য্য হইতে না পারায়, শেষে নিজে তথায় শয়ন করিয়া, জলনিঃসরণ বন্ধ করিয়াছিলাম। এক্ষণে আপনার বাক্য-শ্রবণে সহসা কেদারখণ্ড বিদীর্ণ করিয়া, আপনার শ্রীচরণ-সমীপে উপস্থিত হইয়াছি। অভিবাদন করিতেছি; এক্ষণে আর কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।"

আরুণির বাক্যশ্রবণে উপাধ্যায় কহিলেন, "বৎস! তুমি যেমন কায়মনোবাক্যে আমার আদেশপ্রতিপালন করিয়াছ, আমি তাহাতে অত্যন্তই প্রসন্ন হইয়াছি। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার মঙ্গল হইবে, এবং সমগ্র বেদ ও সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র তোমার মনে অনুক্ষণই প্রকাশমান থাকিবে। আর তুমি কেদারখণ্ড বিদীর্ণ করিয়া উত্থিত হইয়াছ বলিয়া, আমার ইচ্ছা, উদ্দালক নামে প্রসিদ্ধ হইবে। এক্ষণে তুমি স্বীয় অভীষ্ট দেশে গমন করিতে পার।" পরে আরুণি পূজ্যতম উপাধ্যায় মহর্ষি আয়োদধৌম্যের সানুগ্রহ অনুমতিলাভ করিয়া, যথেষ্ট গুরুদক্ষিণার সংবিধানপূর্ব্বক গুর্ব্বঙ্ঘ্রিভক্তিযুক্ত হইয়া, স্বীয় অভিলষিত দেশে গমন করিলেন।

মহর্ষি আয়োদধৌম্যের দ্বিতীয় শিষ্যের নাম উপমন্যু। উপাধ্যায় একদিন তাঁহাকে আদেশ করিলেন, "বৎস উপ-

মন্যো! তুমি গোরক্ষা কর।” গুরুভক্ত শিষ্য উপমন্যুও উপাধ্যায়ের আদেশানুসারে গোরক্ষায় ব্রতী হইলেন। প্রতিদিন সমস্ত দিবস গোরক্ষা করিয়া, সায়ংকালে গুরুগৃহে আগমন-পূর্ব্বক পরমারাধ্য গুরুদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া, প্রণাম-পূর্ব্বক একান্তে উপবেশন করিলেন।

একদিন উপাধ্যায় মহর্ষি আয়োদধৌম্য উপমন্যুকে স্থূল-কায় দেখিয়া, বলিলেন, “বৎস উপমন্যো! তোমার শরীর বিলক্ষণ স্থূল দেখিতেছি; তোমার আহারবৃত্তি নির্ব্বাহ করিতেছ কেমন করিয়া?” উপমন্যু বলিলেন, “গুরুদেব! আমি ভিক্ষা-বৃত্তিদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করি।” তখন উপাধ্যায় বলিলেন, “আমার অনুমতি ব্যতীত ভিক্ষান্ন ভোজন করিও না।” উপাধ্যায়ের এইরূপ আদেশে তিনি ভিক্ষা করিয়া যাহা পাইতেন, গুরুগৃহে তৎসমুদায় সমর্পণ করিতেন; উপাধ্যায় তাঁহার ভিক্ষান্নগ্রহণ করিলে, তিনি ‘তাহাই হউক’ বলিয়া, গোরক্ষার্থক গমন করিতেন; এবং পুনর্ব্বার ভিক্ষা করিয়া, যাহা পাইতেন, তাহাই ভক্ষণ করিয়া, জীবন ধারণ করিতেন।

উপমন্যু এইরূপে প্রত্যহ সমস্ত দিবস গোরক্ষা করিয়া, রাত্রিকালে গুরুগৃহে আসিয়া, গুরুর শ্রীচরণ-সমীপে উপনীত হইয়া, নমস্কার করিয়া যথারীতি একান্তে বাস করিতেন। উপাধ্যায় তথাপি তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ স্থূলদেহ দেখিয়া, বলিলেন, “বৎস উপমন্যো! প্রত্যহই তোমার ভিক্ষালব্ধ সমস্ত অন্নগ্রহণ করিয়া থাকি; এক্ষণে কিরূপে তোমার আহারবৃত্তিনির্ব্বাহ হইতেছে?” উপমন্যু বলিলেন, “গুরো! আমি আপনার নিকট পূর্ব্বকৃত ভিক্ষান্নের সমর্পণ করিয়া, আর একবার ভিক্ষা করি;

তাহাতেই আমার জীবিকানির্ব্বাহ হয়।" উপাধ্যায় কহিলেন, "ইহা গুরুকুলবাসীদিগের কর্ত্তব্য নহে; ইহাতে অন্যান্য ভিক্ষোপজীবীর বৃত্তিহানির সম্ভাবনা; ইহাতে তোমার সাতিশয় লোভ প্রকাশ পাইতেছে।" গুরুবাক্যশ্রবণে উপমন্যু আর এরূপ করিব না বলিয়া, পূর্ব্ববৎ গোরক্ষায় ব্রতী হইলেন; এবং সমস্ত দিন গোরক্ষা করিয়া, গোদুগ্ধপানে জীবনরক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন; ও সায়ংকালে গুরুগৃহে আসিয়া, পূর্ব্ববৎ গুরুর শ্রীচরণে প্রণতি করিয়া, যথারীতি একান্তে বাস করিতে লাগিলেন।

উপাধ্যায় তথাপি তাঁহাকে পূর্ব্বরূপ স্থূলকলেবর দেখিয়া, পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! তুমি ভিক্ষা করিয়া যাহা পাও, আমি তৎসমস্ত গ্রহণ করিয়া থাকি, পুনর্ব্বারও ভিক্ষাও কর না; তথাপি তোমার শরীর কৃশ হইতেছে না। এক্ষণে তোমার আহার চলিতেছে, কেমন করিয়া?" "উপমন্যু কহিলেন, "প্রভো! এই সকল গোমাতার দুগ্ধপান করিয়া, জীবনধারণ করিতেছি।" উপাধ্যায় তখন বলিলেন, "আমি তোমায় গোদুগ্ধ পান করিতে অনুমতি করি নাই; আমার আদেশ ব্যতীত গোদুগ্ধ পান করা তোমার উচিত নহে।" উপমন্যু বলিলেন, "তাহাই হউক, আমি আর গোদুগ্ধ-পানও করিব না।"

পরে উপমন্যু স্বীয় প্রতিজ্ঞা-সংরক্ষণপূর্ব্বক গোরক্ষা করিয়া, পূর্ব্ববৎ গুরুগৃহে আসিয়া, গুরুদেবের শ্রীচরণ-সমীপে দণ্ডায়-মান হইয়া প্রণাম করিয়া, একান্তে অবস্থান করিলেন। সে দিন তিনি বৎসগণের মাতৃস্তন্যপানকালে মুখ দিয়া যে,

ফেন নিঃসৃত হইয়াছিল, তাহারই পান করিয়া জীবনরক্ষা করিয়াছিলেন। উপাধ্যায় তাঁহাকে পূর্ব্বের ন্যায় স্থূলকায় দেখিয়া, বলিলেন, "বৎস উপমন্যো! তুমি ভিক্ষান্ন ভক্ষণ কর না, পুনর্ব্বার ভিক্ষাও কর না, দুগ্ধপানও কর না; তথাপি বিলক্ষণ পুষ্টদেহ আছ; আহার চলিতেছে কিরূপে?" উপমন্যু বলিলেন, "পরমারাধ্য গুরুদেব! বৎসগণ যখন মাতৃস্তন্যপান করে, তখন তাহাদিগের মুখ দিয়া যে ফেন নির্গত হইয়া পতিত হয়, আমি তাহারই পান করিয়া, জীবনধারণ করিয়াছি।" তখন উপাধ্যায় কহিলেন, "এই সকল বৎসের হৃদয় অতীব সকরুণ, ইহারা তোমার প্রতি দয়া করিয়া, প্রভূততর ফেন উদ্গীরণ করে; সুতরাং তুমি সেই বৎসমুখোদ্গীর্ণ ফেনপান করিয়া বৎসগণের বৃত্তিরোধ করিতেছ; অতএব তোমার ফেনপান করাও কর্ত্তব্য নহে।" উপমন্যু স্বীয় পূজনীয় উপাধ্যায়ের এরূপ আদেশশ্রবণে প্রফুল্লচিত্তে 'তাহাই হউক' বলিয়া, আদিষ্ট গোরক্ষণে ব্রতী হইলেন। এখন উপমন্যু ভিক্ষান্ন-ভোজন করেন না, দুগ্ধপানও করেন না, বৎসমুখগলিত ফেনপানও করেন না;—কোন দ্রব্যে যে কাহার বৃত্তি-লোপের সম্ভাবনা নাই, তাহাও ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন না! একদিন তিনি অরণ্যমধ্যে গোচারণ করিতে করিতে সাতিশয় ক্ষুধায় কাতর হইয়া, অর্কপত্রভক্ষণ করিলেন। ক্ষার, তিক্ত, কটু, রুক্ষ, তীক্ষ্ণবিপাক, সেই অর্ক-পত্রভক্ষণ করাতে উপমন্যুর চক্ষুরোগ জন্মিল; তিনি তাহাতেই অন্ধ হইলেন। পরে অন্ধ হইয়া, অরণ্যমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে এক কূপমধ্যে পতিত হইলেন।

এদিকে দিবাকর ক্রমে অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন, উপমন্যুরও আগমনকাল ক্রমশঃ উত্তীর্ণ হইয়া গেল; তখন উপাধ্যায়ের মন বিচলিত হইল; তিনি তাঁহার অপরাপর শিষ্যগণকে বলিলেন, "হাঁ হে! উপমন্যু এখনও আসিতেছে না কেন?" শিষ্যগণ বলিলেন, "উপমন্যু গোরক্ষার জন্য বনে গমন করিয়াছিলেন; বোধ হয়, সেই স্থানেই আছেন।" উপাধ্যায় কহিলেন, "আমি উপমন্যুর সমস্ত আহারেই প্রতিষেধ করিয়াছি, তাহাতে তাহার নিশ্চিতই কুপিত হইবার কথা; বোধ হয়, তাই এখনও আসিতেছে না। অতএব তাহার অন্বেষণ করা এক্ষণে আমাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য।" ইহা বলিয়া শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে অরণ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সশিষ্য আয়োদধৌম্য অরণ্যমধ্যে উপনীত হইয়া, "বৎস উপমন্যো! কোথায় আছ? এস!" বলিয়া, উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন। গুরুভক্তিপরায়ণ উপমন্যু স্বীয় গুরুবাক্যশ্রবণ করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "গুরুদেব! আমি এই কূপে পতিত হইয়াছি।" তখন উপাধ্যায় কহিলেন, "কেন বৎস! কি প্রকারে কূপে পতিত হইলে?" উপমন্যু কহিলেন, "আমি ক্ষুধার বশে অস্থির হইয়া, অর্কপত্রভক্ষণ করিয়াছিলাম, তাহাতেই অন্ধ হইয়াছি; পরে ভ্রমণ করিতে করিতে কূপে পতিত হইয়াছি।" উপাধ্যায় বলিলেন, "বৎস! দেবচিকিৎসক অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তব কর; তাঁহারা তোমার চক্ষুরোগের প্রতীকার করিয়া দিব্য দৃষ্টিবিধান করিবেন।" উপাধ্যায় এরূপ উপদেশ করিলে, উপমন্যু ঋগ্বেদবিহিত বাক্যদ্বারা দেবচিকিৎসক

অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের উপাসনায় ব্রতী হইলেন ;—নিত্যসত্য বেদে বিশ্বাস রাখিয়া, ভক্তিপূর্ণমনাঃ হইয়া, তাঁহাদের স্তব করিতে লাগিলেন। আশা করিতে লাগিলেন, গুরুপদেশানুসারীস্তোত্রে দেবপ্রসাদলাভ নিশ্চিতই হইবে।

উপমন্যুর স্তবে অশ্বিনীকুমারদ্বয় প্রসন্ন হইয়া, তথায় উপনীত হইলেন, এবং সাদরসম্ভাষণে বলিলেন, "বৎস! আমরা তোমার কথিত স্তবে যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়াছি ; তোমায় এই পিষ্টকপ্রদান করিতেছি, ভক্ষণ কর।" অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের এইরূপ আদেশশ্রবণ করিয়া, উপমন্যু বলিলেন, "দেবদ্বয়! আপনারা অনৃতবাক্যের কখন প্রয়োগ করেন না, কিন্তু আমি গুরুর নিকট নিবেদন না করিয়া, কখনই এ পিষ্টকভক্ষণ করিতে পারি না।" তখন অশ্বিনীকুমারেরা "কহিলেন, পূর্ব্বে তোমার উপাধ্যায় আমাদের স্তব করিয়াছিলেন ; আমরা প্রসন্ন হইয়া, তাঁহার হস্তেও এইরূপ পিষ্টক দিয়াছিলাম ; তিনি গুরুর নিকট নিবেদন না করিয়াই, ভক্ষণ করিয়াছিলেন। তোমার উপাধ্যায় যেরূপ করিয়াছিলেন, তুমিও সেইরূপ কর।"

উপমন্যু উত্তর করিলেন, "হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! আপনাদের নিকট অনুনয় করিয়া বলিতেছি, গুরুর নিকট নিবেদন না করিয়া, কখনই আমি এ পিষ্টক ভক্ষণ করিতে পারিব না।" তৎ-শ্রবণে অশ্বিনীকুমারদ্বয় বলিলেন, "তোমার এতাদৃশ অবিচলিত গুরুভক্তি থাকাতে, আমরা যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার গুরুর দন্ত কৃষ্ণলৌহময়, তাই তিনি শিষ্যগণের প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিতে পারেন ; কিন্তু

তোমার দন্ত হিরণ্ময় হইবে, তুমি তাহা না করিয়া তাহাদিগের প্রতি দয়াবান্ হইবে। বৎস! তোমার উত্তম দিব্য নেত্রলাভ হইবে ও তুমি শ্রেয়োলাভে সমর্থ হইবে।”

অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের বরে উপমন্যুর উত্তম নেত্রলাভ হইল। পরে তিনি কূপ হইতে উত্থিত হইয়া, পরমারাধ্য উপাধ্যায়ের শ্রীচরণ-সমীপে আগমন করিয়া, সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত-পূর্ব্বক, দণ্ডায়মান রহিলেন; পরে উপাধ্যায়ের আদেশানুসারে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্তের বর্ণন করিলেন। উপাধ্যায় তাঁহার বর্ণনশ্রবণে পরমপ্রীতিলাভ করিয়া, সাদরে বলিলেন, “বৎস! অশ্বিনীকুমারদ্বয় দেবতা, তাঁহাদের কথার অন্যথা হইবার নহে; তাঁহাদের বরে যেমন তোমার চক্ষুর্লাভ হইয়াছে, তেমনই সত্য সত্যই তোমার শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি হইবে; এবং আমি তোমার গুরুভক্তির পরীক্ষায় প্রীত হইয়া, আশীর্ব্বাদ করিতেছি, সমগ্র বেদ ও সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র তোমার স্মৃতিপথে অনুক্ষণই প্রতিভাত থাকিবে। এক্ষণে তুমি গুরুকুলবাসের সম্যক্ফলার্জ্জনে সমর্থ হইয়াছ;—যথেচ্ছ গমন করিতে পার।” উপমন্যুও গুরুতুষ্টিবিধানে সমর্থ হওয়ায়, আপনাকে কৃতার্থ বলিয়া মনে করিয়া, গুরুর নিকট সপ্রসাদ বিদায় পাইয়া, আত্মোৎকর্ষবিধায়ক ব্রতে রত হইলেন।

আয়োদধৌম্যের তৃতীয় শিষ্যের নাম বেদ। উপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার গুরুভক্তির পরীক্ষার জন্য, তাঁহার উপর বিবিধরূপ গুরুভারের আরোপ করিতে লাগিলেন; তাঁহাকে এই আদেশ করিলেন, “বৎস বেদ! তুমি কিছুকাল আমার গৃহে থাকিয়া, গুরুশুশ্রূষা কর; তোমার মঙ্গল হইবে।” বেদ

'আপনার বাক্য শিরোধার্য্য' বলিয়া, বহুকাল গুরুগৃহে থাকিয়া, গুরুশুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। বেদ আত্মজ্ঞান ভুলিয়া, গুরুতে আত্মসমর্পণ করিয়া, নিরন্তর গুরুর আদেশ-পালনে রত হইলেন।

বলীবর্দ্দগণ যেরূপ বিবিধ ভারবহনে নিরন্তরই নিযুক্ত, বেদও সেইরূপ গুরুর আদেশে ধুরন্ধরবৎ গুরুভারবহনে রত; তিনি শীত, গ্রীষ্ম, ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতির জন্য, শরীর-সহজাত অশেষ স্বাভাবিক দুঃখ অবলীলাক্রমে সহ্য করিয়া, এবং কোন বিষয়ে প্রতিকূল না হইয়া, বহুকাল পর্য্যন্ত গুরু-শুশ্রূষা করিতে নিরত রহিলেন; গুরুর আদিষ্ট বিবিধ দুর্ব্বহভারে তিনি বিচলিত না হইয়া, বরং গুরুর তুষ্টিবিধান করিতে পারিলেই, স্বীয় কর্ত্তব্য প্রতিপালন হইবে ভাবিয়া, তাহাতেই নিরতিশয় প্রযত্নশীল ও তৎপর হইতেন।

এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে পর, উপাধ্যায় বেদের পরীক্ষায় পরমপরিতুষ্ট হইলেন; এবং সাদর সম্ভাষণে বলিলেন, "বৎস বেদ! তোমার কৃত শুশ্রূষায় গুরুভক্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাইয়া, যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়াছি; আশীর্ব্বাদ করি, তুমি সর্ব্বজ্ঞ হও; বেদে তোমার অধিকার অপ্রতিহত থাকুক। কল্যাণ তোমার চিরসহচর হউক।"

মহর্ষি আয়োদধৌম্যের প্রিয় শিষ্য বেদ এইরূপে বেদ কল্যাণ ও সর্ব্বজ্ঞতালাভ করিয়া, কৃতার্থতালাভ করিলেন; শেষে উপাধ্যায়ের অনুজ্ঞা লইয়া, গুরুকুল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিলেন। গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিয়া, বেদাধ্যয়নে বেদাধ্যাপনে ও ভূতহিতকর যজ্ঞের

সাধনে রত থাকিয়া, যথারীতি জীবহিতের ও বিশ্বহিতের সমাধান করিতে লাগিলেন। স্বগৃহে বাসকালে তাঁহার তিনজন শিষ্য হইয়াছিলেন। তিনি শিষ্যগণের প্রতি 'কর্ম্ম কর বা শুশ্রূষা কর'—এরূপ কোন কিছুরই আদেশ করিতেন না। গুরুকুলবাসের দুঃখের বিলক্ষণরূপে পরিচয় পাইয়াছিলেন বলিয়াই, বোধ হয়, তিনি শিষ্যগণের উপর কোনরূপ দুর্ব্বহ ভারার্পণ করিয়া, উদ্বিগ্ন বা বিচলিত করিতে ইচ্ছা করিতেন না। শিষ্যগণের উপর ক্লেশের বিধান না করিয়া, সৎপথের প্রদর্শন করিয়া, তিনি মহাযশাঃ মহাতপাঃ বলিয়া খ্যাত হইলেন।

মহর্ষি আয়োদধৌম্য বাহ্য ব্যাপারে শিষ্যগণের প্রতি কঠোরতার পরিচয় দিতেন সত্য, কিন্তু তাঁহার অন্তর যে, জীবহিতেচ্ছায় পূর্ণ ছিল, হৃদয় যে, দয়ার আকর ছিল ;—তাহার ভূরিষ্ঠ প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি উদ্দালক বা উপমন্যুর অদর্শনে যে, বিচলিত হইয়াছিলেন, তাহাতে কি তাঁহার শিষ্যপরায়ণতার পরিচয় প্রকাশ পাইতেছে না? আর তাহার অন্তরে যে, স্নেহের অবিরাম স্রোত প্রবাহিত ছিল, তাহার প্রমাণ ত তাঁহার স্বহস্তগঠিত শিষ্যগণের চরিতে যথেষ্টই পাওয়া যায়। এতাদৃশী মহতীশক্তি না থাকিলে, প্রকৃত গুরুত্বের প্রকৃষ্ট পরিচয় দিতে কেহই সমর্থ নহেন। সাধারণ দৃষ্টিতে যাহা কঠোরতা, গুরুভক্ত শিষ্যগণের দৃষ্টিতে তাহা চরিত্রগঠনে পবিত্রতা-রক্ষার্থক মহতী কৃপা!

উতঙ্ক-চরিত।

একদা রাজন্যকুলতিলক মহারাজ জনমেজয় ও পুণ্য-কর্ম্মা রাজা পৌষ্য—দুইজনে মহর্ষি আয়োদধৌম্যের প্রিয় শিষ্য বেদের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া, উপাধ্যায়ত্বে তাঁহার বরণ করিলেন। তৎপরে একদিন যাজন-কার্য্যোপলক্ষে সেই যতিশ্রেষ্ঠ বেদ স্বীয় আশ্রমত্যাগ করিয়া, প্রবাসে যাইতে বাধ্য হইলেন। যাইবার সময় তাঁহার প্রিয় শিষ্য উতঙ্কের সম্বোধন করিয়া, তৎপ্রতি আদেশ করিলেন, "বৎস উতঙ্ক! আমাকে একটী যাজনকার্য্যোপলক্ষে প্রবাসে গমন করিতে হইতেছে; আমি ইচ্ছা করি, আমার অনুপস্থিতিকালে গৃহে যে বিষয়ের অপ্রতুল হয়, তুমি তাহার পূরণ করিয়া দিও।"—উতঙ্ক অবনতমস্তকে পরমারাধ্য গুরুদেবের আদেশ গ্রহণ করায়, মহর্ষি বেদ প্রবাসে গমন করিলেন।

গুরুভক্ত-বিনীত উতঙ্ক গুরুদেবের যথাদেশ কার্য্যপ্রতি-পালন করিয়া, গুরুগৃহে বাস করিতে লাগিলেন; আশ্রমে অভ্যাগত অতিথিদিগের সৎকার, অগ্নিসেবা, জীবদয়া প্রভৃতি কর্ম্মের সংযতভাবে নিরন্তর সাধন করিতে নিযুক্ত রহিলেন। তিনি সাধ্য কর্ম্মের সতর্কে সাবধানে সম্পাদনে রত থাকায়, আশ্রমিকী কর্ত্তব্যতার কোনরূপ, ত্রুটীই হইল না। এমন কি আশ্রমের বৃক্ষলতা পশু পক্ষী হইতে মানবগণ

পর্য্যন্ত সকলে উতঙ্ককর্ত্তৃক যথাবিধি সংস্কৃত হওয়ায়, কেহই মহর্ষি বেদের অনুপস্থিতিজনিত নীতিবিপর্য্যয়ের উপলব্ধি করিতে পারেন নাই; বিহিতবিধানে গুরুনিয়োগানুষ্ঠানে রত থাকায়, সকলেই যথাবিধি আশ্রমসুখের পূর্ব্ববৎ ভোগ করিতে লাগিলেন।

মহর্ষি বেদের প্রবাসকালের মধ্যে একদিন তাঁহার গৃহস্থিত স্ত্রীগণ একত্র হইয়া, উতঙ্কের পরীক্ষাগ্রহণজন্য আহ্বান করিয়া, কহিলেন, "বৎস উতঙ্ক! তোমার উপাধ্যায়ানী ঋতুমতী হইয়াছেন; তোমার উপাধ্যায়ও গৃহে নাই—বিদেশে গমন করিয়াছেন; যে যজ্ঞের সাধনে ব্রতী হইয়া গিয়াছেন, কতদিনে যে, তাহা সাধিত হইবে, তাহা স্থির নাই। এক্ষণে উপায় কি? কিরূপে তাঁহার ঋতুরক্ষা হইবে। যাহাতে ইহাঁর ঋতুবন্ধ্য না হয়, তাহাই তুমি কর;—এই ঋতুবন্ধ্যজন্য পাপ হইতে ইনি সাতিশয় ভীতা, অপিচ সমধিক বিষণ্ণা হইয়াছেন! এক্ষণে তাঁহার এই অভাবের পূরণ তোমাকেই করিতে হইবে।" সংযমী উতঙ্ক এই সকল কথার প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "আমি স্ত্রীদিগের কথায় এরূপ দুষ্কর্ম্ম করিতে পারিব না; আমার পূজ্যপাদ উপাধ্যায় মহাশয় এরূপ আদেশ করেন নাই যে, 'তুমি দুষ্কর্ম্মও করিবে'।"

গুরুশুশ্রূষু উতঙ্ক এইরূপে সংযতভাবে গুরুর আদেশপালন করিয়া, কিছুকাল অতিবাহিত করিলে পর, উপাধ্যায়প্রবর মহর্ষি বেদ প্রবাস হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পরে আশ্রমের কুশলাদির পরিচয় পাইয়া, বিশিষ্টরূপ হৃষ্ট

হইলেন। পরে সেই আশ্রমের পুরস্ত্রীগণের প্রমুখাৎ উতঙ্কের পরীক্ষার কথা শ্রবণ করিয়া, তাঁহার প্রতি অপরিসীম প্রীতিমান্ হইলেন; এবং সহর্ষে কহিলেন, "বৎস উতঙ্ক! তোমার কি প্রিয় অনুষ্ঠান করিব, বল। তুমি ধর্ম্মানুসারে আমার যথেষ্ট শুশ্রূষা করিয়াছ; অতএব আমাদের পরস্পরে প্রীতির সুপ্রতিষ্ঠা ও সংবর্দ্ধন্ হইয়াছে যথেষ্টই। এক্ষণে আমি প্রসন্নমনাঃ হইয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছি, 'তোমার সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ হউক' এবং প্রসন্নহৃদয়ে অনুমতি করিতেছি, 'তুমি গৃহে গমন কর'।"

উপাধ্যায়ের সেই সস্নেহবাক্য শ্রবণ করিয়া, প্রিয়শিষ্য উতঙ্ক কহিলেন, "গুরুদেব! আমি আপনার আশ্রমে থাকিয়া, যে জ্ঞানলাভ করিয়াছি, যে মহান্ উপকার পাইয়াছি,—তাহা অপরিশোধ্য! তবে এক্ষণে আপনার কি প্রত্যুপকার করিব? কথিত আছে, যিনি বিদ্যাদান করিয়া দক্ষিণা-গ্রহণ না করেন, এবং যিনি ধর্ম্মতঃ বিদ্যাধ্যয়ন করিয়া, দক্ষিণাপ্রদান না করেন,—সেই উভয়ের মধ্যে একজন মৃত হন ও পরস্পর বিদ্বেষ উপস্থিত হয়; অতএব আপনি আদেশ করিলে, আমি গুরুদক্ষিণার আহরণ করিতে সযত্ন হই!" তখন উপাধ্যায়প্রবর বেদ কহিলেন, "বৎস উতঙ্ক! তবে কিছুদিন আমার গৃহে বাস কর, পরে বলিব।"

কিয়দ্দিন পরে উতঙ্ক উপাধ্যায়কে কহিলেন, "গুরুদেব! আজ্ঞা করুন, কিরূপ গুরুদক্ষিণা দিলে, আপনি পরিতুষ্ট হইবেন? আমি তাহার আহরণে উদ্যত হই।" উতঙ্ক এরূপ প্রার্থনা করিলে, মহর্ষি বেদ বলিলেন, "বৎস উতঙ্ক!

গুরুদক্ষিণা দিবার জন্য, আমার অভীষ্ট জানিতে তোমার একাগ্রতা দেখিয়া, ও তোমার মুখে তদ্বিষয়িণী প্রার্থনা শুনিয়া, আমি আমার কোন অভাবেরই উপলব্ধি করিতে না পারায়, তোমায় বলিতেছি, তুমি গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তোমার উপাধ্যায়ানীর নিকট জিজ্ঞাসা কর যে, গুরু-দক্ষিণার জন্য, কি দ্রব্যের আহরণ করিতে হইবে! তিনি যাহার আহরণ করিতে বলিবেন, তাহারই আহরণ করিয়া প্রদান করিও।

উপাধ্যায়ের এইরূপ আদেশ পাইয়া, উতঙ্ক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া, পরমারাধ্যা উপাধ্যায়ানীর শ্রীচরণে প্রণিপাত-পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাতঃ ভগবতি! আরাধ্য উপাধ্যায় মহাশয়, আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া, গৃহগমনে অনুমতি করিয়া-ছিলেন; কিন্তু আমি আপনার প্রার্থিত গুরুদক্ষিণার আহরণ করিয়া, উপাধ্যায়ের ঋণ হইতে মুক্ত হইয়াই, গৃহগমন করিতে অভিলাষ করি। অতএব আপনি আজ্ঞা করুন, গুরুদক্ষিণার নিমিত্ত কোন্ দ্রব্যের আহরণ করিতে হইবে?" উতঙ্ক এইরূপ প্রার্থনা করিলে, উপাধ্যায়ানী কহিলেন, "বৎস উতঙ্ক! পৌষ্যরাজের নিকটে গমন করিয়া, তাঁহার পত্নীর কর্ণধৃত কুণ্ডলদ্বয়ের ভিক্ষা করিয়া আনয়ন কর। আগামী চতুর্থ দিবসে পুণ্যকনামক ব্রতোপলক্ষে উৎসব হইবে; আমি সেই দিন সেই কুণ্ডলধারণ করিয়া, শোভমানা হইয়া ব্রাহ্মণগণের আহারে পরিবেশন করিতে ইচ্ছা করি। অত-এব তুমি এই কর্ম্ম সম্পন্ন কর; তাহা হইলে, তোমার মঙ্গল হইবে; ইহার অন্যথা হইলে, তোমার আর কিছুতেই

শ্রেয়ঃ নাই।” উপাধ্যায়ানীর আদেশশ্রবণমাত্র উতঙ্ক সেই কুণ্ডল আনিতে সত্বর প্রস্থান করিলেন।

দেবরাজ ইন্দ্র দেখিলেন, গুরুভক্ত ধর্ম্মপ্রাণ উতঙ্ক যে কুণ্ডল আনিতে যাইতেছেন, তাহা নাগরাজ তক্ষকের অতীব প্রিয়; সম্ভবতঃ সেই কুণ্ডল অপহরণ করিয়া লইবার জন্য, সর্পবর তক্ষক বিবিধরূপ ছল করিতে পারে; আর তাহা হইলে, ব্রাহ্মণকে নিরতিশয় নিগ্রহভোগই করিতে হইবে; হয় ত নাগলোকেই যাইতে হইবে! তথায় ইহাঁর প্রাণরক্ষায় অন্তরায় ঘটিলেও ঘটিতে পারে! অথচ ইহাঁর গুরু মহর্ষি বেদ আমার পরমপ্রীতিপাত্র! সুতরাং ইহাঁর রক্ষাবিধানের উদ্যোগ অনুষ্ঠান করা একান্ত কর্ত্তব্য। এইরূপ চিন্তা করিয়া, স্বীয় বাহন নাগেশ্বর ঐরাবতকে বৃষভরূপে পরিণত করাইয়া, নিজে একটী বৃহদাকার পুরুষের আকার গ্রহণ করিয়া, বৃষভারোহণে উতঙ্কের গমন পথ দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। পরে উতঙ্ককে দেখিয়া কহিলেন, “ওহে উতঙ্ক! এই বৃষভের এই পুরীষভক্ষণ কর।” উতঙ্ক সেই বৃষপুরীষ-ভক্ষণে অনিচ্ছাপ্রকাশ করিলে, ঐ পুরুষ পুনর্ব্বার কহি-লেন, “উতঙ্ক! ভক্ষণ কর—বিচার করিও না; পূর্ব্বে তোমার উপাধ্যায়ও ইহার ভোজন করিয়াছিলেন।”—এই কথা শুনিয়া উতঙ্ক সেই বৃষভের মলমূত্র গলাধঃকরণ করিতে সম্মত হইলেন; ও সেই বৃষভের পুরীষ ও মূত্রভক্ষণ করিয়া, উঠিয়া, ভ্রমবশতঃ যথাবিধি আচমনাদির সমাপন না করিয়া, সত্বর চলিলেন; চলিতে চলিতে আচমন করিলেন।

অনন্তর উতঙ্ক ক্ষত্রিয়রাজ পৌষ্যের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তিনি রাজাসনে আসীন আছেন; উতঙ্ক তাঁহাকে আশীর্ব্বাদে তুষ্ট করিয়া বলিলেন, "আয়ুষ্মন্! আমি আপনার নিকট কিছু ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি।" পৌষ্যরাজ অভিবাদন-পূর্ব্বক কহিলেন, "ভগবন্! আমি আপনার ভৃত্য পৌষ্য; কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।" উতঙ্ক বলিলেন, "রাজন্য-বর! আপনার মহিষীর কর্ণে যে, কুণ্ডল আছে, গুরু-দক্ষিণার্থক আমি তাহারই ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি; আপনার ধর্ম্মপত্নীর কর্ণকুণ্ডলদ্বয় দান করিয়া, আমায় গুরু-ঋণ হইতে মুক্ত করিবার উপায় করিয়া দিন্।" পৌষ্য কহিলেন, "ভগবন্! অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া, আমার ধর্ম্মপত্নীর নিকট প্রার্থনা করুন; তাহা হইলে, তিনিই দিবেন।"

অনন্তর উতঙ্ক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া, পৌষ্যপত্নীকে দেখিতে না পাইয়া, পৌষ্যের নিকটে আসিয়া কহিলেন, "মহারাজ! আমার সহিত এরূপ মিথ্যা প্রবঞ্চনা করা আপনার উচিত হয় নাই। অন্তঃপুরে আপনার ধর্ম্মপত্নী [illegible] থাকিলে, দেখিতে পাইতাম।" উতঙ্কের বাক্যশ্রবণ করিয়া, পৌষ্যরাজ ক্ষণকাল চিন্তাপূর্ব্বক কহিলেন, "হে ভগবন্! স্মরণ করিয়া দেখুন, অবশ্যই আপনি উচ্ছিষ্টমুখ আছেন। উচ্ছিষ্ট দ্বারা অশুচি ব্যক্তি আমার সেই পতি-ব্রতা পত্নীর সাক্ষাৎকারে সমর্থ নহেন। কেন না, পতিব্রতা কোন অশুচি ব্যক্তিরই দৃষ্টিপথের বিষয়ীভূতা নহেন।"

ক্ষণকাল চিন্তা করিবার পর উতঙ্ক স্মরণ করিয়া কহিলেন, "হাঁ। আমি আসিবার কালে পথে আহার করিয়া, সহসা উত্থিত

হইয়া যথাবিধি আচমনাদি না করিয়া,—চলিতে চলিতে আচমন করিয়া,—আগমন করিয়াছি।" পৌষ্যরাজ বলিলেন, "আপনারই বিহিতশৌচে ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে; গমন করিতে করিতে বা উত্থিত হইয়া আচমন করা বিধেয় নহে।"—উতঙ্ক তাঁহাকে 'যথার্থ বলিয়াছেন' বলিয়া, পূর্ব্বমুখ হইয়া উপবেশনপূর্ব্বক হস্ত, পদ, মুখ প্রভৃতির প্রক্ষালন করিয়া, নিঃশব্দে তিনবার ফেনরহিত অনুষ্ণ হৃদয় পর্য্যন্ত প্রবেশ-যোগ্য জলপান করিয়া, দুইবার ওষ্ঠদ্বয়ের মার্জ্জন ও বিহিত ইন্দ্রিয়াদির স্পর্শ করত আচমন করিয়া, অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, এবং তথায় পৌষ্যমহিষীকে দেখিতে পাইলেন।

তখন পৌষ্যবনিতা উতঙ্ককে দেখিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক যথাবিহিত প্রণামাদি করিয়া, কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং বলিলেন, "ভগবন্! আজ্ঞা করুন, কি করিতে হইবে?" উতঙ্ক কহিলেন, "গুরুদক্ষিণার নিমিত্ত আমি আপনার এই কুণ্ডলদ্বয় ভিক্ষা করিতেছি। আমায় দান করিয়া গুরুর ঋণ হইতে মুক্ত করুন।"

তাঁহার এই গুরুভক্তি দেখিয়া, পৌষ্যপত্নী যৎপরো-নাস্তি প্রীতা হইলেন, এবং মনে মনে বিবেচনা করিলেন, ইনি অতি সৎপাত্র, ইহাঁর প্রার্থনা ভঙ্গ করা উচিত নহে। পরে সাধুবিবেচনা করিয়া, কর্ণ হইতে কুণ্ডলমোচনপূর্ব্বক তাঁহার হস্তে প্রদান করিয়া বলিয়া দিলেন, "ভগবন্! এই কুণ্ডলদ্বয় নাগরাজ তক্ষকের সাতিশয় প্রিয়; তাই তিনি ইহার প্রার্থনাও করেন নিরন্তর। অতএব অতি সাবধানে লইয়া যাইবেন; দেখিবেন, যেন কোনরূপ ভুল করিয়া

ইহার অপহরণ না করে? অত্যন্ত সাবধানে লইয়া যাই-বেন।" এই কথা শুনিয়া উতঙ্ক কহিলেন, "ভগবতি! তৎ-সম্বন্ধে কোন আশঙ্কাই নাই; তক্ষক আমার নিকট হইতে এই কুণ্ডলাপহরণ করিতে পারিবে না বলিয়াই মনে হয়। আমি ইহা অতি সাবধানে লইয়া যাইব।"—এই কথা বলিয়া, পৌষ্যবনিতার নিকট বিনীতবাক্যে বিদায়গ্রহণ করিয়া, পৌষ্যরাজের-সমীপে উপস্থিত হইলেন; এবং তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "ভো আয়ুষ্মন্! আমি পরমাপ্যায়িত হইয়াছি।" পৌষ্য কহিলেন, "ভগবন্! সর্ব্বদা সৎপাত্র পাওয়া যায় না, আপনি সর্ব্বসদ্গুণসম্পন্ন অতিথি হইয়া মদ্গৃহে উপস্থিত; তাই যথাবিহিত শ্রাদ্ধ সৎকার করিতে ইচ্ছা করি। ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন।"

উতঙ্ক উত্তর করিলেন, "অপেক্ষা করিতেছি; আপনার যে অন্ন উপস্থিত আছে, তাহাই আনিয়া দিন্। আমাকে সত্বর যাইতে হইবে।" ক্ষত্রিয়প্রবর পৌষ্য তাহাতেই সম্মত হইয়া, উপস্থিত অন্ন আনিয়া তাঁহাকে ভোজন করিতে দিলেন। উতঙ্ক শীতল কেশযুক্ত অন্ন দেখিয়া, অশুচি বলিয়া স্থির করিয়া, পৌষ্যকে বলিলেন, "যেমন তুমি আমায় অশুচি অন্ন দিয়াছ, তেমনই তুমি অন্ধ হইবে।" পৌষ্যও বলিলেন, "তুমি যেমন অদূষ্য অন্নে দোষারোপ করিতেছ, তেমনই তুমি নিঃসন্তান হইবে।"

তখন উতঙ্ক কহিলেন, "অশুচি অন্নভোজন করিতে দিয়া প্রতিশাপ দেওয়া উচিত নহে; এই অন্ন অশুচি কি না, আপনিই দেখুন।" ইহা শুনিয়া পৌষ্যরাজ সেই অন্নে

অশুচিত্ব দেখিতে পাইলেন; বুঝিলেন, সেই অন্ন মুক্তকেশী স্ত্রীকর্ত্তৃক আনীত, শীতল এবং কেশযুক্ত, সুতরাং অশুচি। তখন অপদস্থ হইয়া উতঙ্ক ঋষিকে প্রসন্ন করিবার জন্য, বিনীতবচনে কহিতে লাগিলেন, "ভগবন্! জানিতে না পারিয়াই, এই শীতল ও সকেশ অন্ন আনিয়া দিয়াছি; দোষ হইয়াছে; কিন্তু আমি জানি, সাধুগণ স্বভাবতই ক্ষমাবান্। তাই এক্ষণে আপনার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিতেছি। আপনার শাপের প্রত্যাহার করুন, যেন আমি অন্ধ না হই।" উতঙ্ক কহিলেন, "আমার কথা মিথ্যা হইবার নহে; তবে আপনি অন্ধ হইয়া, অতিশীঘ্রই চক্ষুষ্মান্ হইতে পারিবেন। শেষনিবেদন—আপনি আমাকে যে শাপ দিয়াছেন, তাহা যেন আমার না হয়।" পৌষ্যও কহিলেন, "আমি শাপপ্রত্যাহরণ করিতে পারিব না; এখন পর্য্যন্তও আমার ক্রোধের শান্তি হয় নাই; আপনি কি জানেন না যে, ব্রাহ্মণের হৃদয় নবনীততুল্য—অল্পেই দ্রবীভূত হয়, এবং বাক্য-তীক্ষ্ণধার ক্ষুরের ন্যায়—স্পর্শমাত্রই খণ্ডিত করে। ক্ষত্রিয়ের কিন্তু এ উভয়ই বিপরীত—বাক্য নবনীততুল্য কোমল ও হৃদয় তীক্ষ্ণধার ক্ষুরের ন্যায় কঠিন। অতএব আমি স্বভাবসিদ্ধ তীক্ষ্ণহৃদয় বলিয়া, সেই শাপের অন্যথা করিতে পারিতেছি না। এক্ষণে আপনি গমন করুন।"

পৌষ্যবচনের প্রত্যুত্তরে উতঙ্ক কহিলেন, "আপনি আমার প্রতি অভিশাপ করিয়াছেন, 'তুমি যেমন অদূষ্য অন্নে দোষারোপ করিতেছ, তেমনই তুমি নিঃসন্তান হইবে।'—কিন্তু যখন সেই অন্ন দোষস্পর্শে অশুচি হইয়াছে,—এবং

আমি যে, বৃথা দোষারোপ করি নাই, তাহাও যখন আপনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; তখন ঐ শাপ আমাকে লাগিবে না! এক্ষণে আমি চলিলাম।"—ইহা বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

উতঙ্ক পৌষ্যবনিতার নিকট হইতে কুণ্ডলদ্বয় লাভ করিয়া লইয়া যাইতেছেন, জানিতে পারিয়া, নাগরাজ তক্ষক একজন নগ্ন ক্ষপণকমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, যে পথ দিয়া উতঙ্ক যাইতেছিলেন, সেই পথ দিয়া যাইতে লাগিলেন। উতঙ্ক যাইতে যাইতে পথিমধ্যে একজন নগ্ন ক্ষপণককে ক্ষণকাল দৃশ্য ও ক্ষণকাল অদৃশ্য হইয়া আগমন করিতে দেখিলেন। অনন্তর উতঙ্ক ভূমিতে সেই কুণ্ডলদ্বয় রাখিয়া উদকক্রিয়া আরম্ভ করিলেন। ইত্যবসরে নগ্ন ক্ষপণক সত্বর আসিয়া কুণ্ডলদ্বয়গ্রহণ করিয়া, ধাবমান হইল। উতঙ্ক উদকক্রিয়া সমাপন করিয়া, শুচি ও সংযত হইয়া, ইষ্টদেব গুরুকে নমস্কারপূর্ব্বক মহাবেগে ক্ষপণকের পশ্চাদ্ধাবমান হইলেন। যখন তাহার সাতিশয় নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন তাহাকে ধরিলেন। তক্ষক উতঙ্ককর্ত্তৃক ধৃত হইয়াই, ক্ষপণক-মূর্ত্তির পরিহারপূর্ব্বক স্বমূর্ত্তিগ্রহণ করিয়া, সেই স্থানের এক মহাগর্ত্তে প্রবেশ করিল;—শেষে নাগলোকে স্বভবনে উপস্থিত হইল।

উতঙ্ক তখন পৌষ্যপত্নীর বাক্যস্মরণ করিয়া, তক্ষকের অনুগমনার্থক দণ্ডকাষ্ঠদ্বারা সেই বিলখনন করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোনমতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না; এই অধ্যবসায়ী ব্রাহ্মণতনয় অসহ্যক্লেশ পাইতেছেন দেখিয়া, ইন্দ্র দয়াবশে বজ্রকে ব্রাহ্মণসাহায্যে নিযুক্ত করিলেন। অনন্তর বজ্র সেই

দন্তকাষ্ঠের অগ্রে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, সেই গর্ত্ত বিদীর্ণ করিয়া দিল। উতঙ্ক সেই বিলখাত গর্ত্তে প্রবেশ করিয়া, নাগ-লোকে উপস্থিত হইয়া, নানাবিধ প্রাসাদ হর্ম্ম্য অট্টালিকা গৃহচূড়া দ্বার ও বিবিধ আশ্চর্য্যকর ক্রীড়াস্থান প্রভৃতির পরিদর্শন করিতে করিতে পরমপরিতুষ্ট হইতে লাগিলেন। পরে নাগ-বৃন্দের স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু বিপ্রবর্য্য উতঙ্ক ভুজঙ্গশ্রেষ্ঠগণকে স্তবে সন্তুষ্ট করিতে না পারিয়া, সাতিশয় চিন্তাকুল হইলেন। নাগগণের স্তব করিয়াও যখন তিনি কুণ্ডল পাইলেন না, তখন উদ্বিগ্নচিত্তে চতুর্দ্দিকে নিরর্থক দৃষ্টিবিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সেই নির্লক্ষ্য দৃষ্টিপাতেই যেন দেখিতে পাইলেন, দুইটী রমণী উত্তম বেমাযুক্ত তন্ত্রে বস্ত্রবয়ন করিতেছে, তাহার তন্তুগুলি শুক্ল ও কৃষ্ণ এবং ছয়টী বালককর্ত্তৃক পরিবর্ত্তিত দ্বাদশটী অরযুক্ত এক চক্র; আর দেখিলেন, এক পুরুষ ও এক অশ্ব। উতঙ্ক তাঁহা-দিগের উপাসনা করিতে লাগিলেন।

উতঙ্কের স্তবে সেই মহান্ পুরুষ পরমপ্রীত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "বৎস! তোমার স্তবে আমি পরমপ্রসন্ন হইলাম; তোমার কি প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিব?" উতঙ্ক তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা করিলেন যে, সমস্ত সর্পই আমার বশীভূত হউক। সেই পুরুষ পুনর্ব্বার উতঙ্ককে কহিলেন, "এই অশ্বের অপানদেশে ফুৎকার প্রদান কর।"

বিপ্রর্ষি উতঙ্ক সেই মহাপুরুষের আদেশানুসারে সেই মহান্ অশ্বের অপানদেশে ফুৎকার প্রদান করিলেন; তাহাতে অশ্বের সমস্ত শরীররন্ধ্র হইতে সধূম অগ্নিশিখা নির্গত

হইতে লাগিল। পরে সেই অগ্নিশিখাদ্বারা নাগলোক উত্তাপিত হইলে, নাগরাজ তক্ষক অগ্নির ভয়ে ভীত ও বিষণ্ণ হইয়া, সেই কুণ্ডলদ্বয় লইয়া, গৃহ হইতে নির্গত হইয়া, সেই ব্রহ্মর্ষির নিকট নম্রভাবে আসিয়া কহিলেন, "ভগবন্! আপনি এই কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণ করুন।" উতঙ্ক কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, অদ্যই উপাধ্যায়ানীর পুণ্যকব্রত; আমিও বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি; কিরূপে যথাকালে তথায় গিয়া উপনীত হইতে পারিব? উতঙ্ক এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সেই মহাপুরুষের নিকট সদুপদেশ গ্রহণ করিতে সানুনয়ে নিবেদন করিলেন, "প্রভো! কেমন করিয়া ক্ষণকাল মধ্যে গুরুগৃহে উপনীত হইতে পারিব, তাহারই উপায় নির্দ্দেশ করিলে, পরমোপকৃত হই।" তখন সেই মহাপুরুষ তাঁহাকে বলিলেন, "উতঙ্ক! এই অশ্বে আরোহণ কর; তাহা হইলেই, ক্ষণকালের মধ্যে তোমার গুরুগৃহে উপনীত হইতে পারিবে।" উতঙ্ক 'তাহাই হউক' বলিয়া, সেই অশ্বে আরোহণ করিয়া, ক্ষণকাল মধ্যে গুরুকুলে আসিয়া উপনীত হইলেন।

এদিকে উপাধ্যায়ানী স্নানাদি সমাপন করিয়া, উপবেশন করিয়া, কেশসংস্কার করিতে করিতে চিন্তা করিতেছেন, উতঙ্ক এখনও আসিল না কেন? মনে করিতেছেন, উতঙ্ক অঙ্গীকৃত কুণ্ডল লইয়া না আসিলে, তাহাকে অভিশপ্ত করিব নিশ্চিতই। এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময়ে উতঙ্ক উপাধ্যায়গৃহে প্রবেশ করিয়া, উপাধ্যায়ানীর শ্রীচরণে প্রণামপূর্ব্বক কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিলেন। উপাধ্যায়ানী

কুণ্ডলগ্রহণ করিয়া বলিলেন, "বৎস! তোমার মঙ্গল হউক; উপযুক্ত সময়েই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ। ভাগ্যে তোমাকে বিনাপরাধে শাপ দিই নাই; এক্ষণে তোমার শ্রেয়ঃ উপস্থিত; তুমি অভিলষিত বিষয়ে সিদ্ধিলাভ কর।"

উতঙ্ক অবনতমস্তকে উপাধ্যায়ানীর আশীর্ব্বাদগ্রহণ করিয়া, বিনীতভাবে বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক উপাধ্যায়ের শ্রীচরণ-সমীপে উপনীত হইয়া, প্রণিপাতপূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিলেন। উপাধ্যায় মহর্ষি বেদ, স্বাগতজিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, "বৎস উতঙ্ক! তোমার এত বিলম্ব হইল কেন?" উতঙ্ক উত্তর করিলেন, "ভগবন্! নাগরাজ তক্ষক আমার কুণ্ডলা-নয়নে বড়ই বিঘ্ন জন্মাইয়াছিল; তন্নিমিত্ত আমাকে নাগ-লোকে গমন করিতে হইয়াছিল।" পরে তথাকার যাবতীয় ঘটনার সবিস্তার বিবরণ প্রকাশ করিয়া, শেষে বলিলেন, "সেখানে দেখিলাম, দুই স্ত্রী বস্ত্রবয়ন করিতেছে, তাহাতে শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণের সূত্র সকল আছে; তাহা কি? আরও দেখিলাম, ছয়জন কুমারকর্ত্তৃক দ্বাদশ অরবিশিষ্ট এক চক্র পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহাই বা কি? আর এক পুরুষকে দেখিলাম, তিনিই বা কে? আর এক বৃহৎকায় অশ্ব দেখিলাম, সেই বা কে? পথিমধ্যে এক বৃষভারূঢ় পুরুষ দেখিয়াছিলাম, তিনিই বা কে? এবং তাঁহার আদেশা-নুসারে সেই বৃষভের পুরীষভক্ষণ করিয়াছিলাম, তাহাই বা কি? ইহাঁদের সবিশেষ পরিচয়শ্রবণে ইচ্ছা হইয়াছে।" তখন অভ্রান্তদৃক্ জ্ঞানিপ্রবর মহর্ষি বেদ বলিলেন, "তুমি যে দুই স্ত্রী দেখিয়াছ, তাঁহারা ধাতা ও বিধাতা;

শুক্ল ও কৃষ্ণ সূত্র হইতেছে, দিবা ও রাত্রি। আর যে চক্র দেখিয়াছ, তাহা সংবৎসর; আর যে ছয়কুমারকে সেই দ্বাদশ-অর-যুক্ত চক্রের পরিবর্ত্তন করিতে দেখিয়াছ, তাঁহারা ছয় ঋতু; আর যে পুরুষকে দেখিয়াছ, তিনিই ইন্দ্র; যে অশ্ব দেখিয়াছ, তিনি অগ্নি; পথিমধ্যে যে মহাপুরুষ বৃষভারূঢ় হইয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, তিনিও ইন্দ্র; তাঁহার বৃষভ হইতেছেন, গজরাজ ঐরাবত; এবং বৃষপুরীষ হইতেছে, অমৃত। অমৃতপান করিয়াছিলে বলিয়াই, তুমি নাগলোকে গিয়া, নিধন পাও নাই। ভগবান্ ইন্দ্র আমার পরমসখা; তিনি তোমার ক্লেশদর্শনে দয়ার্দ্রহৃদয় হইয়া, অনুকম্পাপূর্ব্বক ঐরূপে বিবিধপ্রকারে অনুগ্রহ করিয়াছেন; তাই কুণ্ডল লইয়া পুনঃপ্রত্যাবর্ত্তনে সমর্থ হইয়াছ। হে সুশীল! আমি এক্ষণে অনুমতি দিতেছি, 'গৃহে গমন কর শ্রেয়োলাভে সমর্থ হইবে'।"

ভগবান্ উতঙ্ক উপাধ্যায়ের নিকটে বিদায়গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন; কিন্তু কুণ্ডল আনয়নকালীন তক্ষকের দুর্ব্ব্যবহারে বড়ই ব্যথিত হইয়া ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া, তাহার শাস্তিবিধানের জন্য, হস্তিনাধিপতি মহারাজ জনমেজয়ের নিকট গিয়া, তাঁহার পিতার তক্ষকদংশনে মৃত্যুকাহিনী কহিয়া, সর্পযজ্ঞ করিবার উদ্যোগ করিতে পরামর্শ দেন। তাঁহারই মন্ত্রবলে সর্পগণকে বড়ই বিপন্ন হইতে হইয়াছিল; তক্ষককে ইন্দ্রের শরণ লইয়া, পরিত্রাণ পাইতে হইয়াছিল।

উপরিচরোপাখ্যান

প্রাচীনকালে বসুনামে এক প্রবল-পরাক্রান্ত ধর্ম্ম-পরায়ণ প্রজাবৎসল নরপতি ছিলেন; মৃগয়ায় তাঁহার সাতিশয় অনুরাগ ছিল। সেই অব্যাহতশক্তি বসু নৃপতি দেবরাজ ইন্দ্রের উপদেশমতে চেদিনামে রমণীয় দেশে স্বাধিকার প্রসৃত করেন। তাঁহার প্রভাবে তাৎকালিক দস্যুতার অভাবে ও শিষ্টতার সদ্ভাবে মর্ত্ত্য রাজ্য স্বর্গতুল্য প্রশস্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

একদা এই প্রবলপ্রতাপ পৌরব নৃপতি বসু ক্ষাত্র্য ধর্ম্মের প্রধান সাধন অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া, তপোবনে থাকিয়া উগ্রতপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলে, ইন্দ্রাদি দেবগণ মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, ইনি যেরূপ উগ্রতপশ্চর্য্যায় একাগ্রভাবে রত হইয়াছেন, তাহাতে ইন্দ্রত্বলাভ করিতে পারেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র, ও অন্যান্য দেবগণ উক্ত উগ্রতপোনিরত রাজর্ষির নিকট উপস্থিত হইলেন ও সান্ত্বনার্থক তাঁহার মহত্ত্বের খ্যাপন করিয়া, তাঁহাকে তপস্যা হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য, বিনীতবাক্যে কহিতে লাগিলেন; "হে রাজেন্দ্র! যাহাতে এই মহীমণ্ডলে ধর্ম্ম সঙ্কীর্ণ না হয়, তাহার ব্যবস্থা করাই প্রকৃত রাজ-ধর্ম্ম। তুমি ধর্ম্মরক্ষা করিলে, সমস্ত ভূমণ্ডলে ধর্ম্ম

সুরক্ষিত হইতে পারিবে।” ইন্দ্র আরও বলিলেন; “হে নরেন্দ্র! আমার ইচ্ছা, তুমি সর্ব্বদা একান্ত সমাহিত-চিত্ত হইয়া, এই ভূমণ্ডলে ধর্ম্মরক্ষার জন্য, সোৎসাহ সচেষ্ট থাকিবে; তাহা হইলেই, তুমি আত্মোৎকর্ষবিধায়ক বিশ্বহিতকর ধর্ম্মের উপার্জ্জন করিয়া, তাহার ফলে শাশ্বত পবিত্র স্বর্গলোকলাভে সমর্থ হইবে। তুমি মর্ত্ত্য লোকের অধীশ্বর হইলেও, দেবগণের প্রীতিপাত্র; আমি দেবেন্দ্র হইয়াও, তোমার প্রিয় সখা! হে নরপতে! এই বিস্তৃত অবনীমণ্ডলের মধ্যে যে দেশ সৌম্য ও উত্তম ভূমি-গুণবিশিষ্ট ও পশুগণের হিতোপযুক্ত, সুতরাং প্রভূত ধন-ধান্য-সম্পন্ন, স্বর্গতুল্য রক্ষণীয় ও পবিত্র, অতএব রমণীয় ও মনোজ্ঞ, তথায় বাস কর। হে চেদীশ্বর! এই চেদি দেশ বিলক্ষণ সম্পত্তি-সম্পন্ন ও অশেষ ধনরত্নসমন্বিত হইয়া রহিয়াছে, এই স্থানেই বসুধা বসুপূর্ণা; অতএব মহারাজ বসুর এই স্থানেই বাস করা কর্ত্তব্য। অপিচ এতদ্দেশস্থ লোক ধর্ম্মরত, সর্ব্বদা সন্তুষ্ট ও সাধু; এবং এরূপ সত্য-পরায়ণ, যে, পরিহাসচ্ছলেও কেহ কখন মিথ্যা কথা কহে না; পুত্রগণ পিতা হইতে স্বতন্ত্র হয় না—সর্ব্বদা গুরু-শুশ্রূষায় রত থাকে। এস্থানে কেহই ভারবহনে বা হলচালনায় কৃশ বা দুর্ব্বল বলীবর্দ্দের নিয়োগ করে না। হে মানদ! এই চেদিরাজ্যের সকল প্রজাই সর্ব্বদা স্বধর্ম্ম-নিরত থাকে; ইহা মর্ত্ত্যধামে স্বর্গের আদর্শ পবিত্র-ক্ষেত্র বলিলেও, অত্যুক্তি হয় না! আর যখন সেই চেদিরাজ্য তোমার অধিকৃত, তখন তোমার অভাবই বা কিসের?

হে জ্ঞানচক্ষুঃ! ত্রিলোকের মধ্যে যে স্থানে যাহার অস্তিত্ব সম্ভবনীয়, তাহা তোমার অবিদিত নহে; এক্ষণে তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া, দেবোপভোগ্য আকাশগামী দিব্য স্ফটিকময় প্রশস্ত বিমান প্রদান করিতেছি; ইহা সর্ব্বদাই তোমার নিকট উপস্থিত থাকিবে। মর্ত্ত্যলোকের মধ্যে কেবল তুমিই এই দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়া, শরীরি-দেবসদৃশ বিমানোপরি বিচরণ করিতে সমর্থ হইবে। তোমাকে এই অম্লানপঙ্কজা বৈজয়ন্তীমালা প্রদান করিতেছি, ইহা সংগ্রামস্থলে তোমার রক্ষা করিবে; ইহার ধারণে শরীরে শস্ত্র প্রবিষ্ট হইতে পারে না। হে নরেশ্বর! ইহা ইন্দ্র-মালা নামে বিখ্যাত হইলেও, তোমার অপ্রতিম মহচ্চিহ্ন হইবে!" পরিশেষে ইন্দ্র প্রীতিসূচক দানের উদ্দেশে মহারাজ বসুকে এক শিষ্টপালনী বংশযষ্টি প্রদান করিলেন! দেবেন্দ্রের সহিত সখ্যসংস্থাপনে অনুপম সৌখ্যলাভ করায়, প্রহৃষ্টমনে রাজকার্য্যের পরিচালনে ক্ষাত্র্য ধর্ম্মের সাধন করিতে লাগিলেন। বিমানোপরি বিচরণ করিতে পারিতেন বলিয়া, তিনি উপরিচর বসু নামে প্রসিদ্ধ হইলেন।

পরে সংবৎসর কাল অতীত হইলে, পৌরবেন্দ্র বসু ইন্দ্রের পূজনার্থক সেই বংশযষ্টি ভূমিতে নিখাত করিলেন; এবং তৎপরদিবস গন্ধ মাল্য বসন ভূষণ প্রভৃতি দ্বারা ভূষিত করিয়া, সেই বংশযষ্টির উত্থাপন করিলেন ও বিধানানুসারে মাল্য দ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখিলেন। এই শিষ্টপালনী ইষ্টির সাধনকালে হংসরূপী ভগবান্ মহাদেবের পূজা হইলে, দেবদেব শুভঙ্কর স্বয়ং হংসরূপপরিগ্রহ করিয়া, বসুর প্রীতিবিধান করিয়াছিলেন। বিপুলবিভব দেবরাজ মহেন্দ্র, নরেন্দ্রশ্রেষ্ঠ বসুকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত সেই

অর্চ্চনোৎসব অবলোকন করিয়া, পরম-প্রীতিলাভ করায়, প্রসন্ন-বদনে বলিয়াছিলেন, কি রাজা, কি প্রজা,—মর্ত্ত্যবাসি-মাত্রেই যে কেহ চেদিপতি বসুর ন্যায় আমার পূজোৎসবাদির অনুষ্ঠান করিবে, তাহার ও রাজ্যের বিজয়শ্রী অক্ষুণ্ণ থাকিবে; তাহাদের অধিকৃত দেশসমূহ বিস্তীর্ণ ও হর্ষপূর্ণ হইবে!

মহাত্মা উপরিচর বসু যখন দেবেন্দ্রপ্রদত্ত স্ফটিকময় দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়া আকাশে বিচরণ করিতেন, তখন গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ আসিয়া তাঁহার স্তব করিতেন। তাঁহার অমিততেজাঃ প্রবলপ্রতাপ মহাবীর্য্যবান্ পাঁচটী পুত্র জন্মে। রাজেন্দ্র উপরিচর বসু, প্রধানতম পুত্র বিখ্যাত রথীন্দ্র বৃহদ্রথকে মগধের সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন; অপরাপর পুত্রগণের—প্রত্যগ্রহ, কুশাম্ব বা মণিবাহন, মাবেল্ল, যদু,—ইঁহাদিগের পৃথক্ পৃথক্ রাজ্যে অভিষেক করেন। এই রাজর্ষির মহত্তেজাঃ পঞ্চপুত্র স্ব স্ব নামে দেশ ও রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়া, অব্যাহতপ্রভাবে প্রজাপালনে রত। বিশেষতঃ রাজর্ষিসত্তম বসুও চেদিরাজ্যের রাজধানীতে থাকিয়া, বিহিতবিধানে প্রজাপালনাদি রাজধর্ম্ম-সাধনে নিত্যপ্রবৃত্ত।

ধর্ম্মবীর রাজর্ষি বসুর রাজধানীসমীপে শুক্তিমতীনাম্নী একটী নদী ছিল; কোলাহলনামা এক সচেতন পর্ব্বত, নদীদর্শনে কামোপহত হইয়া, তাহার রোধে উদ্যত হইল। নদী শুক্তিমতী কামাতুর পর্ব্বতকর্ত্তৃক আক্রান্তা ও অবরুদ্ধা হইয়া, অত্যন্তই উদ্বিগ্না হইলেন। প্রজারক্ষণপর রাজর্ষি বসু শুক্তিমতীকে বিশিষ্টবিপন্না দেখিয়া, তাহার রোধমুক্তি জন্য, ঐ কোলাহল পর্ব্বতের মস্তকে সবেগে পদাঘাত করিলেন; তাহাতেই

কোলাহলের মস্তকে একটী গর্ত্ত হওয়ায়, শুক্তিমতী সেই স্থান দিয়া নির্গতা হইলেন। শুক্তিমতী কোলাহলহস্ত হইতে মুক্তি পাইয়া, স্বচ্ছন্দে প্রবাহিতা হওয়ায়, যথেষ্ট প্রসন্না হইলেন; এবং পর্ব্বত-সঙ্গমে তাঁহার গর্ভে যে, এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মিয়াছিল, সেই পুত্র কন্যাকে লইয়া, মুক্তিদাতা রাজর্ষি বসুর হস্তে অর্পণ করিলেন। রাজর্ষিসত্তম অরিন্দম বসু সেই নদীপুত্রকে স্বীয় সেনাপতিপদে নিযুক্ত ও কন্যা গিরিকাকে পত্নীরূপে পরিগৃহীতা করিয়া, নদী শুক্তিমতীর আনন্দবর্দ্ধন করিলেন।

ক্রমে বসুমহিষী গিরিকা যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলেন। তাঁহার যৌবনসুলভ রূপলাবণ্যে যেমন চেদিরাজপ্রাসাদ উদ্দীপিত হইতে লাগিল, সেইরূপ তাঁহার সৌজন্যে রাজর্ষি বসুর হৃদয় প্রেমরসে উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। পতিব্রতা গিরিকা চেদিপতি মহারাজ বসুর একান্ত মনোরমা মহিষী হইয়া পড়িলেন। পরে বসুমহিষী গিরিকার ঋতুকাল উপস্থিত হওয়াতে, গর্ভধারণোপযুক্ত সময়ে ঋতুস্নাতা হইয়া, স্বামীর নিকট স্বীয় অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। আর তৎকালেই রাজশ্রেষ্ঠ বসুর পিতৃগণ প্রীত হইয়া, 'অদ্য তুমি মৃগয়ায় গমন করিয়া, আমাদিগের তর্পণ কর' বলিয়া আদেশ করিলেন। পিতৃগণের আদেশানুসারে নরপতি বসু মৃগয়ার্থক গমন করিলেন বটে, কিন্তু অসামান্য-রূপ-যৌবন-সম্পন্না মনোরমার স্মরণ করিয়া, স্মরশরপাতের পথবর্ত্তী হইলেন। সকামচিত্ত রাজার পক্ষে মৃগয়া বিড়ম্বনা হইয়া পড়িল! একে বসন্তকাল, তাহাতে তাঁহার সন্ধানের আশ্রয়ীভূত বনটী কুবেরের উপবন সদৃশ মনোহর; আবার অশোক, চম্পক, চূত, অতিমুক্ত, পুন্নাগ, কর্ণিকার বকুল, দিব্যপাটল, পাটল,

নারিকেল, চন্দন, অর্জ্জুন প্রভৃতি রমণীয় পুণ্য ও সুস্বাদু ফলসমন্বিত নানা বৃক্ষ তাহার শোভাবর্দ্ধন করিতেছে; বিশেষতঃ চূতমুকুলকুলের সুগন্ধে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত, তাহাতে আবার শ্রুতিসুখকর অলিকুলগুঞ্জনে সর্ব্বদিক্ সুস্বরে মুখরিত; আবার শ্রবণমনোহারি কোকিলকুজনে সর্ব্বদিক্ নিনাদিত— এই সকল মনোজপ্রভাবের উদ্দীপক দৃশ্যে কামমোহিতচিত্ত স্থির থাকিবে কিরূপে? মৃগয়ারত রাজা চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া, প্রকৃতির নয়নাভিরাম বাসন্তিক দৃশ্যে মুগ্ধ হইয়া, কেমন কি যেন ভাবিতে ভাবিতে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইলেন; মন্মথশরদিগ্ধহৃদয়ে স্বমহিষীর চিন্তারত রহিলেন! পরন্তু তথায় প্রেয়সী মহিষী গিরিকাকে পাইবেন কেমন করিয়া,—না দেখিয়া, মদনশরানলে দগ্ধ ও সাতিশয় বিচলিত হইতে লাগিলেন। পরে তিনি যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে নবপল্লবে ও পুষ্পস্তবকে আচ্ছাদিত এক রমণীয় অশোক-বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন; সেই বৃক্ষে এতই অধিকপরিমাণে নবপল্লবের উদ্গম ও কুসুমসমূহের বিকাশ হইয়াছিল যে, তাহার একটীও শাখা গোচরীভূত না হওয়ায়, তাহাতে এক রক্তশৈলখণ্ড বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; অপিচ তাহার বিমল পরিমলে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত হইল।

নরেন্দ্রবর সেই মনোহর অশোক-বৃক্ষের সুশীতল ছায়াতে সুখাসীন হইয়া, বায়ুসেবনে হর্ষান্বিতমনাঃ হইয়া, সেই প্রিয়তমা মহিষীর ঋতুরক্ষারও চিন্তা করিতেছিলেন; ইতিমধ্যে সেই স্থানে তাঁহার রেতঃস্খলন হইল। রাজশ্রেষ্ঠ একটী বৃক্ষপত্রে সেই স্খলিত রেতোধারণ করিয়া, বিবেচনা করিতে লাগিলেন,

কিরূপে আমার এই স্খলিতরেত ও পত্নীর ঋতু ব্যর্থ হইবে না;—এতদ্বিষয়ে বহুক্ষণ চিন্তা ও পুনঃপুনঃ বিচার করিয়া স্থির করিলেন, আমার এই রেত অব্যর্থ; মহিষীর নিকট ইহার প্রেরণ করিবার কালও উপস্থিত। কি প্রকারে ইহার প্রেরণ করা যায়?—এই কর্ত্তব্যসাধনের উপায়চিন্তা করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর সূক্ষ্মধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞ রাজা উপরিচর এইরূপ স্থির করিয়া মন্ত্রদ্বারা সেই শুক্রের সংস্কারপূর্ব্বক সমীপবর্ত্তী শীঘ্রগামী এক শ্যেন পক্ষীকে কহিলেন, "হে সৌম্য! তুমি আমার উপকারার্থক এই মদীয় শুক্রপত্র লইয়া অস্মদীয় অন্তঃপুরে যাত্রা কর; অদ্য আমার মহিষী গিরিকা ঋতুস্নাতা হইয়াছেন, তাঁহাকে প্রদান করিলে, তাঁহার ঋতুরক্ষা হইবে।"

তৎক্ষণাৎ বেগবান্ বিহঙ্গম শ্যেন সেই শুক্রপত্রগ্রহণ করিয়া, উড্ডীয়মান হইয়া, আকাশপথে সাতিশয়বেগে গমন করিতে লাগিল। তৎকালে আর একটী শ্যেনপক্ষী তাহাকে দেখিয়া, তাহার তুণ্ডে আমিষ আছে মনে করিয়া, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল; অবশেষে উভয় শ্যেন মিলিত হইলে, আকাশপথেই তাহাদিগের তুণ্ডযুদ্ধ আরব্ধ হইল। যুদ্ধ করিতে করিতে প্রথমোক্ত শুক্রবাহী শ্যেনের চঞ্চুপুট হইতে শুক্রপত্র স্খলিত হইয়া, যমুনার জলে নিপতিত হইল।

পূর্ব্বে আদ্রিকানামে এক বিখ্যাতা অপ্সরা অতিমাত্র গর্ব্বিতা ছিলেন; আর সেই গর্ব্বহেতুকই ব্রহ্মশাপে মৎস্যযোনিলাভ করেন। ঐ শাপভ্রষ্টা মৎস্যরূপা অপ্সরার ঐ যমুনার জলেই অবস্থিতি। ঐ শ্যেনমুখভ্রষ্ট শুক্র জলে পতিত হইবামাত্র ঐ মৎস্যী বেগপূর্ব্বক উত্থিতা হইয়া, সেই

বসুবীর্য্যগ্রাস করিল; তাহার পর দশমাস অতীত হইলে, এক দিবস মৎস্যজীবীরা সেই মৎস্যীকে ধরিয়া, তাহার উদরবিদারণ করিয়া, তাহার মধ্যে একটী পুত্র ও একটী কন্যা দেখিতে পাইয়া, বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইল; শেষে সেই মৎস্যোদর হইতে প্রাপ্ত পুত্র কন্যা লইয়া, প্রবলপরাক্রান্ত বসুরাজের নিকট উপনীত হইল; এবং কৃতাঞ্জলিপুট হইয়া, সবিস্ময়ে মৎস্য হইতে পুত্রকন্যালাভের কথা প্রকাশ করিল। মহারাজ উপরিচর বসু কেবল সেই মৎস্যজ পুত্রের প্রতিপালন করেন; যথাকালে সেই বসুপালিত মৎস্যজ পুত্র মৎস্যনামে ধর্ম্মনিষ্ঠ সত্যসন্ধ রাজা হন। আর সেই মৎস্যজীবিগণের পালিতা কন্যা মৎস্যগন্ধা, মহর্ষি পরাশরের অনুগ্রহে ব্যাসমাতা হইয়া পদ্মগন্ধা নামে অভিহিতা হইবার পর ক্রমে সত্যবতী নামে বিখ্যাতা হন। তাহার পর ইনি মহারাজ শান্তনুর মহিষী হইয়াছিলেন। অভিশাপকালে আদ্রিকা অপ্সরার দুইটী নরশিশুপ্রসব করিয়া মৎস্যযোনি হইতে মুক্তিলাভ হইবে,—এই ভগবানের আদেশ ছিল; সেই নিদেশবশে তিনি পুনর্ব্বার অপ্সরোযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে সমর্থা হইলেন।

অণী মাণ্ডব্যোপাখ্যান।

প্রাচীনকালে মাণ্ডব্যনামে এক সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ধৃতিমান্ সত্য-নিষ্ঠ তপোনিরত বিখ্যাত ব্রহ্মর্ষি ছিলেন। সেই মহাতপাঃ মহর্ষি স্বীয় আশ্রমদ্বারস্থ বৃক্ষমূলে ঊর্দ্ধবাহু ও মৌনব্রতা-বলম্বী হইয়া, বহুকাল ধরিয়া তপশ্চরণ করিতেছিলেন। একমাত্র চরমলক্ষ্য পরমাত্মায় আত্মসমাধান করিয়া, আত্ম-প্রসাদ সহ অনির্ব্বাচ্য বিমলসুখের উপভোগে বাহ্যজ্ঞান-বিরহিত হইয়াছিলেন। তখন পার্থিব কোন ব্যাপারেই তাঁহার দৃষ্টি ছিল না।

সেই সময়ে কতকগুলি দস্যু তাৎকালিক রাজার বাটীতে গিয়া, কতকগুলি দ্রব্যের অপহরণ করিয়া পলায়ন করিতে-ছিল; রাজপুর-রক্ষিগণ সেই অপহর্ত্তা দস্যুগণের পশ্চাদনু-সরণ করিতে লাগিল। দস্যুগণ ভয়ে পলায়ন করিতে করিতে মাণ্ডব্যমুনির আশ্রমসমীপে উপনীত হইয়া, সেই সকল অপহৃত ধন তাঁহার আশ্রমদ্বারসমীপে রাখিয়া, মুনির ন্যায় তাহারাও মৌনাবলম্বন করিয়া, দূরে দূরে বৃক্ষাদির অন্ত-রালে বসিয়া রহিল।

এদিকে তস্করানুগামী রক্ষকগণ অনুসন্ধান করিতে করিতে মাণ্ডব্যঋষির আশ্রমে প্রবেশ করিল; দেখিল, একজন তপোনিষ্ঠ ঊর্দ্ধবাহু ঋষি ধ্যানে মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন;

তাঁহার আশ্রমনিকটে অপহৃত ধনাদি পড়িয়া রহিয়াছে। পরে তাহারা সেই ঋষিপ্রবরকে জিজ্ঞাসা করিল, "হে ব্রহ্মন্! দস্যুগণ এই সকল অপহৃত দ্রব্যাদি ফেলিয়া কোন পথে গমন করিয়াছে? বলিয়া দিন, আমরা শীঘ্র সেই পথে গমন করিব।" তাহাদের কথায় উত্তর দিবেন কে? যিনি ব্রহ্মধ্যানে বাহ্যজ্ঞান বিসর্জ্জন করিয়া, আত্মতত্ত্বের অধিকারী হইয়া, পরমপ্রসাদের উপভোগ করিতেছিলেন; তিনি বাহ্য-বাক্য শুনিবেন কিরূপে? সুতরাং সেই রাজকীয় ধনরক্ষী-দিগের কথায় তিনি কর্ণপাতই করিলেন না। অনন্তর সেই চৌরানুসন্ধায়ী রাজপুরুষগণ সেই আশ্রমের চতুঃপার্শ্বে অনুসন্ধান করিতে করিতে ছদ্মবেশী মৌনাবলম্বী চৌরদিগকে দেখিতে পাইল। তখন সেই রক্ষক রাজপুরুষগণের সন্দেহ বৃদ্ধি পাইল; তাহারা ভাবিল, এই ঊর্দ্ধবাহু ব্রাহ্মণ ঋষি নহেন; ছদ্মবেশী দস্যুদলপতি। এই দস্যুরা চতুর্দ্দিকে দস্যুবৃত্তি করিয়া যাহা পায়, সমস্ত লোপ্ত্র এই ছদ্মবেশী ঋষির নিকট ন্যস্ত ও সঞ্চিত করে। অতএব এই কপটাচারী ঋষিকে এই দস্যুগণের সহিত বন্ধন করা উচিত।

এইরূপ বিবেচনা করিয়া, রক্ষকগণ সেই দস্যুগণের সহিত মহর্ষি মাণ্ডব্যকে ধৃত ও দৃঢ়ভাবে বদ্ধ করিয়া, রাজ-সমীপে লইয়া গিয়া, আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ নিবেদন করিয়া তাহাদিগকে রাজকরে অর্পিত করিল। রাজাও সন্দেহবশে সেই মুনিকে দলপতি বলিয়া স্থির করিয়া, সেই দস্যুদলের সহিত শূলে দিয়া প্রাণবধ করিবার আদেশ করিলেন। রাজা সেই মহাতপাঃ মাণ্ডব্যকে জানিতে না

পারিয়া, দস্যুদিগের সহ শূলে আরোপিত করিলেন বটে, কিন্তু ঋষির তপোভঙ্গ হইল না।

রাজাদেশে দস্যুগণ শূলে আরোপিত হইবামাত্র শরীর-ভেদ হওয়ায়, মৃত্যুমুখে পতিত হইল; কিন্তু ধর্ম্মাত্মা ব্রহ্মর্ষি শূলস্থ থাকিয়াও, মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন না;—তপোবলে প্রাণধারণ করিয়া রহিলেন। তাঁহার এইরূপ মহতী শক্তির পরিচয় পাইয়া, সকলেই বিস্মিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইল। রাজা লোপ্ত্র বস্তু সকল স্বীয় কোষে সুরক্ষিত করিয়া, দস্যুগণের দণ্ডবিধান করিলেন বটে, কিন্তু মহর্ষি মাণ্ডব্যের মহতী শক্তির পরিচয় পাইয়া, মনে মনে সবিশেষ চিন্তাকুল হইলেন।

এই রাজার রাজ্যে একটী গলিতদেহ কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন; তাঁহার একমাত্র অবলম্বন ভার্য্যা পতিভক্তি-পরায়ণা ছিলেন। লোকে তাঁহাকে মূর্ত্তিমতী পতিব্রতা বলিয়া, যথেষ্ট ভক্তি করিতেন; তাঁহার পাতিব্রত্যের কথা লইয়া, রাজ্যময় আন্দোলন আলোচনা হইত। সেই পতি-ব্রতা ব্রাহ্মণী কুষ্ঠী পতির যথোচিত সেবা শুশ্রূষা করিয়া, পরে ভিক্ষায় বহির্গতা হইতেন। পরে ভিক্ষাহৃত অন্নে পতির ক্ষুন্নিবৃত্তি ও তৃপ্তিসাধন করিয়া, তাঁহার ভুক্তাবশিষ্ট অমৃতজ্ঞানে সাদরে গলাধঃকৃত করিতেন। এইরূপে ব্রাহ্মণ-দম্পতি বহুকাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহার একমাত্র অবলম্বন কলত্রের উপর যখন যেরূপ আদেশ করিতেন, পতিব্রতা ব্রাহ্মণী তৎক্ষণাৎ তাহারই সাধন করিতে একান্ত যত্নবতী হইতেন।

একদা সেই কুষ্ঠী ব্রাহ্মণ স্বীয় পতিব্রতা ভার্য্যাকে বলিলেন, "দেখ প্রিয়ে! বহুদিন হইল, আমি স্বপ্রবাহিতা নদীর জলে অবগাহন করি নাই; যদ্যপি আমাকে প্রসন্ন-সলিলা ভাগীরথীর তীরে লইয়া গিয়া, স্নপিত করিয়া লইয়া আইস, তাহা হইলে, আমি পরমতৃপ্তিলাভ করিতে পারি।" ব্রাহ্মণী ভর্ত্তার সেই অভিলাষের পরিচয় পাইয়া, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে স্বীয় স্কন্ধে আরোপিত করিয়া, গঙ্গা-স্নপনার্থক লইয়া গেলেন। সেই সময়ে গঙ্গাতীরে তিলো-ত্তমাসদৃশী রূপবতী নানালঙ্কারভূষিতা দিব্যা বারাঙ্গনা সহচরী-পরিবৃতা হইয়া, স্নানার্থক গঙ্গাতীরে উপনীতা হইল। কুষ্ঠী ব্রাহ্মণ সেই বারাঙ্গনার মনোহারিণীমূর্ত্তি দেখিয়া, একে-বারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন; তাঁহার মনে সেই বারাঙ্গনার সহবাসের কামনা উদ্রিক্ত হইল। নিজে দুঃস্থ বলিয়া, হৃদয়ের বাসনা, হৃদয়েই বিলীন করিবার জন্য, চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এদিকে পতিব্রতা ব্রাহ্মণী স্বামিস্নপনে যত্নবতী, তিনি স্বামীর চাঞ্চল্যের উপলব্ধি করিতে পারিলেন না; সযত্নে সন্তর্পণে মৃদুহস্তপরিচালনে গলিতগাত্রের ক্লেদাপনয়ন করিয়া, স্বামীর তৃপ্তিবিধানেই রত থাকি-লেন। পতির অভীষ্ট স্নানাদির সমাপন করিয়া, তাঁহাকে স্বস্কন্ধে লইয়া, গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শেষে স্বামীর অন্যান্য আদেশ প্রতিপালন করিবার পর ভিক্ষায় বহির্গতা হইলেন। পতির আহারে যাহাতে বিলম্ব না হয়, তাহার জন্য, বিব্রতা' হইয়া, অভিপ্রেত আহার্য্যের সংগ্রহে ব্যস্তা হইলেন।

এদিকে কুষ্ঠী ব্রাহ্মণ গৃহে বসিয়া, সেই মনোহারিণী বারাঙ্গনার ধ্যানে রত হইলেন। হায়! মন্মথের পাত্রাপাত্রবোধ নাই; এই চিরকাল ব্যাধিযন্ত্রণায় নষ্টস্বাস্থ্য ব্যক্তির হৃদয়েও কামের উদ্দীপনা! তাঁহার কুসুমশরে কুষ্ঠী ব্রাহ্মণের হৃদয় আজ অত্যন্ত বিচলিত; তিনি অনুক্ষণ কিরূপে সেই বারাঙ্গনার রূপসাগরে সন্তরণ করিবেন, তাহার উপায়চিন্তায় রত; কিন্তু স্বীয় অবস্থার পর্য্যালোচনায় হতাশ হইয়া, এক একবার দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়! এই বিষম চিন্তাতরঙ্গে নিরন্তর বিপর্য্যস্ত হইতে লাগিলেন।

কুষ্ঠী ব্রাহ্মণ নৈরাশ্যের বিকট হাস্য দেখিয়া, যখন একেবারে বিষাদবশে দুঃসহ যন্ত্রণাবোধ করিতেছেন, এমন সময়ে পতিব্রতা ভিক্ষাহৃত তণ্ডুলাদি লইয়া, প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন; ও পতিকে বিষণ্ণ দেখিয়া, ক্ষুধাবশে আকুল বলিয়া, মনে করিয়া, সেই তণ্ডুলাদির পাকে সযত্না হইলেন। সত্বর পাকাদিসমাপন করিয়া, খাদ্যে যথাবিহিত পাত্র সজ্জিত করিয়া, পতির নিকট উপস্থাপিত করিলেন। ভোজনকালেও বিমনাঃ দেখিয়া, পতিব্রতা সাতিশয় চিন্তান্বিতা হইলেন।

পরিশেষে পতির ভোজনশেষ হইলে, আচমনাদির পর বিশ্রামার্থক শয্যারচনা করিয়া, তাহাতে পতিকে শায়িত রাখিয়া, পদসেবা করিতে করিতে তাঁহাকে তৎকালেও সবিশেষ চিন্তাপর দেখিয়া, চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ সেই পতিব্রতাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতে দেখিয়া, লজ্জাবশে 'কিছুই নহে,' বলিয়া সত্যের অপলাপ

করিতে লাগিলেন। কিন্তু পতিকে উদ্বিগ্ন দেখিয়া, পতিব্রতার যে উদ্বেগ হইয়াছে, বৃথা অলীক অপলাপে তাহার নিরাকরণ হইল না; পতির উদ্বেগের কারণ জানিবার জন্য, তাঁহার যথেষ্ট আগ্রহ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। উত্তরোত্তর এইরূপ আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া, সেই কুষ্ঠীব্রাহ্মণপতি বলিলেন, "দেখ প্রিয়ে! বলিতে লজ্জা হয়, কিন্তু আর গোপন করিয়া রাখিতেও পারি না; সেদিন গঙ্গাস্নানের সময় সেই যে, মোহিনী বারাঙ্গনা গঙ্গায় স্নান করিতে আসিয়াছিল, তাহার সহিত মিলত হইতে আমার একান্ত বাসনা! বামন হইয়া, চন্দ্র ধরিবার ইচ্ছা! বহু চেষ্টাতেও আমি এই বাসনাবর্জ্জনে সমর্থ হই নাই। এক্ষণে কিসে এই বাসনার পূরণ হইতে পারে, তাহারই উপায় চিন্তা আমার এই উদ্বেগের কারণ।"

পতিব্রতা পতির অভিপ্রেত বিষয়ের উপলব্ধি করিতে পারিয়া, পতির বাসনাপূরণার্থক সেই বারাঙ্গনার বাটীতে দাসীবৃত্তি করিতে নিযুক্তা হইলেন। প্রত্যহ প্রত্যূষে ঐ বারাঙ্গনার বাটীতে গিয়া, তাহার গৃহমার্জ্জনাদি করিয়া আসিতেন, অথচ সেই বারাঙ্গনা বা তাহার পরিচারিকাগণ কেহই জানিতে পারিতেন না। আর এই পতিব্রতার গৃহপরিমার্জ্জনে গৃহের এরূপ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল যে, বারাঙ্গনা সেই সকল গৃহ পূর্ব্বে কখনই সেরূপ সুশ্রী বলিয়া বোধ করে নাই। 'কে এইরূপ গৃহমার্জ্জন করে'—ইহা জানিবার জন্য, বারাঙ্গনা একদিন সমস্ত রাত্রি সতর্কে জাগরিতা রহিল; পরে পতিব্রতা ব্রাহ্মণী মার্জ্জনী হস্তে লইয়া, যেমন সেই গৃহে প্রবেশ করিবেন, ঐ বারাঙ্গনা অমনই আসিয়া, তাঁহার হস্তধারণ

করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দেবি! আপনি কে? কেনই বা আপনি আমার ন্যায় এই ঘৃণ্যা বেশ্যার গৃহমার্জ্জনা করিতে আসিয়াছেন? আপনার এইরূপ ব্যাপারে আমি অতিমাত্র শঙ্কিতা। মা! এক্ষণে আপনার অভিপ্রায় কি বলুন!"

পতিব্রতা বলিলেন, "বৎসে! আমার স্বামী কুষ্ঠরোগাক্রান্ত; একদিন তাঁহাকে গঙ্গাস্নান করাইতে আনিয়াছি, এমন সময়ে তোমরাও গঙ্গাস্নানার্থক যাওয়ায়, তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িয়াছিলে; তাহাতে তোমার রূপলাবণ্য দেখিয়া, তিনি সহবাসলিপ্সায় নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছেন; কিন্তু তোমাদিগের ব্যবসায়ে অর্থলিপ্সা আছে; তিনি দরিদ্র ভিক্ষোপজীবী! তাঁহার এ আশার কিরূপে পূরণ হইতে পারে? তবে তোমাদের প্রসন্নতায় যদি আমার স্বামীর সন্তোষবিধান হয়, তাহা হইলে, আমি পরমপরিতৃপ্ত হইব।"

তখন বারাঙ্গনা মুগ্ধা হইয়া বলিলেন, "দেবি! আমরা পুরুষের তৃপ্তিবিধান করিতেই যখন সৃষ্টা, তখন আপনার পতির তৃপ্তিবিধানে অসমর্থা হইব কেন? আপনি অদ্য আপনার পতিকে আমাদিগের আলয়ে আনিবেন; তাঁহার অভিলাষের পূরণ করিব।"

পতিব্রতা ব্রাহ্মণী সেই বারাঙ্গনাকর্ত্তৃক আশ্বস্তা হইয়া, পতির তৃপ্তিবিধানার্থক ভিক্ষায় বহির্গত হইলেন। পরে যথাকালে পতিকে স্কন্ধে লইয়া সেই বারাঙ্গনালয়ে উপনীত হইলেন। বারাঙ্গনা কুষ্ঠী ব্রাহ্মণের যথেষ্ট সাদর সম্বর্দ্ধনা করিলে, শেষে ব্রাহ্মণ পথশ্রমে ক্লান্ত হওয়ায়, জলপ্রার্থনা করিলেন। তখন বারাঙ্গনা স্বর্ণ, রৌপ্য, কাংস, পিত্তল, প্রস্তর ও

মৃত্তিকা হইতে প্রস্তুত পাত্র জলে পূর্ণ করিয়া, সেই কাম-মোহিত ব্রাহ্মণকে প্রদান করিল ও বিনীতভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল, "প্রভো! এই প্রত্যেক পাত্রের সামান্ত সামান্ত পরিমাণে জলপান করুন।" ব্রাহ্মণ প্রথমে স্বর্ণপাত্রের জলপান করিলেন, পরে রৌপ্যপাত্রের জলপান করিলেন;—এইরূপে প্রত্যেক পাত্রে যথাক্রমে পান করিয়া, শেষে মৃৎপাত্রের জলপান করিয়া, পরিতৃপ্ত হইলেন। তখন বারাঙ্গনা জিজ্ঞাসা করিল,—"প্রভো! কোন পাত্রের জল শীতল স্নিগ্ধ ও সুখসেব্য?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "মৃৎপাত্রের জলই যথার্থ তৃষ্ণাপহারক!"

এই কথা শুনিয়া, বারাঙ্গনা বলিল, "দেব! আমরা পিত্তলপাত্র। আমাদিগের অন্তর্নিহিত রসের উপভোগে শান্তি নাই! কেবল বাহ্য ব্যাপারেই লোক মুগ্ধ করিয়া, উদ্দেশ্য-সাধন করি। ভিতরে একরস জলের বিকারসাধনে উজ্জ্বল স্বর্ণপাত্র যেমন তৃপ্তিবিধান করিতে পারে না, কিন্তু তাহার মূল্য আছে; আমাদিগের বাহ্য চাকচক্য থাকিলেও, আমরা হীন-মূল্য পিত্তলপাত্রের ন্যায় রসবিকারকরী, সুতরাং উপেক্ষণীয়া;—লোকের মনে যথার্থ প্রেমরসের বিধানে অসমর্থা! মৃৎপাত্রের ন্যায় বাহ্যতঃ নিরলঙ্কার পাত্রই যথার্থ স্নিগ্ধপ্রেমরসের বিধানে সমর্থ!"

বারাঙ্গনার মুখে এই কথা শুনিয়া, ব্রাহ্মণের জ্ঞানের উদ্রেক হইল; ব্রাহ্মণ আর সেই কাম্যপদার্থের—বারাঙ্গনার উপভোগে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন না। বরং তাহার ব্যব-হারে পরমপ্রসাদলাভ করিয়া, জ্ঞানোদ্দীপন হওয়ায়, প্রফুল্ল-চিত্তে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। শেষে পতিব্রতা ভার্য্যাকে স্বগৃহগমনের জন্য, স্বচ্ছন্দে আদেশ প্রদান করিলেন। তখন

পতিব্রতা ব্রাহ্মণী স্বামীকে স্বীয় স্কন্ধে আরোপিত করিয়া, স্বগৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

যাইতে যাইতে পথ নিশীথসুহৃৎ তমোজালে আবৃত হইল, ব্রাহ্মণী পতিকে স্কন্ধে লইয়া, পূর্ব্বপরিচিত পথে চলিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে মশানভূমিতে সেই শূলারূঢ় মাণ্ডব্যঋষির পদে ব্রাহ্মণীর অঙ্গস্পর্শ হইল; আর পতিব্রতার অঙ্গস্পর্শমাত্রেই মহাযোগী মাণ্ডব্যেরও তপোভঙ্গ হইল। অমনই তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া, অভিশাপ দিলেন, "হে ভামিনি! তুমি যেমন আমার তপোভঙ্গ করিলে, তেমনই সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তোমায় বিধবা হইতে হইবে।"

মাণ্ডব্যমুনির পাদস্পর্শ করিয়া, যে অপরাধ করিয়াছেন, তাহা অজ্ঞাতসারে কৃত; কিন্তু তাহার উপর দণ্ডবিধান হইল, যথেষ্ট গুরুতর! পতিব্রতা ঋষিমুখে সেই অভিশাপের কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "সূর্য্যদেব! তুমিও উদিত হইও না।"

পতিব্রতার বাক্য অন্যথা হইবার নহে। সূর্য্যেরও উদয়-পথরোধ হইল; বিশ্বে রজনীর চিরনিবাস প্রতিষ্ঠিত হইল; সৃষ্টিলোপ হইবার উদ্যোগ হইল। তখন জগতের হিতেচ্ছায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্রাদি দেবগণ—সকলেই আসিয়া সেই ব্রাহ্মণীর নিকট সবিনয়ে বলিলেন, "মাতঃ! সূর্য্যকে উদিত হইবার জন্য, আদেশ করুন; নহিলে ধরার যে ধ্বংস প্রাপ্তির সম্ভাবনা!"

পতিব্রতা বলিলেন, "সূর্য্যোদয় হইলে, আমার পতির মৃত্যু হইবে; যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে, আমি আমার আদেশের প্রত্যাহার করিতে পারি।"

দেবগণ বলিলেন, "মাতঃ! ঋষিবাক্য ত অপ্রতিহার্য্য! বিশ্বরক্ষার জন্য,—বিশ্বজীবের হিতার্থক সূর্য্যোদয়ের সম্বন্ধে আদেশ করুন।"

পতিব্রতা ব্রাহ্মণী বলিলেন, "দেবগণ! আপনারা যেমন বিশ্বস্থ প্রাণীদিগের হিতেচ্ছায় সূর্য্যের উদয়ের জন্য, আমার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, আমার হিত কি আপনাদের অভিপ্রেত নহে? আমি কি আপনাদের প্রিয় বিশ্বের অতীত? যদি আমার হিতসাধনে আপনাদের শক্তি না থাকে, তবে আমা হইতে আপনাদের দেবত্বে বিশিষ্টত্ব কি?"

দেবগণ বলিলেন, "মহীয়সি! দেবত্ব আপনার পাতিব্রত্য-ফলের নিকট অতীব অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু মা! আপনার মহীয়সী শক্তির প্রকোপে জগতের ইষ্টাদির অনুষ্ঠান বন্ধ হইয়াছে, ধরণীর শস্যপ্রসবের অন্তরায় ঘটিয়াছে। যজ্ঞের অভাবে দেবলোকের যে দুঃসময়—মর্ত্ত্যেরও শস্যাভাবে সেইরূপ! এখন তোমার কৃপাদৃষ্টি ব্যতীত বিশ্বের রক্ষা যে হয় না মা! মাতঃ! সতী মহেশানীর কৃপাদৃষ্টিতে যেমন জগতের রক্ষা হয়, তাহার অভাবে যেমন জগতের বিলয় হয়, তেমনই অদ্য তোমার কৃপাদৃষ্টি ব্যতীত জগতের রক্ষা হওয়া দুরূহ! এক্ষণে বিহিতবিধানে বিশ্বসংসারের রক্ষাবিধান করুন।"

পতিব্রতা বলিলেন, "যদি পতির মৃত্যুই হয়, তবে বিশ্বের রক্ষায় আর ধ্বংসে আমার কি? পতিই আমার বিশ্বসার!"

ব্রহ্মা বলিলেন, "মাতঃ! ঋষিবাক্যের মর্য্যাদারক্ষার্থক তোমার স্বামীর ক্ষণকালের জন্য, মৃত্যু হইবে; পরে অক্ষত দিব্য দেহলাভ হইবে। এক্ষণে সূর্য্যের উদয়াদেশ প্রার্থনীয়।"

লোকপিতামহ ব্রহ্মার কথা শুনিয়া, পতিব্রতা ব্রাহ্মণী বলিলেন, "হে ব্রহ্মন্! আপনি এই চরাচর বিশ্বসংসারের স্রষ্টা; আপনি সৃষ্টসংসারের সাধারণ জীবগণের প্রতি যেমন অনুকূল, আমার প্রতিও তদ্বৎ নিশ্চিতই; অপিচ এই সৃষ্ট জগতের ধ্বংসে আপনার যে, বিচলিত হইবার কথা, তাহা স্বতই উপলব্ধ হয়। কিন্তু আপনি এই বিশ্বের বিশিষ্টরূপ ধারণ করিতে সমর্থ হওয়ায়,—তদনুকূল বিধিবিধানের ব্যবস্থাপক বলিয়া, আপনার বিধাতৃ-নামের সার্থক্য! আর আমিও ঐ বিশ্বের অতীতা নহি; সুতরাং আমি আপনার রক্ষণীয়া নিশ্চিতই। অপিচ আপনার মুখনিঃসৃত বাক্যই নিত্য সত্য বেদ;—অনৃতবাক্য কথনই আপনার শ্রীমুখ হইতে উচ্চারিত হয় নাই—হইতেও পারে না! অতএব আপনাদের অঙ্গীকৃত মদীয় পতির পুনর্জ্জীবনে দিব্য দেহলাভ কথনই ব্যর্থ হইবে না বলিয়াই বিশ্বাস! হে ভগবন্ ঋতবাক্! আমি আপনার কথায় বিশ্বাস করিয়া, সূর্য্যের উদয়ে আদেশ করিতেছি;—'হে সূর্য্য! আমি দেবগণের অনুরোধে আপনাকে উদিত হইতে বলিতেছি'!" —এই বলিয়াই, কি যেন এক ভয়ঙ্করী মনোব্যথায় কাতর হইলেন ও নিঃসংজ্ঞা হইয়া পড়িলেন।

পতিব্রতা সূর্য্যোদয়ে অনুমতি করিলে, সূর্য্য উদিত হইলেন; পতিব্রতার কুষ্ঠী পতির মৃত্যু হইল; ক্ষণকাল পরে সেই মৃত কুষ্ঠী ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার সঞ্জীবনবারিসেকে নবকলেবর-পরিগ্রহ করায়, পতিব্রতার পুণ্যের কথা চতুর্দ্দিকে উদ্ঘোষিত হইতে লাগিল। পতির জীবনলাভের সঙ্গে সঙ্গে পতিব্রতারও সংজ্ঞালাভ হইল।

এই কথা শুনিয়া মহর্ষি অণী মাণ্ডব্য ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন; তাঁহাকে তিরস্কারপূর্ব্বক কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! আমি বাল্যকালে অজ্ঞানতঃ বা চাপল্যবশতঃ যে অল্প অপরাধ করিয়াছি, তাহাতে তুমি ঈদৃশ গুরুতর দণ্ডবিধান করিয়াছ; একারণ তুমি বড়ই নীচতা প্রকাশ করিয়াছ। এক্ষণে সামান্যতঃ জগদ্ধিতেচ্ছায় আমি স্বীয় তপঃপ্রভাবে নির্ভর করিয়া বলিতেছি, তুমি যেমন শূদ্রোপম অন্ত্যজের ন্যায় কার্য্য করিয়াছ, তোমাকে শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। আমি কর্ম্মের ফলভোগ বিষয়ে অদ্য হইতে লোকে এই নিয়মসংস্থাপন করিতেছি যে, যাবৎ চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স অতিক্রান্ত না হয়, তাবৎ পাপকর্ম্মের সাধনেও দণ্ড নাই। তবে চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রম অতিক্রান্ত হইলে, জীবকে আচরিত পাপের ফলভোগ করিতে হইবে।

অসীম তপঃপ্রভাব মহাত্মা অণী মাণ্ডব্যের অভিশাপে ধর্ম্মরাজকে বিদুররূপে শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সংসারে তিনি কি ধর্ম্মসম্বন্ধে কি অর্থবিষয়ে কুশল, ক্রোধ-লোভ-বিবর্জ্জিত, শমগুণান্বিত পরিণামদর্শী ও কুরু-বংশের হিতসাধনে নিয়ত রত ছিলেন। সে যাহাই হউক, অণী মাণ্ডব্যের নিয়মে আচতুর্দ্দশকৃত পাপ হইতে জীবের মুক্তি ব্যবস্থা যে, বিশ্বের একটী পরমহিতকরী নীতি, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সংশয়োচ্ছেদ।

গোকুলানন্দবর্দ্ধন নন্দনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পুরুষ প্রকৃতির অন্তথাখ্যাপন সম্বন্ধে ব্যবহারিক উপদেশে যে, গোপকামিনীকূলের সংশয়োচ্ছেদ হইয়াছে, তাহা সাংখ্যযোগের যে, একটী প্রকৃষ্টসোপান, তাহা বলিলেও, অত্যুক্তি হয় না। নির্লিপ্তাত্মা রসকুশল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরমারাধ্যা প্রকৃতি শ্রীমতী রাধার সহিত রাস-বিহারের কথায় অনেকে কুটিল কটাক্ষবিক্ষেপ করিয়া থাকেন; কিন্তু তাহার প্রকৃত তত্ত্বের অধিগমনে অধিকারী নহেন বলিয়াই এইরূপ! তত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণের জ্ঞাননেত্রে ভগবল্লীলার অন্তর্হিত যোগতত্ত্বের বাহ্যবিকাশ। এইরূপে লোকে পাত্রাপাত্রভেদে ভগবল্লীলায় বিবিধরূপ তত্ত্বা-তত্ত্বের ধারণা করিলেও, প্রত্যক্ষভাবে যোগতত্ত্বের-শিক্ষা দিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে লীলার অবতারণ করিয়াছিলেন, তাঁহার বিষয়ে চিন্তা করিলে, মহত্ত্ব স্বতই উপলব্ধ হয়।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণ সঙ্গে বিবিধ রসরঙ্গে বিহার করিতেন বলিয়া, কোন কেন গোপীর মনে অহঙ্কারের উদ্রেক হইল;—কৃষ্ণপ্রেমের অধিকারিণী হইয়াছি—কৃষ্ণ আমাদিগের প্রেমে আসক্ত হইয়া আবদ্ধ হইয়াছেন,—এইরূপ চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে গর্ব্বেরও সঞ্চার হইয়াছিল। তাঁহারা স্থির করি-লেন, শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগের সঙ্গে সর্ব্বদা সঙ্গীতরসরঙ্গে বিভোর

এই কথা শুনিয়া মহর্ষি অণী মাণ্ডব্য ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন; তাঁহাকে তিরস্কারপূর্ব্বক কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! আমি বাল্যকালে অজ্ঞানতঃ বা চাপল্যবশতঃ যে অল্প অপরাধ করিয়াছি, তাহাতে তুমি ঈদৃশ গুরুতর দণ্ডবিধান করিয়াছ; একারণ তুমি বড়ই নীচতা প্রকাশ করিয়াছ। এক্ষণে সামান্যতঃ জগদ্ধিতেচ্ছায় আমি স্বীয় তপঃপ্রভাবে নির্ভর করিয়া বলিতেছি, তুমি যেমন শূদ্রোপম অন্ত্যজের ন্যায় কার্য্য করিয়াছ, তোমাকে শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। আমি কর্ম্মের ফলভোগ বিষয়ে অদ্য হইতে লোকে এই নিয়মসংস্থাপন করিতেছি যে, যাবৎ চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স অতিক্রান্ত না হয়, তাবৎ পাপকর্ম্মের সাধনেও দণ্ড নাই। তবে চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রম অতিক্রান্ত হইলে, জীবকে আচরিত পাপের ফলভোগ করিতে হইবে।

অসীম তপঃপ্রভাব মহাত্মা অণী মাণ্ডব্যের অভিশাপে ধর্ম্মরাজকে বিদুররূপে শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সংসারে তিনি কি ধর্ম্মসম্বন্ধে কি অর্থবিষয়ে কুশল, ক্রোধ-লোভ-বিবর্জ্জিত, শমগুণান্বিত পরিণামদর্শী ও কুরু-বংশের হিতসাধনে নিয়ত রত ছিলেন। সে যাহাই হউক, অণী মাণ্ডব্যের নিয়মে আচতুর্দ্দশকৃত পাপ হইতে জীবের মুক্তি ব্যবস্থা যে, বিশ্বের একটী পরমহিতকরী নীতি, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সংশয়োচ্ছেদ।

গোকুলানন্দবর্দ্ধন নন্দনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পুরুষ প্রকৃতির অন্তথাখ্যাপন সম্বন্ধে ব্যবহারিক উপদেশে যে, গোপকামিনীকূলের সংশয়োচ্ছেদ হইয়াছে, তাহা সখ্যযোগের যে, একটী প্রকৃষ্টসোপান, তাহা বলিলেও, অত্যুক্তি হয় না। নির্লিপ্তাত্মা রসকুশল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরমারাধ্যা প্রকৃতি শ্রীমতী রাধার সহিত রাস-বিহারের কথায় অনেকে কুটিল কটাক্ষবিক্ষেপ করিয়া থাকেন; কিন্তু তাহার প্রকৃত তত্ত্বের অধিগমনে অধিকারী নহেন বলিয়াই এইরূপ! তত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণের জ্ঞাননেত্রে ভগবল্লীলার অন্তর্হিত যোগতত্ত্বের বাহ্যবিকাশ। এইরূপে লোকে পাত্রাপাত্রভেদে ভগবল্লীলায় বিবিধরূপ তত্ত্বা-তত্ত্বের ধারণা করিলেও, প্রত্যক্ষভাবে যোগতত্ত্বের-শিক্ষা দিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে লীলার অবতারণ করিয়াছিলেন, তাঁহার বিষয়ে চিন্তা করিলে, মহত্ত্ব স্বতই উপলব্ধ হয়।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণ সঙ্গে বিবিধ রসরঙ্গে বিহার করিতেন বলিয়া, কোন কোন গোপীর মনে অহঙ্কারের উদ্রেক হইল;—কৃষ্ণপ্রেমের অধিকারিণী হইয়াছি—কৃষ্ণ আমাদিগের প্রেমে আসক্ত হইয়া আবদ্ধ হইয়াছেন,—এইরূপ চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে গর্ব্বেরও সঞ্চার হইয়াছিল। তাঁহারা স্থির করি-লেন, শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগের সঙ্গে সর্ব্বদা সঙ্গীতরসরঙ্গে বিভোর

থাকিতে একান্ত অনুরক্ত; তাই আমাদিগের সহ বিহারও তিনি ভালবাসেন; সুতরাং কৃষ্ণ আমাদিগেরই করতলগত। আমরা তাঁহাকে হস্তামলকবৎ যেরূপে নাচাইতেছি, তিনি সেইরূপেই নাচিতেছেন; কেবল আমাদিগের প্রেমে বিহ্বল বলিয়া। এইরূপ ধারণার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের মনে যে, স্বগৌরবের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহাতে অহংত্ব মমত্ব জ্ঞানেরও উদ্রেক হইতে লাগিল। অন্তর্যামী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন; অমনই বিমল নিঃস্বার্থ প্রেমের শিক্ষা দিবার জন্য,—অহংত্ব-মমত্ব-জ্ঞানত্যাগ করিয়া অভেদ ভাবে প্রেমাচরণের উপদেশ করিবার জন্য,—কার্য্যতঃ উপদেশ করিতে ইচ্ছুক হইলেন।

একদা প্রসন্না রজনীতে যমুনাপুলিনস্থ কান্তারে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপী মনোমোহন বংশীনিনাদ করিতে লাগিলেন; বংশীনিঃসৃত সঙ্গীততরঙ্গে গোপীদিগের মন উন্মত্ত হইয়া উঠিল,—আর তাঁহারা স্থির থাকিতে পারিলেন না। বংশীস্বর লক্ষ্য করিয়া সেই শোভন কান্তরে উপনীত হইলেন। তথায় শ্রীকৃষ্ট গোপীগণকে সাগ্রহে উপস্থিত দেখিয়া, তাঁহাদিগকে বিবিধ প্রকার রসরঙ্গে মুগ্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গোপীগণ সেই মনোরঞ্জন ভগবানের প্রত্যেক অনুষ্ঠানে নবীনত্বের পরিচয় পাইয়া, একেবারে বিমোহিতা হইয়া, তদাসক্তচিত্ততারবশে কেলিপর রহিলেন। ক্রমেই রঙ্গরসের স্রোত অবিরামগতিতে বহিতে লাগিল। গোপীগণের মনে সেই কৃষ্ণপ্রেমজনিত গর্ব্বের পুনরুদ্রেক হওয়ায়, আবার তাঁহারা কৃষ্ণকে তাঁহাদের প্রতি একান্ত

আসক্ত বলিয়া মনে করিয়া, তাঁহাকে ইচ্ছামত পরিচালিত করিতেছেন, বোধ করিতে লাগিলেন। সূক্ষ্মদর্শী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিতে তাহা সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইল; আরও তিনি যোগনেত্রে দেখিলেন, যমুনার অপর পারে মহর্ষি দুর্ব্বাসাঃ উপস্থিত হইয়াছেন; তিনি এখন পর্য্যন্তও উপবাসী! সুতরাং গোপীগণের চক্ষে নিঃসঙ্গতার পরিচয় প্রত্যক্ষ করান মন্দ নহে। তিনি অমনই সেই রসতরঙ্গের স্রোত হইতে পৃথক্ হইলেন; অমনই স্থিরভাবে যেন অন্য কোন এক বিষয়ের চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই রসবিভোর শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে রসভঙ্গ হইল কেন—তিনি এমন আমোদের সময় বিচলিত হইলেন কেন—এই ভাবিয়া, গোপীগণ অত্যন্ত বিমর্ষাকুল হইলেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে এইরূপ রসবিরতির উদ্রেক হইল কেন—কেন তিনি হঠাৎ এরূপ উদ্বিগ্নমনাঃ হইলেন,—তাহার কারণনির্ণয় করিবার জন্য গোপীগণ নিরন্তর প্রশ্ন করিতে লাগিলেন! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রথম বিবিধ কৈতব বাক্যের প্রয়োগ করিয়া, প্রকৃতের অপলাপে গোপীগণের হৃদয় পরীক্ষা করিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু গোপীগণ তাঁহার সেই কৈতববাক্যের উপলব্ধি করায়, তাহাতে ভুলিলেন না;—চিরসহবাসে তাঁহার সেইরূপ বাক্যবিন্যাস-চাতুর্য্য বুঝিতে পারিলেন। শেষে তিনি বাক্‌চাতুর্য্যের ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "দেখ, যমুনার অপর পারে মহর্ষি দুর্ব্বাসাঃ অবস্থান করিতেছেন; তাঁহার ভোজনাদি এপর্য্যন্ত সম্পন্ন হয় নাই; —তাই তাঁহার অনশনে আমার মনে সাতিশয় কষ্ট হই-

তেছে। এক্ষণে কিরূপে তাহার সৎকার করি, এই চিন্তা-তেই আমাকে অস্থির হইতে হইয়াছে।”

গোপীগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উদ্বেগের কারণ জানিতে পারিয়া, অত্যন্ত বিষাদবেশে অসহ্য ক্লেশ বোধ করিতে লাগিলেন; তাঁহারা পরস্পরে তর্ক বিতর্ক করিয়া, কিরূপে মহর্ষি দুর্ব্বাসার সৎকার করিবেন, স্থির করিতে না পারিয়া বলিলেন, “হাঁ হে রাখালরাজ! এ তোমার কেমন কথা; যমুনার অপর পারে মহর্ষি দুর্ব্বাসাঃ যে আসিয়াছেন, তাহাই বা তুমি জানিলে কেমন করিয়া? আর তাই যদি তিনি আসিয়া থাকেন, তাহা হইলেও, কেমন করিয়া, তাঁহার সৎকার করিব?—এই রাত্রিকাল, যমুনায় নৌকা নাই; অপরপারে যাওয়া দুরূহ; দ্রব্যাদি থাকিলেও, তাঁহার সৎকার করিবার উপায় কি?”

ভগবান্ যোগগুরু শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, “যদ্যপি তোমরা তাঁহার সৎকার সন্তর্পণে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে, সম্পা-দনের কোনরূপ অন্তরায় বা বাধাবিঘ্ন দেখা যায় না। ইচ্ছা থাকিলে, যমুনার পারে গমন অতীব সুসাধ্য!”

তখন গোপীগণ বলিলেন, “আমাদিগের স্ত্রীবুদ্ধিতে তোমার কথার তাৎপর্য্য বোধ হইল না! ইচ্ছায় কি যমুনার পারে যাওয়া যায়? দ্রব্য লইয়া সন্তরণে পারগমনও, সম্ভবপর নহে। যদ্যপি তুমি পারের উপায় করিয়া দিতে পার, তাহা হইলে, আমরা তাঁহার সৎকার করিতে পারি।”

তখন পরমগুরু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, “বুঝিলে না; ইচ্ছায় ঊর্দ্ধরেতাঃ পুরুষের যখন সন্তানজন্ম সম্ভবপর, তখন ইচ্ছায় যমুনা পারে যাওয়াই অসম্ভব কেমন করিয়া?”

ভগবদ্বাক্য অভ্রান্ত সত্য; যখন তারকাসুর ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতির আরাধনায় স্বাভীষ্ট বরলাভ করেন, তখন তিনি ত্রিলোকবাসীদিগের প্রত্যেকের ও তাহার বংশধরদিগের হস্তে মরিবেন না, এই বরগ্রহণ করেন; কিন্তু দেবদেব মহাদেব ঊর্দ্ধরেতাঃ বলিয়া, তাঁহার নাম করেন নাই। পরে সেই দেবদেব মহাদেবের ঔরসপুত্র কুমারের জন্মরহস্যে ঊর্দ্ধরেতার পুত্রোৎপত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ ঈশ্বরের রাজ্যে কিছুই অসম্ভব নহে। গোপীগণ সেই ভগবদ্বাক্যে বিশ্বাস করিয়া, গৃহ হইতে দুগ্ধ, দধি, নবনীত প্রভৃতি অমৃতোপম খাদ্য লইয়া, ভগবৎসমীপে উপনীত হইলেন; এবং সাগ্রহে যমুনা-পার-গমনের উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন।

তখন পরমযোগী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "দেখ গোপীবৃন্দ! তোমরা যমুনার নিকট গিয়া বল, 'হে যমুনে! যদি কৃষ্ণ আমাদিগের সহিত রমণ করিয়া থাকেন, তবে তুমি যেমন বহিয়া যাইতেছ, বহিয়া যাও; নতুবা দ্বিধা হইয়া স্থান দাও, আমরা পরপারে গমন করি।'—এই বলিলেই যমুনা দ্বিধা হইয়া পথ দিবে; তোমরাও পরপারে উপনীত হইতে পারিবে!"

ভগবানের এই কথা শুনিয়া, সকলেই বিস্মিত হইলেন; এবং বলিলেন, "বেশ নটরাজ! তোমার লীলা বুঝা ভার! এতাবৎকাল তুমি আমাদিগের সহিত কত প্রকারে রমমাণ ছিলে, এখন আবার একি কথা!—ইহাতে যমুনার দ্বিধা হইবার কোনই কারণ আছে বলিয়া, বোধ হয় না।"

তখন যতিপ্রবর ভগবান্ বলিলেন, "যাও, গিয়া দেখ, প্রবাহিতা যমুনা দ্বিধা হয় কি না! পরীক্ষা ত হাতে হাতে! প্রথম হইতেই অবিশ্বাস করিলে, চলিবে কেন?"

এই কথায় আর আপত্তি না করিয়া, সকলেই খাদ্য দ্রব্যাদি লইয়া যমুনাতীরে গিয়া, ভগবৎকথিতানুরূপ বলিলেন। যমুনা দ্বিধা হইল; গোপীগণ পরপারে গমন করিলেন। তথায় গিয়া দেখেন, মহর্ষি দুর্ব্বাসাঃ সত্য সত্যই তথায় উপবিষ্ট আছেন। গোপীগণ তাঁহার নিকট গিয়া বলিলেন, "প্রভো! আমরা আপনার জন্য, কিঞ্চিৎ খাদ্যাদি আনয়ন করিয়াছি; তাহার ভক্ষণ করিয়া, আমাদিগের আশার পূরণ করুন।" মহর্ষি দুর্ব্বাসাঃ সেই গোপাঙ্গনাগণের সবিনয় প্রার্থনা শুনিয়া কহিলেন, "বৎসাগণ! তোমরা যে, যাহার আনয়ন করিয়াছ, আমার মুখবিবরে তাহা ঢালিয়া দাও; তোমাদের আশার পূরণ হইবে।"

তখন গোপাঙ্গনাগণ স্ব স্ব আনীত খাদ্যাদি মহর্ষি দুর্ব্বাসার মুখবিবরে প্রদান করিতে লাগিলেন; সমস্তই মহর্ষির গলাধঃকৃত হইল। অন্নদারূপা গোপীগণ, দুর্ব্বাসার তর্পণসাধন করিয়া, ব্যস্ততাসহকারে মহর্ষিসমীপে বলিলেন, "প্রভো! আমরা কুলস্ত্রী; এই ঘোরা রজনীতে কেবল আপনার সৎকার জন্য, যমুনার পরপারে উপনীত হইয়াছি; এক্ষণে কিরূপে পুনর্ব্বার স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তনে সমর্থা হইব,—ইহারই জন্য আমাদিগের উদ্বেগ হইতেছে।" কুলস্ত্রীগণ, রজনীযোগে যমুনার পরপারে গমন করিয়া যে, কলঙ্কের ভয়ে শঙ্কিত হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

গোপাঙ্গনাগণের কথা শুনিয়া, মহর্ষি দুর্ব্বাসাঃ তাঁহাদিগকে শঙ্কাতঙ্কিতচিত্তা বলিয়া মনে করিয়া বলিলেন, "শুভাগণ! তোমরা আমার এস্থানে অবস্থানের সংবাদ পাইলে কোথায়—এবং আসিলেই বা কিরূপে? তৎ-প্রত্যুত্তরে গোপাঙ্গনারা বলিলেন, "দেব! কৃষ্ণ আমাদিগকে আপনার কথা বলিয়া বলেন, 'দেখ, গোপীগণ! তোমরা যমুনার নিকট গিয়া বল, হে যমুনে! যদি কৃষ্ণ আমাদিগের সহিত রমণ করিয়া থাকেন, তবে তুমি যেমন বহিয়া যাইতেছ, বহিয়া যাও; নতুবা দ্বিধা হইয়া স্থান দাও; আমরা পরপারে গমন করি।'—এই কথা বলিলেই যমুনা দ্বিধা হইল; আমরা এ পারে আসিয়া আপনার সন্তোষবিধানে ব্রতী হইতে পারিলাম; এক্ষণে গৃহপ্রত্যাগমনের উপায় করি কি?"

তখন মহর্ষি দুর্ব্বাসাঃ বলিলেন, "হে সুভগাগণ! তোমরা এখন যমুনার নিকট গিয়া বল, যে, 'দুর্ব্বাসাঃ যদি আমাদিগের আহৃত দ্রব্যাদি খাইয়া থাকেন, তবে হে যমুনে! তুমি যেমন বহিয়া যাইতেছ, বহিয়া যাও; নতুবা দ্বিধা হও, আমরা পরপারে গমন করি'।"

গোপাঙ্গনারা মনে মনে সাতিশয় বিস্মিতা ও কথঞ্চিৎ বিহ্বলা হইলেও, পূর্ব্ববৎ বিশ্বাসে যমুনার নিকট আসিয়া, বলিলেন; "মহর্ষি দুর্ব্বাসাঃ আমাদিগের অহৃত দ্রব্যাদির যদি ভক্ষণ করিয়া থাকেন, তবে হে যমুনে! তুমি যেমন বহিয়া যাইতেছ বহিয়া যাও; নতুবা দ্বিধা হও, আমরা পরপারে গমন করি।"—গোপীগণের প্রার্থনানুসারে এবং

অভ্রান্তবাক্ মহর্ষি দুর্ব্বাসার কথার সত্য স্থির রাখিবার জন্য, যমুনাও পূর্ব্ববৎ দ্বিধা হইল! গোপাঙ্গনারাও পূর্ব্ববৎ যমুনা পার হইয়া, বৃন্দাবনে উপনীত হইলেন।—ইহাতেও তখন গোপাঙ্গনাদিগের মোহের ঘোর ঘুচিল না।

তাঁহারা বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন করিয়া, পরমতত্ত্বদর্শী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট নিবেদন করিলেন, "হে কুহকিবর! তোমাদের এই বিষম কুহেলিকার অন্তস্তত্ত্বের যথার্থ স্বরূপ জানা নিতান্তই দুরূহ; কিন্তু অদ্য যাহা দেখিলাম, তাহাতে মনে বিবিধ সংশয়ের উদ্ভব হইতেছে; কিসে সে ভ্রমের নিরাস হইবে?"

তখন পরমযতীন্দ্র ভগবান্ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "হে গোপাঙ্গনাগণ! তোমাদিগকে প্রকৃত প্রেমশিক্ষা দিবার জন্যই অদ্য এই প্রহেলিকার সৃষ্টি। প্রকৃত প্রেম স্থূলদেহে সম্বন্ধ নহে;—যেমন স্থূলদেহের ভেদে লোকে সুরূপ কুরূপ হয় বটে, আত্মপুরুষের রূপপার্থক্য নাই, সমস্তই এক অভেদ,—তেমনই স্থূলদেহে অহংত্ব মমত্ব তবত্ব জ্ঞানে ভেদাভেদ দেখা যায়; সূক্ষ্মভাবে আত্মায় তাহার কিছুই নাই। প্রকৃত প্রেমে স্থূল ছাড়িয়া সূক্ষ্ম ধরিতে হয়। যাঁহারা আত্মদর্শী, তাঁহাদের কাছে ভ্রমণ ভক্ষণ রমণ সমস্তই স্থূলদেহের কর্ম্ম;—তাহার সহিত আত্মার কোন সম্বন্ধ নাই! স্থূলদেহপর জীব কখনই বিমলপ্রেমের অধিকারী হইতে পারে না; প্রেমে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ চাই;—আত্মা দিয়া আত্মহারা হইয়া, অভেদ জ্ঞানের অধিকারী হওয়া চাই! তাহা না হইলে, জীবের প্রেম নিঃস্বার্থ হইতে পারে না! স্বার্থ

থাকিলেই পরার্থের অপলাপের উপরে ঔদাসীন্য থাকে না,—সুতরাং ভেদজ্ঞান ঘুচে না! প্রকৃত তত্ত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দর্শাইয়া, প্রেমশিক্ষার জন্য যে, প্রহেলিকার সৃষ্টি করা গিয়াছিল, এখন বোধ হয়, সকলেই তাহার সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছ!" পরমপবিত্রচরিত গোপাঙ্গনাগণ যে, মনে মনে কৃষ্ণকে আসক্ত স্থির করিয়া গর্ব্বিতা হইয়াছিলেন, এখন উহাদের গর্ব্ব খর্ব্ব হইল, গৌরব গলিয়া গেল; তাঁহারা মহৎ তত্ত্বের উপলব্ধি করিয়া, মুগ্ধচিত্তে চিত্রার্পিতের ন্যায় স্থিরা রহিলেন।

পরে বিশ্বমায়াপ্রসবিতা ভগবানের মায়ায় তাঁহারা প্রহেলিকাময় সংসারের তত্ত্ব জানিয়াও, আবার পূর্ব্ববৎ কি এক আসক্তিপাশে বদ্ধা হইলেন। আবার সংসারের মায়ায় গৃহে ফিরিয়া গিয়া, কথঞ্চিৎ নির্লিপ্তভাবে গার্হস্থ্যধর্ম্মপালন করিতে লাগিলেন।

অতি প্রাচীনকালে দর্শনশাস্ত্রের প্রথমপ্রবর্ত্তক ভগবান্ কপিল, স্বপ্রণীত সাঙ্খ্যদর্শনে যোগের উপদেশ করিতে করিতে বলিয়াছেন, যে পুরুষ প্রকৃতির যোগে জগতের উৎপত্তি, তাঁহাদের বিয়োগে জগতের বিলয়—তাঁহাদের মধ্যে যথার্থ অন্যথাখ্যাপনে সমর্থ হইলে,—অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতি হইতে পৃথক্ বুঝিতে সমর্থ হইলে, জীব জীবন্মুক্ত হইতে পারে। তাহা হইলেই বুঝিতে সমর্থ হয়, পুরুষ নিষ্ক্রিয় অথচ অচেতন,—প্রকৃতি সক্রিয়া অথচ সচেতনা; এতদুভয়ে অন্ধ খঞ্জের ন্যায় যোগে জাগতিক যাবতীয় কার্য্যের সাধন করিতেছেন। এই নিত্য সত্যমূলক তত্ত্বের অধিগমনে সমর্থ

হইলেই, জীব প্রাকৃতিক স্থূলদেহের সহিত নিষ্ক্রিয় পুরুষের সম্বন্ধ থাকিতে পারে না, এই অভ্রান্ত সত্যের উপলব্ধি করিতে আর অন্তরায় থাকে না।

জীব প্রকৃতিপুরুষের অন্যথাখ্যাপনে সমর্থ হইলে, জীবের দৈহিক কষ্ট আত্মায় উপনীত হইতে পারে না,—তখন তাঁহার বিমল প্রমাণের প্রশস্ত আশ্রয়। তিনি এই রোগ-শোক-পরিতাপসঙ্কুল সংসারের মধ্যে সদানন্দ পুরুষ! কোনরূপ অভাবই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না।

নির্লিপ্তাত্মা মহারাজ শিবির নিকট কপোতরূপী ধর্ম্ম আশ্রয়-গ্রহণ করিলে, তাহার পশ্চাদনুসারী শ্যেনরূপী অগ্নি মহারাজ-সমীপে উপনীত হইয়া, তাহার লক্ষ্যীভূত সেই কপোত প্রার্থনা করিলে, মহারাজ সেই আশ্রিত কপোত প্রত্যর্পণ করিতে অসম্মত হইয়া, স্বীয় গাত্র হইতে কপোতপরিমিত মাংসদানে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্যেনপক্ষী মহারাজের প্রস্তাবে সম্মত হইলে, মহারাজ একটী প্রশস্ত তুলাদণ্ডের একপার্শ্বে সেই কপোত রক্ষা করিয়া, অপর পার্শ্বে স্বীয় গাত্র হইতে সানন্দে মাংসকর্ত্তন করিয়া দিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে সেই কপোতের আয়তনের বহুগুণ মাংস দিয়াও, তাহার তুলনায় সমান না হওয়ায়, মহারাজ কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হন নাই। আত্মরূপী পুরুষের সহিত প্রকৃতির বা প্রাকৃতিক দেহের সংসক্তি না থাকায়, দেহের ক্ষতিতে আত্মার বিচলিত হইবার কোন কারণ নাই বলিয়াই, পুরুষপ্রকৃতির অন্যথাখ্যাপনে সমর্থ জীবন্মুক্ত মহারাজ শিবি সানন্দে স্বীয় মাংসদানে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তুলসীর উৎপত্তি।

পুরাকালে স্বর্লোকে জলন্ধর নামে এক ধর্ম্মপরায়ণ দেব ছিলেন; বৃন্দানামে তাঁহার পতিব্রতা স্ত্রী ছিল; বৃন্দার সেবা শুশ্রুষায় ঐকান্তিক যত্নে জলন্ধর একেবারে মুগ্ধ হইয়াছিলেন; অপরতঃ জলন্ধরদেব সাতিশয় সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন; তিনি প্রত্যহ সঙ্গীতশাস্ত্রপ্রসবিতা ভগবান্ ভূতনাথের নিকট মধুর সঙ্গীতালাপশ্রবণার্থক সাগ্রহে কৈলাসে গমন করিতেন; সঙ্গীত শ্রবণলালসার পরিতৃপ্তি হইলে, স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিতেন; তাঁহার পত্নী বৃন্দা এদিকে তাঁহার ভোজনার্থক বহুবিধ খাদ্য প্রস্তুত করিয়া, আগমনপ্রতীক্ষা করিতেন;—তাঁহার ভোজনাদির সমাপন না হইলে, তিনি কোন কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করিতেন না।

একদিন জলন্ধর দেব সঙ্গীতস্রষ্ঠা দেবদেব মহাদেবের সঙ্গীতালাপনে মুগ্ধ হইয়া, কৈলাসেই সমস্ত দিন অতিবাহিত করিলেন। জলন্ধরপত্নী বৃন্দা পতির আগমমপথ-প্রতীক্ষায় দ্বারের অভিমুখে দৃষ্টি সংলগ্ন রাখিয়া সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন হইতে লাগিলেন; সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল, পতির ভোজন হইল না,—কোথায় গিয়া কি প্রকারে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন,—কিরূপে অন্ন দ্বারা তাঁহার তৃপ্তিসাধন করিতে পারিব—ইত্যাদি নানাবিধ চিন্তায় অবসন্না হইয়া পড়িলেন। বহু-

চিন্তায় কোনরূপ উপায় স্থির করিতে না পারিয়া, শেষে মনে করিলেন, প্রবচন প্রসিদ্ধ আছে—'সর্ব্বদেবময়ো বিষ্ণুঃ' ;—তবে বিষ্ণুর তৃপ্তিসাধন করিলেই, পতি আমার তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবেন; সুতরাং এই সমস্ত প্রস্তুত অন্ন লইয়া, সত্বর গিয়া, বিষ্ণুর তৃপ্তিসাধন করি। এইরূপ স্থির করিয়া পতিব্রতা বৃন্দা বিবিধ পক্ক অন্ন ব্যঞ্জনাদি লইয়া, বৈকুণ্ঠাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বৈকুণ্ঠপতি ভগবান্ বিষ্ণু জলন্ধরপত্নী বৃন্দার রূপলাবণ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন; তিনি তাঁহার কার্য্যে ঐকান্তিকী ভক্তি দেখিয়া, স্বীয় সখীবোধে তৎপ্রতি প্রসন্ন হইলেন; ক্রমশই তাঁহার মোহের ঘোর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দেবগণ ভগবান্ বিষ্ণুর মোহনিবারণার্থক দেবদেব মহাদেবের শরণ লইলেন। তাঁহার সমীপে দেবগণ উপনীত হইল; জলন্ধর দেব তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। দেবগণ তখন পূর্ব্বোক্ত সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া, শান্তিবিধানের উপায় নির্দ্দেশ করিতে বলিলেন। মহাদেব তাঁহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "দেবগণ! তোমরা মায়ার আরাধনা কর; মায়াই তোমাদিগের অভীষ্টসাধন করিবেন।" পরে মহাদেবের আদেশমতে দেবগণ পরমা প্রকৃতি মায়ার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন! পরমা মায়া তাঁহাদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "হে দেবগণ! আমি রজঃ সত্ত্ব ও তমোগুণাশ্রয় যথাক্রমে গৌরী লক্ষ্মী স্বধারূপে অবস্থান করি। তাঁহারাই তোমাদের অভীষ্ট কার্য্যের বিধান করিবেন!" দেবগণ, তাঁহাদিগের নিকট গমন করিয়া যথাবিহিত অর্চ্চনা করিলে, সকলেই স্ব স্ব বীজমন্ত্র

দান করিলেন; এবং তাহার বিষ্ণুসামীপ্যে প্রয়োগ করিতে আদেশ করিলেন। দেবগণ তথা হইতে অভীষ্ট-সাধনার্থক বিষ্ণুলোকে গমন করিলেন।

এদিকে দিবাবসানে সঙ্গীতশুশ্রূষার পরিতৃপ্তির পর জলন্ধরদেব স্বগৃহে উপনীত হইলেন; দেখিলেন, গৃহে গৃহিণী বৃন্দা নাই। বৃন্দাকে না দেখিয়া তিনি বিচলিত হইলেন;—তৎপরে গৃহানুসন্ধানে তাঁহার ভোজনার্থক অন্নব্যঞ্জনাদি কিছুই দেখিতে পাইলেন না; তাহাতে আরও চিন্তিত হইলেন। পরিশেষে অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া জানিলেন, তাঁহার পত্নী বৃন্দা তাঁহার জন্য প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জনাদি লইয়া কোথায় গমন করিয়াছেন। শুনিয়াই জলন্ধর দেবের মনে ভয়ানক ক্রোধের উদ্রেক হইল; তিনি অভ্রান্তচিত্ত দেবলোক-বাসী আমোঘবীর্য্য হইলেও, মায়াপ্রভাবে মুগ্ধ হইয়া স্বীয়া পতিব্রতা পত্নী বৃন্দাকে ভোগরতা অভিসারিকাবৎ বিবেচনা করিয়া, কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিলেন না। তাহাতেই যেন তাঁহার মনে কি এক বিকৃতভাবের উদ্রেক হইল। ক্ষণ-কাল পরে তিনি বলিলেন, "বৃন্দে! তুমি ভোগলালসায় এতই আসক্তা যে, আমার আহার হয় নাই বলিয়া বিচলিত হইয়া, অভিসারে প্রবৃত্ত হইয়াছ! আহারে যখন তোমার ঈদৃশী প্রসক্তি, তখন তোমার অন্নগতপ্রাণ নরলোকে জন্ম-গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ।"

এদিকে দেবগণ মায়াসাধনে যে বীজত্রয় পাইয়াছিলেন, তাহার প্রয়োগে বিষ্ণুমোহের ধ্বংস করায় তাহা তিনটী বৃক্ষরূপে পরিণত হইল। তৎকালে ভগবান্ বিষ্ণু দেখিলেন,

বৃন্দা পতিকর্ত্তৃক অভিশপ্তা হইয়া, মর্ত্ত্যলোকে যাইতেছেন; তখন তিনি বলিলেন, "হে ভাবিনি! আমিও শীঘ্র নরলোকে অবতীর্ণ হইয়া, তোমার সহিত ক্রীড়া করিব।

পরে ভগবান্ বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণরূপে গোকুলে অবতীর্ণ হইলে, বৃন্দা গোপী হইয়া, গোকুলে অবতীর্ণা হন; তথায় গোপী বৃন্দা শ্রীকৃষ্ণের পরমা প্রিয়া সখী ছিলেন। পরমা প্রকৃতি রাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের যোগলীলা-রহস্য অতীব সুমধুর; নির্লিপ্তাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাধার নিকট ছলে যে প্রেমশিক্ষা করেন, সেই নিঃস্বার্থ প্রেমের অন্তর্নিহিত যোগ-রহস্যের পরিচয়ে যে, রাধায় পরমারাধ্যা শক্তির বিকাশ—শ্রীকৃষ্ণে সেই তত্ত্বের যে, সম্প্রকাশ উপলব্ধ হয়; সেই রাধার মনে শ্রীকৃষ্ণের নিঃস্বার্থ প্রেমে সন্দেহ হয়! হওয়াতেও বৈচিত্র্য নাই!—সন্দেহ যে, প্রকৃতিরই কার্য্য। মহাপ্রকৃতিতে তাহার অভাব হইবে কেন? তাই পরামায়া প্রকৃতি রাধা সন্দেহবশে বিচলিতা।

একদা গোপী বৃন্দার সহিত ক্রীড়াপর শ্রীকৃষ্ণকে একান্ত রমমাণ দেখিয়া, পরমা প্রকৃতি রাধার মনে ক্রোধের উদ্রেক হইল; তিনি বৃন্দাকে এই কেলিব্যাপারের মূলকারণ মনে করিয়া, তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন, "হে বৃন্দে! তুমি যেমন দানব-সুলভ স্বার্থপর প্রেমে শ্রীকৃষ্ণকে আসক্ত করিতে সচেষ্ট হইয়াছ, তেমনই তোমাকে দানবী হইতে হইবে।" নিঃস্বার্থ প্রেমের অযথাপ্রয়োগে যেমন রাধার মনে ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছিল, বৃন্দার মনে তাঁহার প্রেম তেমনই ঘৃণ্য বা উপেক্ষণীয়, —এইরূপ চিন্তার উদ্রেক হওয়ায়, সেইরূপ ক্ষোভের উদ্রেক হইল; শেষে তিনি রাধার অভিশাপে মনে অসহ্য কষ্ট

পাইলেন। পরে নানারূপ খেদ করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ গোবিন্দ তাঁহাকে বলিলেন, "বৃন্দে! তুমি ভারতীয় রাজ-বংশে জন্মগ্রহণ করিবে বটে,—কিন্তু অসুরাংশে। তবে তপঃ-প্রভাবে তুমি আমায় লাভ করিতে সমর্থা হইবে নিশ্চিতই।

ধর্ম্মধ্বজরাজা সস্ত্রীক সন্ততিলাভাশায় ভগবদর্চ্চনা করেন; ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া বরদান করিলে, ধর্ম্মধ্বজমহিষী মাধবী অন্তঃসত্ত্বা হন; ক্রমে দশমাস দশদিন অতীত হইলে, কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় একটী কন্যা প্রসব করেন। সেই কন্যা শুক্লপক্ষীয় চন্দ্রমার ন্যায় দিন দিন যেমন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তাহার সুকুমার দেহলাবণ্যের ততই বিকাশ পাইতে লাগিল। তাৎকালিক নরনারীগণ সেই অতুলনীয়া কুসুম-সুকুমারদেহা কমনীয়া কুমারীকে দেখিয়া, তাহার তুলনা স্থির করিতে পারিলেন না; তাই ইহলোকে তাঁহার নাম রাখিলেন তুলসী। *

বয়োবৃদ্ধির সহিত ধর্ম্মধ্বজকন্যা তুলসীর জ্ঞানের সঞ্চার হইতে লাগিল; শেষে তাঁহার সংসারে বিরাগ হওয়ায়, তপস্যার জন্য, বনে গমন করিতে হয়। তপশ্চর্য্যায় তাঁহার হৃদয়ে ক্রমশই দিব্য ভাবের উদ্রেক হইতে লাগিল। তাঁহার তপোবলের নিকট জগতের সকল তত্ত্বই ক্রমশঃ প্রতিভাত হইতে লাগিল; তিনি তপোবলে একটী মহীয়সী নারী হইলেন।

---

* তুলাং সাদৃশ্যং স্যতি নাশয়তীতি, সর্ব্বোত্তমত্বাদেব সাদৃশ্যা-ভাবাৎ অস্যা নাম তুলসী।

এদিকে কৃষ্ণবিয়োগবিধুরা রাধার সান্ত্বনাজন্য, সুদাম তথায় উপস্থিত হইলে, রাধা তাঁহাকে দেখিয়া, ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে না পারিয়া, আরও শোকে বিহ্বলা হইয়া উঠিলেন; শেষে সুদাম গোপালকে সেইরূপ কাতরতাবৃদ্ধির কারণ বলিয়া মনে করিয়া, তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধা হইলেন ও শাপ-প্রদানে উদ্যতা হইয়া বলিলেন, "দেখ সুদাম! যেমন তোমা-কর্ত্তৃক আমি প্রতারিতা হইয়া, অন্তরে বিষম আঘাত পাই-লাম; তাহাতে তোমাকে মায়াবী দানব বলিয়া বোধ হয়; অতএব তুমি শীঘ্র দানবযোনিতে আবির্ভূত হও।" সুদাম গোপাল এইরূপ অভিশপ্ত হইয়া, দানবযোনিতে শঙ্খচূড়-নামে আবির্ভূত হন। এই শঙ্খচূড়াসুর স্বীয় হীনত্বের উপলব্ধি করিয়া, মহত্ত্বলাভের জন্য, সচেষ্ট হন। শেষে অভীষ্টসিদ্ধির জন্য ব্রহ্মার উপাসনায় প্রবৃত্ত হন; ব্রহ্মা তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, বরপ্রদান করেন, 'যতদিন না তাঁহার পত্নীর সতীত্বনাশ হইবে, ততদিন তিনি সর্ব্বসাধারণের অবধ্য'। প্রাণ রহিল পত্নীর হস্তে!

অনন্তর শঙ্খচূড়াসুর একরূপ অমর হইয়া, সানন্দচিত্তে ধর্ম্মপরায়ণা তুলসীর পাণিগ্রহণ করেন। পরে স্বীয় প্রভাবে সমস্ত দেবতাদিগের অধিকার লোপ করিয়া, স্বপ্রাধান্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন। দেবগণ শঙ্খচূড়াসুরের উৎপাতে অতিমাত্র উৎপীড়িত হইয়াছিলেন; পরিশেষে সমবেত হইয়া, লোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট প্রতিকারার্থক উপনীত হন। ব্রহ্মা দেবগণের মুখে দানবরাজ শঙ্খচূড়ের অত্যাচার-কাহিনী শুনিয়া, কিরূপে তাঁহার অত্যাচার হইতে দেবগণের রক্ষা-

বিধান করিবেন, তাহা স্থির করিতে উদ্বিগ্ন হইলেন। অবশেষে সেই সমাগত দেবগণ-সমভিব্যাহারে লোক-পিতামহ ব্রহ্মা, চৈতন্যময় শিবের নিকট উপনীত হইলেন। দেবদেব মহাদেব সেই সকল ঘটনার বিবরণ শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "চলুন, পরমাত্মস্বরূপ নারায়ণের নিকট গমন করা যাউক; তিনি ইহার উপায় স্থির করিয়া দিবেন।" অনন্তর মহাদেব লোকপিতামহ ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবগণকে সঙ্গে লইয়া বৈকুণ্ঠে নারায়ণসদনে উপনীত হইলেন; এবং নারায়ণের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, সমস্ত বিষয়ের বর্ণনা করিলেন।

সর্ব্বব্যাপী নারায়ণ, দেবগণের নিকট শঙ্খচূড়াসুর-কৃত অত্যাচারবিষয়ক বর্ণনে সবিস্তর পরিচয় পাইয়া, ব্রহ্মার সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "ব্রহ্মন্! মহাদেব শূলগ্রহণ করিয়া শঙ্খচূড়াসুরের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করুন; আমি শঙ্খচূড়রূপ পরিগ্রহ করিয়া, তাহার ভার্য্যা তুলসীতে উপগত হইব; তাহা হইলেই, তাহার স্ত্রীর সতীত্বভঙ্গ হইবে; এবং তাহাতেই তাহার মৃত্যু হইবে। পরে নারায়ণের ব্যবস্থানুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইল। মহাদেব ত্রিশূল করে লইয়া শঙ্খচূড়া-সুরের নিকট উপনীত হইয়া, দেবগণের দুঃখমোচনার্থক—অভাব অভিযোগের নিরাকরণ জন্য—সচেষ্ট হইতে বলিলেন; তাহাতে শঙ্খচূড় উপেক্ষা করিয়া, দেবদেব শঙ্করের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিলেন; শ্লেষবাক্যে বিদ্রূপ করিতে ক্রটী করিলেন না। ইহাতেই তমোগুণের উদ্রেকে দেবদেব মহাদেব অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন; উভয়ে প্রকাশ্য সমরাঙ্গনে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এদিকে নারায়ণ শঙ্খচূড়মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, তুলসীর নিকট উপনীত হইলেন; পরে বিবিধ বাক্যালাপের পর রমণাভিলাষ প্রকাশ করিলে, তুলসী পতির অভিলাষপূরণে প্রবৃত্তা হইলেন; পরে তুলসী নারায়ণের ধৃষ্টতায় ধর্ষিতা হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার সতীত্ব নষ্ট হইয়াছে—ইহা জানিতে পারিয়া, সাতিশয় লজ্জিতা হইলেন। পরে নারায়ণ-কৃত দোষের স্মরণ করিয়া, ক্রোধবশে অভিশাপ প্রদান করিলেন, "ভগবন্! আপনি যেমন পাষাণবৎ নির্দ্দয় ব্যবহারে আমার সতীত্বনাশের সহিত আমার পতির মরণের পথ প্রশস্ত করিলেন, তেমনই আপনাকে পাষাণময় হইতে হইবে; এবং আপনি যেমন ছলনাদ্বারা আমার স্মৃতির লোপ করিয়া, আমাকে মোহিতা, সুতরাং প্রবঞ্চিতা করিয়াছেন, তেমনই আপনার জন্মান্তরে আত্মবিস্মরণ হইবে।"—এইরূপে শাপপ্রদান করিয়া, শেষে আত্মগ্লানির সহিত বিবিধরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন।

ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাকে বিলাপসংবরণ করিতে উপদেশ করিয়া, আশীর্ব্বাদ করিলেন, "হে শঙ্খচূড়মহিষি! তুমি রমাসদৃশী হইয়া আমার সহিত ক্রীড়া করিবে; তোমার এই তনু পবিত্রা গণ্ডকী নদীতে পরিণত হইবে ও কেশসমূহে পবিত্র বৃক্ষের উৎপত্তি হইবে, তাহা তুলসী নামে বিখ্যাত হইবে। তুলসী নারায়ণের বরে কথঞ্চিৎ সন্তুষ্টা হইয়া, সংসারে বিরতা হইলেন। তাঁহার মনে হইল, যে যে স্থূল-শরীরের ক্রিয়াবশে আমার ভর্ত্তার নিধনের কারণ আমাকেই হইতে হইল, সে শরীরের কোন ধর্ম্মেরই প্রতিপালন

করিব না। শেষে তুলসী আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, জগদ্‌ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে গণ্ডকী-তীরে জীবলীলা সাঙ্গ করিলেন। তাঁহার আত্মা পবিত্রা গণ্ডকীর জীবনসহ মিলিত হইয়া, নারায়ণের স্বরূপ শিলা-রূপী শালগ্রামের জন্মস্থান হইল; এবং তাঁহার কেশাদি স্থূলবপুঃ অবিকৃত পড়িয়া রহিল।

একদিন ভগবান্ ভূতভাবন ভবনীপতি ভবানীর সহিত বিচরণ করিতে করিতে যে স্থানে তুলসীর স্থূলবপুঃ পতিত ছিল, তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন; তথায় দেখিলেন, একটী দীপ্তি উজ্জ্বলভাবে বিরাজিতা। ভগবতী গৌরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ দীপ্তি কিসের?"

ভগবান্ দেবদেব মহাদেব বলিলেন, "তু (মৃতাব) লসী (দীপ্তি)!" *

শুভঙ্করী শুভঙ্করের মুখে তুলসীর এইরূপ দীপ্তির কথার আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "জলন্ধর-দেবপত্নী বৃন্দার এইরূপ দীপ্তিময়ী পরিণতিতে তাঁহার সবিশেষ পুণ্যের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। পুণ্যবতীর কেশকলাপে পবিত্র তুলসী বৃক্ষের উদ্ভব হউক।" লোকমাতা গৌরীর আদেশে তথায় তুলসীর উৎপত্তি হইল। তখন নারায়ণাদি দেবগণ তথায় উপনীত হইলেন; এবং নারায়ণ বলিলেন, "এই তুলসী বস্তুতই পতিব্রতা; ইহার যাবতীয়

---

* তকারো মরণং প্রোক্তং তদ্যোগঃ স্যাত্তুকারতঃ।
মৃতা লসতি সত্যেবং তুলসীত্যেব গীয়তে॥

দুর্গতি দ্বারা বিশিষ্টরূপে পরীক্ষাগ্রহণ করা গিয়াছে। ইনি স্বীয় গুণে আমার পরমা প্রীতিপাত্রী হইয়াছেন।” পরে ক্রমশই তুলসীর মাহাত্ম্য দেবগণের মধ্যে প্রচারিত হইতে লাগিল। সমস্ত দেবগণই তথায় আসিয়া উপনীত হইতে লাগিলেন; ক্রমে তুলসীর পবিত্রতার পরিচয় পাইয়া, জলন্ধর-দেব তথায় উপনীত হইয়া স্বকীয়া মৃতা পত্নীর দেহের বিমল জ্যোতির্নিরীক্ষণ করিয়া, মনে মনে যেমন হর্ষান্বিত হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতি অভিশাপাদির প্রয়োগজন্য, তেমনই আত্মগ্লানিভোগ করিতে লাগিলেন। শেষে এই চিন্তার বিপর্য্যয়ে মনোবিরাগ উপস্থিত হওয়ায়, বলিলেন, “প্রভো! আমার উপায় কি হইবে?”

তখন ভগবান্ নারায়ণ বলিলেন, “তুমি বৃন্দার ভর্ত্তা, চিরকালের জন্য, বৃন্দার ধারণে প্রতিশ্রুতি করিয়াছ; সুতরাং তুমি তুলসীপত্রের বৃন্তরূপে পরিণত হইয়া,—ইহার সহিত অবিচ্ছিন্নরূপে অবস্থান করিবে।”

লীলাময় ভগবানের মহতী লীলায় এইরূপে পতিব্রতা বৃন্দার তুলসীরূপে পরিণতি ঘটিয়াছিল। তাই তুলসী পত্রে নারায়ণের অতীব প্রীতি! তুলসী ভিন্ন নারায়ণের পূজা অর্চ্চনা হইতেই পারে না! একাভিমুখিনী ভক্তির যোগে এইরূপই উন্নত ও পবিত্র ফল লাভ হয়।

শ্রীফলোৎপত্তি।

সর্ব্বদা সচ্চিদানন্দময় লোকতারণ ভগবান্ নারায়ণ জ্ঞানরূপা জ্যোতির্ম্ময়ী শ্বেতাঙ্গী সরস্বতীর সহিত বিমলানন্দে মগ্ন থাকেন; নিত্য সত্যময়ী বাণীদেবী যখন বাসুদেবমতের শিব-বদনাশ্রয়ে প্রকাশ করিয়া থাকেন, যখন বাঙ্ময়ীর সত্ত্বা ব্যতীত স্বয়ম্প্রকাশ ভগবজ্জ্ঞানের বিকাশের কিছুতেই সূচনা হইতে পারে না, তখন তিনি জনার্দ্দনের প্রিয়তমা না হইবেন কেন? সপত্নীকে স্বামিসঙ্গতা দেখিলে, সহ্য হইতে কি পারে? তাই অন্যতমা বিষ্ণুবনিতা লক্ষ্মী পতিকে সপত্নীতে অতিমাত্র অনুরক্ত দেখিয়া, সাতিশয় বিচলিতা হইলেন; একবার স্বামিসন্দর্শন ঘটিলেই, ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করা যাইবে, বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিলেন। ভগবান্ সকলেরই অভীষ্টফলদাতা; তাই বাঞ্ছাকল্পতরু বিষ্ণু রমার মনোরমণমানসে তাঁহার নিকট উপনীত হইলেন। ভগবানের সদালাপে লক্ষ্মীর মনে কথঞ্চিৎ-প্রীতির উদ্রেক হইল—মন প্রফুল্ল হইল; কিন্তু অন্তর্নিহিত সাপত্ন্যক্লেশের অন্তর্দ্ধান হইল না। বরং তখনও বাণীদেবীকে ভগবানের কণ্ঠাশ্রিতা দেখিয়া, পূর্ব্বার্জ্জিত ভাববশে বিচলিতা হইলেন; তাই তাঁহার মনেও তমোগুণের আবির্ভাব হইল। চিন্তা করিতে লাগিলেন, বাণী বিষ্ণুর একমাত্র প্রিয়তমা; সপত্নী সরস্বতী ভিন্ন তিনি আর কাহারই প্রতি সবিশেষ

অনুরক্ত নহেন। এইরূপ পূর্ব্বকৃতা ধারণা যে, হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে গ্রথিত হইয়াছিল, তাহার পুনরুদ্রিক্ত হওয়ায়, আর স্থির থাকিতে পারিলেন না।—এইরূপ অসহ্য ক্লেশের উদয়ে, কিন্তু কেহ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না; এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে তাহা কতদূর সত্যমূলক, তদ্বিষয়ে সবিশেষ তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্তিটা একরূপ স্বতঃসিদ্ধা। লক্ষ্মীদেবীর মনেও তাহা কতদূর স্থিরসত্য, তাহা জানিবার জন্য নিরতিশয় ঔৎসুক্য জন্মিল। তিনি কথোপকথনেই প্রসঙ্গক্রমে ভগবান্ বিষ্ণুর শ্রীমুখ হইতে তাঁহার বিশ্বাসের অনুকূলেই হউক, আর প্রতিকূলেই হউক, প্রত্যুত্তরের প্রত্যাশায় প্রশ্ন করিলেন, "নাথ! আপনার কিরূপ ভক্ত বিশিষ্টরূপ অনুরাগের পাত্র? এ অধীনা আপনার শ্রীচরণ-সেবার আশায় নিরন্তর ব্যাকুলা হইলেও, অবকাশ পায় না; আশা করি, আপনার একজন অনুরক্তা—ভক্তশ্রেণীর মধ্যে পরিগণিতা হইতে কি করিলে, সমর্থা হইব, বলিয়া দিবেন!"

লক্ষ্মীদেবীর এইরূপ প্রশ্নের উত্থাপনমাত্রেই ভগবান্ বিষ্ণু দেবী লক্ষ্মীর মনে তমোগুণের উদ্রেক হওয়ায় যে, তিনি এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাহার সবিশেষ উপলব্ধি করিয়া, তমোহরণ-মানসে স্বীয় অপ্রাধান্যখ্যাপনের সঙ্গে সঙ্গে শিবভক্তির পরিচয় দিবার জন্য, বলিলেন, "হে শুভে! আমি স্বীয় ভক্তের প্রতি যতদূর না অনুরক্ত, ত্রিলোকগুরু দেবদেব মহাদেবের ভক্তগণের প্রতি ততদূর অনুরক্ত। যিনি শিবপূজা না করিয়া, কেবল ভক্তিসহকারে আমারই অর্চ্চনা করেন, তিনি কখনই আমার প্রিয়ত্বলাভ করিতে পারেন না। হে

প্রিয়ে! তুমি যে আমার প্রেমপাত্রী হইয়াছ, ইহাও ভগবান্ শঙ্করের পূজার ফলে।"

কথিত আছে, পুরাকালে স্বর্লোকে ধেনুরূপা যে গোলক্ষ্মী ছিলেন, তিনি জগতের হিতার্থক মহীমণ্ডলে অবতীর্ণা হন; যজ্ঞে হরহরির অর্চ্চনায় গোময় গোরোচনা ক্ষীর মূত্র দধি ঘৃত এই ষড়ঙ্গ সিদ্ধিকর পবিত্র গব্যের প্রয়োজন। যজ্ঞস্থলীর গোময় হইতে বিল্ববৃক্ষের উৎপত্তি, তাহাতে যখন ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষ লাভ হয়, তখন লক্ষ্মীরও তাহাতে উদ্ভব হয়। সেই ধেনুর গোময় হইতেই বিল্বের উদ্ভব হইয়াছিল; তাহা হইতেই লক্ষ্মীর জন্ম হয়, পরে লক্ষ্মী মহাদেবের লিঙ্গাত্মিকা মূর্ত্তির উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, আদ্যাশক্তি ভগবতী মহাদেবী উমা স্বীয় পতিকে নিরাকৃতি দেখিয়া, সাতিশয় ক্রুদ্ধা হন; এবং অভিশাপ করেন, "হে অধমে! তুমি সর্ব্বলোকভোগ্যা হও।" তাই লক্ষ্মীকে ধনধান্যরূপা হইয়া, মর্ত্ত্যে আবির্ভূ্তা ও সর্ব্বজীবের ভোগ্যা হইতে হইয়াছে। অভিশপ্তা হইয়া, লক্ষ্মী সেই সর্ব্বলোকপালনী জননী ভবানীর আরাধনায় বিহিত বিধানে প্রবৃত্ত হইলেন; পরে স্তব-চ্ছলে বলিলেন, "হে সর্ব্বলোকেশি! তুমি কি সুর, কি অসুর—সকলেরই একমাত্র নমস্কৃতা—সকলেরই মাতা; বিশেষতঃ অবলা স্ত্রীদিগের রক্ষাকর্ত্রী; আমার রক্ষাবিধান কর মা।" লক্ষ্মী এইরূপে নানামতে ভক্তিপূর্ণান্তরে শাপমোক্ষণার্থক স্তবোপাসনা করিলে, ভগবতী গৌরী তাঁহার শাপমোচনার্থক বরপ্রদান করিলেন; বলিলেন, "ভদ্রে! তুমি এখন ক্ষীরসমুদ্রে গিয়া বাস কর; দেবগণের সমুদ্রমন্থনকালে তুমি গোবৃন্দ

চন্দ্রের সহিত উত্থিতা হইয়া, সর্ব্বলোকপূজ্য শ্রেষ্ঠ মহাবিষ্ণুকে পতিত্বে পাইতে পারিবে।" তাই অদ্যাপিও মর্ত্তধামে অনূঢ়া কুমারীগণ উত্তমপতিলাভের বাসনায় শিবপূজা করিয়া থাকে। শিবভক্তই সংসারে জগৎপালয়িতা বিষ্ণুর প্রসাদ অর্জ্জন করিতে সমর্থ বলিয়া, ধর্ম্ম-অর্থ কাম-মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ফল-লাভে সমর্থ হয়।

সে যাহাই হউক, ভগবতী ভবানীর বরে বিষ্ণুপ্রিয়া হইয়াও, লক্ষ্মীকে অভিশাপবশে জাতিরূপশৌর্য্যাদির অপেক্ষা না করিয়া, গৃহসংস্থানাদির বিচার না করিয়া—কি অন্ত্যজগণে—কি নৃপসমাজে অদ্যাপি বিচরণ করিয়া বেড়াইতে হয়;—জল-বিন্দুর ন্যায় চঞ্চল হইয়া, পাত্র হইতে পাত্রান্তর আশ্রয় করিতে হয়!

ক্ষীরাব্ধিনন্দিনী লক্ষ্মীদেবী বিষ্ণুর নিকট শিবভক্তের মাহাত্ম্যশ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্! শিব-ভক্তই যদি আপনার পরম প্রিয়, তবে আর লোকে আপনার আরাধনা করিবে কে?" তদুত্তরে ভগবান্ বলিলেন, "দেবি! প্রকৃত শিবভক্তমাত্রেই মদ্ভক্ত; ইহাতে ভেদজ্ঞান করা কর্ত্তব্য নহে। অতএব হে কল্যাণীয়ে! তুমি দেবদেব মহাদেবের উপাসনা কর। তাহা হইলেই, ইহার অভেদতত্ত্ব বিলক্ষণ বুঝিতে পারিবে।"

ভগবান্ বিষ্ণুর অভিমতিক্রমে বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মীদেবী শিবা-রাধনার সঙ্কল্প করিলেন। তৎকালে বিল্বপত্রে শম্ভুর উপাসনা-পদ্ধতির প্রচার ছিল না; অষ্টোত্তরশতসংখ্যক শতদলে শিবের অর্চ্চনা করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল। ভগবদাজ্ঞায়

তাঁহার অনুচরগণকর্ত্তৃক শীঘ্রই অষ্টোত্তরশতসংখ্যক শতদলের সংগ্রহ হইল। লক্ষ্মীদেবী শিবোপাসনায় ব্রতী হইলেন। পরে লক্ষ্মীদেবীর শিবভক্তির পরীক্ষা করিবার ইচ্ছায় ভগবান্ চক্রী বিষ্ণু স্বমায়ায় সেই সকল আহৃত শতদল হইতে একটীর অপহরণ করিলেন। অবশেষে উৎসর্গকালে লক্ষ্মীদেবী দেখিলেন, উৎসর্জ্জনীয় পদ্মের একটী কমিয়া গিয়াছে। দেখিয়াই সাতিশয় বিচলিত হইলেন; কি করিবেন স্থির করিতে পারিলেন না। পরে বহু চিন্তার পর স্থির করিলেন যে, আমার স্তনের সহিত অনেকে মুকুলিত পদ্মের তুলনায় বর্ণনা করেন; সুতরাং পদ্মের অভাবে স্তনের উৎসর্গ করিলে, কি হইতে পারে না? অনন্তর বহুবিধ তর্কবিতর্কের পর স্থির করিলেন, পদ্মাভাবে স্তনের উৎসর্গই একান্ত সঙ্গত।

যেমন স্তনের উৎসর্গই সঙ্গত বলিয়া লক্ষ্মীদেবীর মনে স্থির হইল, অমনই একটী অস্ত্র লইয়া, সেই সুশোভন স্তনচ্ছেদ করিয়া উৎসর্গ করিলেন। এমন সময় মহাদেব স্বয়ং তথায় উপনীত হইয়া বলিলেন, "হে মাতঃ সমুদ্রতনয়ে রমে! এই পরম শোভন স্তনের ছেদন করিও না—করিও না; যখন ছিন্ন করিয়া ফেলিলে, তখন অতি সুশোভন স্তনের পুনরায় উত্থান হউক; তোমার পরমা ঐকান্তিকী ভক্তির পরিচয় পাইয়াছি—তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে। হে শুভে! তুমি আমার লিঙ্গোপরি যে পরমমনোজ্ঞ স্তন দিয়াছ, তাহাই মর্ত্ত্যে শ্রীফলরূপে আবির্ভূত হইবে। যতদিন চন্দ্রসূর্য্য আকাশমণ্ডলে বিরাজ করিবে, ততদিন ক্ষিতিতলে এই পবিত্র বিল্ববৃক্ষ তোমার ভক্তির মূর্ত্তিমান্ চিহ্নরূপে

তোমার কীর্ত্তির ঘোষণা করিবে। হে লক্ষ্মি! এই বৃক্ষই আমার পরম প্রিয় হইবে—তাহার পত্রেই আমার পূজা হইবে। স্বর্ণমুক্তাপ্রবালাদি পুণ্য দ্রব্যের উৎসর্গ করিয়া, যে ফললাভ হইয়া থাকে, শ্রীফলপত্রের উৎসর্গের ফলের সহিত তুলনায় তাহা কণামাত্রও নহে। হে রমে! গঙ্গাজল যেমন আমার পরম প্রিয়, শ্রীবৃক্ষপত্রও সেইরূপ আমার প্রিয়তম হইল।” এইরূপে লক্ষ্মীদেবীর তুষ্টিসাধন করিয়া, ভগবান্ শঙ্কর তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

বৈশাখ মাসের শুক্ল তৃতীয়ায় এই শ্রীফলবৃক্ষের উদ্ভব হইয়াছিল। শ্রীফলতরুর জন্ম হইলেই দেবগণপরিবৃত ইন্দ্র ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও দেবপত্নীগণ সমাগত হইয়া, স্নিগ্ধ ত্রিপত্রযুক্ত বৃক্ষ দেখিয়া, পরম পুলকিত হইলেন; তাহার তেজে শিব-মূর্ত্তির ন্যায় শিবপ্রদ জ্যোতির বিকাশ হইতে দেখিয়া, তৎ-সমীপে প্রণাম করিয়া সকলে বাস করিতে লাগিলেন। পরে তাহার রক্ষবিধানের জন্য, ভগবান্ বিষ্ণু বলিলেন;“—ইহা বিল্ব, মালূর, শ্রীফল, শাণ্ডিল্য, শৈলূষ, শিব, পুণ্য, শিবপ্রিয়, দেবাবাস, তীর্থপদ, পাপঘ্ন, কোমলচ্ছদ, জয়, বিজয়, বিষ্ণু, ত্রিনয়ন, বর, ধূম্রাক্ষ, শুক্লবর্ণ, সংযমী শ্রাদ্ধদেবক—এই এক-বিংশতি সংজ্ঞায় বিখ্যাত হইবে। ইহার মূল হইতে শত ধনুর্ব্ব্যাপী আকাশ হইতেছে, তীর্থস্থান, ইহার অধোভাগে ভূমিতেও ঐরূপ তীর্থস্থান। ইহার উর্দ্ধপত্র হইতেছেন, মহা-দেব, বামপত্র ব্রহ্মা ও দক্ষিণপত্র আমি (বিষ্ণু); ইহার ছায়ারূপপত্র উল্লঙ্ঘন করিতে নাই; ইহার অবৈধ স্পর্শে লক্ষ্মীহানি ও লঙ্ঘনে আয়ুর্হরণ হয়। ইহার দর্শনে, প্রণামে,

স্পর্শে, স্থানসম্মার্জ্জনে পূজনে চয়নে দানে শাস্ত্রবিহিত মন্ত্রোচ্চারণে অর্চ্চনা করিতে হয়!"

পরে আরও বলিলেলেন, "ইহার শাখাভঙ্গ বা বৃক্ষারোহণ করিবে না; শিবপূজনার্থক বিল্বপত্র সঞ্চয় আবশ্যক। ইহা ছয় মাস পরে পর্য্যুষিত হয়। ইহা সূর্য্য ও লম্বোদর ব্যতীত আর সকলেরই প্রিয়; ইহা দ্বারা অপর সকল দেবতারই পূজা হইতে পারে। যে স্থানে বিল্ববৃক্ষের বন থাকে, তাহাকে বারাণসী সদৃশ পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যে স্থানে পাঁচটী বিল্ববৃক্ষ থাকে, তথায় শ্রীহরি স্বয়ং বিরাজ করেন; যে স্থানে সাতটী বিল্ববৃক্ষ থাকে, তথায় গৌরীশঙ্কর অবস্থান করেন; আর যে স্থানে একটী বিল্ববৃক্ষ, তথায় হরের সহিত আমি (বিষ্ণু) বিরাজিত থাকি। যেখানে দশটী বিল্ববৃক্ষ তথায় দেবগণের সহিত শম্ভু স্বয়ং বিহার করেন। এই ত গেল, এতৎসংক্রান্ত তীর্থের কথা। এক্ষণে বাটিকার কোন দিকে বিল্ববৃক্ষের কি ফল তাহাই বলিতেছি। ঈশানকোণে শ্রীফলদ্রুম থাকিলে, গৃহস্থের বিপদ্‌বিনাশক, পূর্ব্বদিকে সুখপ্রদ, দক্ষিণে যমভয়হারী; পশ্চিমে বংশবৃদ্ধিকর। আবার শ্মশানে নদীতীরে প্রান্তরে বা বনান্তরে বিল্ববৃক্ষতলকে সুধীগণ পীঠস্থান বলেন; প্রাঙ্গণমধ্যে বিল্ববৃক্ষের রোপণ করিবে না; যগুপি হঠাৎ স্বয়ং উৎপন্ন হয়, তবে শিববৎ তাহার অর্চ্চনা করিবে। চৈত্র হইতে মাসচতুষ্টয়ে শম্ভু প্রতি একটী করিয়া বিল্বপত্র অর্পণ করিলে, লক্ষধেনুদানের ফল হয়। মধ্যাহ্নকালে বিল্ববৃক্ষ প্রদক্ষিণ করিলে, সুমেরু প্রদক্ষিণ করার স্থায় মহৎফল লাভ হয়। বিল্ববৃক্ষের ছেদন বা বিল্-

কাষ্ঠের দাহন অকর্ত্তব্য; যজ্ঞার্থ ব্যতীত ঐরূপ করিলে বা বিল্ব বিক্রয় করিলে, মানবগণকে পতিত হইতে হয়। যে ব্যক্তি পক্ব বিল্ব মস্তকে ধারণ করে, তাহার প্রতি আর যমের অধিকার থাকে না। ব্যর্থ হইবার ভয়ে বিল্বের পত্র ফল বীজ ঈশ্বর স্বয়ং ধারণ করিয়া থাকেন। চৈত্রাদি মাস চতুষ্টয়ে বিল্ববৃক্ষে জল সেচন করিলে, বিল্ববৃক্ষ যেমন স্নিগ্ধ থাকে, পিতৃগণও সেইরূপ স্নিগ্ধ হয়। ভক্তি-মুক্তি-প্রদায়ী দেবাদিদেব শঙ্কর নবীন বিল্বপত্রের আশায় বিল্ববৃক্ষের সমীপে ভ্রমণ করেন। হরিদ্রানগরের যে স্থানে বৈদ্যনাথ মহাদেব আছেন, তথায় অক্ষয় বিল্ববৃক্ষ আছে; তাহার নাম স্বর্ণ বৃক্ষ। কামরূপে যে বিল্ববৃক্ষ, তাহার নাম কামতরু, কাশীর বিল্ববৃক্ষের নাম আদিম; কাঞ্চীপুরে যে বিল্ববৃক্ষ, তাহার নাম পুর;—এই কয়টী শ্রীফল বৃক্ষ "অক্ষয় পুণ্যপ্রদ।"

ভগবান্ বিষ্ণু এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময় ভগবান্ ভূতনাথ শম্ভু তথায় উপনীত হইলেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও অন্যান্য দেবগণ সেই বিল্ববৃক্ষের ফল পত্র দ্বারা তাহার পূজা করিলেন। তাহার পর দেবগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। তদবধি বিল্ববৃক্ষের ফলপত্রে দেবদেব শঙ্করের সন্তোষবর্দ্ধন হইয়া থাকে।

দূর্ব্বার উৎপত্তি।

যেদিন জগন্মাতা গৌরীর অভিশাপে লক্ষ্মীকে ক্ষীরোদার্ণবে বাস করিতে হইয়াছিল, সেই দিন হইতে বৈকুণ্ঠপতি ভগবান্ নারায়ণ লক্ষ্মীর উদ্ধারজন্য, অবসর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। চন্দ্রদেব তখন ক্ষীরাব্ধিগর্ভে বাস করিতেছিলেন। অমৃত তৎকালে ক্ষীরোদার্ণবের অন্তর্নিহিত ছিল। ভগবান্ লোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট হইতে অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও তাঁহাদিগের নিকট হইতে দেবেন্দ্র বেদোত্তম আয়ুর্ব্বেদলাভ করিলেও, সম্যক্ তৃপ্তিলাভে সমর্থ হইতে পারেন নাই; যেন কোন এক নূতন দ্রব্যের প্রাপ্তিজন্য, সকলেরই আগ্রহ। পরে সেই অভীষ্ট পদার্থ কি—তাহার নির্ণয়ার্থক ও প্রাপ্তিজন্য, একটী সভার অধিবেশন হইল; তাহাতে স্থির হইল, তখন দেবগণ অমৃতপিপাসু; তাহা পাইতে হইলে, সাগরমথন করিতে হইবে; তজ্জন্য, সকলেই যুক্তি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শেষে বহুতর্কবিতর্কের পর স্থির করিলেন, ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য, সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ নারায়ণের অনুকূলতা আবশ্যক। সুতরাং তজ্জন্য, তাঁহার নিকট উপনীত হইয়া, অভীষ্ট ব্যক্ত করিলেন। শেষে বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান বিষ্ণু দেবগণের প্রার্থনার পূরণ সম্বন্ধে উৎসাহ দিয়া, বিহিতবিধানের উপদেশ করিলেন।

ভগবান্ দেবগণের অভিপ্রায়সংসাধনজন্য, সুমেরুপর্ব্বতকে মন্থনযষ্টিতে এবং অনন্তনাগেশ্বরকে রজ্জুতে পরিণত করিয়া, ক্ষীরোদসাগরমথনে প্রবৃত্ত হইবার উদ্যোগ অনুষ্ঠান করিলেন; পরে সেই ক্ষীরাব্ধিমন্থনকালে, ভগবানের বাহু ও জঙ্ঘার ঘর্ষণোত্থিত লোমাবলী স্খলিত হইয়া পড়িতে আরম্ভ হইল। সেই উৎপাটিত লোম ক্ষীরোদসাগর-তীরে আশ্রয় পাইয়া, দূর্ব্বারূপে পরিণত হইয়াছিল।

দেবগণকর্ত্তৃক মথ্যমান সাগর হইতে চন্দ্র লক্ষ্মী ঐরাবত গোমাতা সুরভী প্রভৃতির উত্থানের পর অমৃতভাণ্ড লইয়া, ভগবান দিবোদাস ধন্বন্তরি উত্থিত হইলেন; দেবগণ সেই ক্ষীরাব্ধিজ মহাপুরুষ ধন্বন্তরির মস্তক হইতে সেই অমৃতভাণ্ডের অবতারণপূর্ব্বক ঐ বিষ্ণুতনূদ্ভবা দূর্ব্বার উপরি রক্ষা করিলেন। যে অমৃতের পানে দেব গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধরাদি দেবযোনিবর্গের দেহ অজর অমর হইয়াছিল, সেই অমৃত কুম্ভাগ্র হইতে ক্ষরিত হইয়া, দূর্ব্বায় অনুপ্রবিষ্ট হওয়ায়, তাহাও অজর অমর হইয়াছিল। দেবগণ অমৃতপানে হৃষ্ট হইয়া, বিষ্ণুতনূদ্ভবা দূর্ব্বাকে অমৃতসেকে অজরামরা হইতে দেখিয়া, পবিত্র বলিয়া, তাহার পূজা করিতে লাগিলেন; স্তবচ্ছলে বলিতে লাগিলেন, "হে দূর্ব্বে! তুমি অমৃতা—সুরাসুরের বন্দিতা; লোকের সৌভাগ্য-সন্ততিদায়িনী হইয়া, জগতে নিত্য বিরাজ করিতে থাক। হে দেবি! যেমন শাখাপ্রশাখাদ্বারা মহীতলে প্রসৃতা হইয়া পড়িতেছ, তেমনই তোমার ভক্তবংশের প্রসার বৃদ্ধি করিতে তুমিই সমর্থা! তোমার প্রসাদেই জীব অজর অমর সন্তানলাভ করিবে।"

অমৃতপায়ী দেবগণকর্ত্তৃক এইরূপে অভ্যর্চ্চিতা ও বন্দিতা হওয়ায়, দূর্ব্বার পূজার বিধান শাস্ত্রে বিহিত হইল। ভাদ্র-মাসে শুক্লপক্ষে অষ্টমী তিথিতে দূর্ব্বার পূজা করা বিধেয়। এই পূজার ফলে মানবগণের অধস্তন সপ্তপুরুষের সন্তানাভাব হইবে না; তাঁহাদের বংশ দূর্ব্বার ব্যাপ্তির ন্যায় ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে;—বংশে চিরানন্দ বিরাজিত থাকিবে।

ইহার পর দেবলোকেই দূর্ব্বার পূজাপদ্ধতির প্রচার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দেবগণই প্রথম দূর্ব্বার পূজায় রত হইতে লাগিলেন। পরে মুনিকন্যাগণ দূর্ব্বার পূজনে সংযতা হইয়া, উদ্যোগ অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তখনও ইহার পূজা চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে নাই। একদিন যুধিষ্ঠিরের সহিত শ্রীকৃষ্ণের কথাপ্রসঙ্গে দূর্ব্বার জন্ম ও তাহার পবিত্রতার কথার উত্থাপন হইলে, এই দূর্ব্বার পূজনকথার তাহার ফল মাহাত্ম্যের সহিত ভগবান্ সবিস্তর বর্ণন করেন। তাহার পর হইতেই মর্ত্ত্যে দূর্ব্বার পূজার প্রচার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অদ্যাপি আনন্দবর্দ্ধন সুসন্তানের কামনায় মর্ত্ত্যে দূর্ব্বার্চ্চনারূপ ব্রতাচরণ সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়।

পিতৃগণের মধ্যে ভগবান্ বিষ্ণু হইতেছেন, স্বয়ং অর্জ্জমা; তাই বিষ্ণুশরীরোদ্ভূতা দূর্ব্বা পিতৃগণের পরমপ্রিয়পাত্রী। আবার দেবগণের মধ্যে নারায়ণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া, তদঙ্গোদ্ভবা দূর্ব্বা দেবগণেরও পরম প্রীতির আশ্রয়ীভূতা। সুতরাং কি দৈবকর্ম্ম—কি পৈত্র্যকর্ম্ম—সকলেই দূর্ব্বার প্রয়োগ অবশ্য-কর্ত্তব্য;—সকল প্রকার ইষ্টির অনুষ্ঠানেই দূর্ব্বার উৎসর্গ ও প্রয়োগ হইয়া থাকে।

দূর্ব্বা অমৃতনিষিক্তা হইয়াছিল বলিয়া, ভগবৎপ্রসাদে মর্ত্ত্যে সুধাকরী, শান্তিবিধায়িনী; ইহার প্রসাদে লোকে সংসারে নীরোগ হইয়া, সাংসারিক সুখের ভোগ করিতে করিতে পুত্র-পৌত্র-সমাম্বিত হইয়া, কালাতিপাত করিতে সমর্থ হইবে। দূর্ব্বা লোকে এরূপ শান্তিবিধায়িনী বলিয়া, ভগবদনুকম্পায় সর্ব্বলোকপূজ্যা হইয়াছেন। মঙ্গলময় বিষ্ণুর অঙ্গপ্রসূতা দূর্ব্বা একটী প্রধান মাঙ্গল্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছেন। আশীর্ব্বাদাদির জন্য, ধান্যের সহিত দূর্ব্বার ব্যবহারে যে প্রচলিত আছে, তাহাতে মঙ্গলময়োদ্ভবা পুণ্যা দূর্ব্বার সংস্পর্শজন্য, মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। দূর্ব্বা বিষ্ণুর পরমপ্রীতিপাত্রী বলিয়া, সকল ভগবদ্ভক্তেরই আদরণীয়া।

ধুন্ধুমারোপাখ্যান।

উতঙ্ক নামে এক তপোনিষ্ঠ মহর্ষি ছিলেন; কোন মরুভূমির অন্তর্ব্বর্ত্তী রমণীয় স্থানে তাঁহার আশ্রম ছিল। ঐ মহাতপাঃ মহর্ষি বিষ্ণুর আরাধনেচ্ছু হইয়া, বহুবর্ষ পর্য্যন্ত সুদুশ্চর তপে নিযুক্ত ছিলেন। তাহাতে সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া, প্রত্যক্ষীভূত হইলেন। ঋষিপ্রবর ভগবন্মূর্ত্তির দর্শনমাত্রই বিনম্রভাবে তাঁহার বিবিধ স্তোত্রপাঠে অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন।—"হে দেব! হে মহাদ্যুতে! সুরাসুর মানবগণসমন্বিত যাবতীয় প্রজাপুঞ্জ, স্থিতিশীল ও গতিশীল সমস্ত ভূতবর্গ—অধিক কি বেদবক্তা ব্রহ্মা, বেদ ও বেদ্য—সকলেরই তুমি সৃষ্টি করিয়াছ। হে দেব অচ্যুত! হে মধুসূদন! অন্তরীক্ষ তোমার মস্তক, দিবাকর ও শশধর তোমার নয়নযুগল, পবন তোমার শ্বাস, অগ্নি তোমার তেজঃ, দিক্‌সমূহ তোমার বাহু, মহার্ণব তোমার কুক্ষি, পর্ব্বতনিচয় তোমার উরুদ্বয়, আকাশ তোমার জঙ্ঘাযুগ, পৃথিবী দেবী তোমার চরণযুগল, ওষধিসমূহ তোমার লোমাবলী। ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, হুতাশন প্রভৃতি দেবগণ অসুরসঙ্ঘ ও মহোরগসমূহ বিবিধ স্তুতিদ্বারা তোমারই অর্চ্চনায়—তোমারই উপাসনায় নিরত থাকেন। হে ভুবনপতে! সমস্ত ভূতগণ তোমাকর্ত্তৃক পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। অতিমাত্র

ধর্ম্মসম্পন্ন যোগযুক্তাত্মা মহর্ষিগণ তোমারই স্তব করিয়া থাকেন। তোমার সন্তোষেই জগৎ সন্তুষ্ট ও তোমার ক্রোধে জগতের মহদ্ভয় হয়। অপিচ হে পুরুষোত্তম! তুমিই একমাত্র সকল ভয়ের অপনেতা! অতএব কি দেব, কি মানব,—সর্ব্বভূতেরই তুমি সুখবিধাতা।"

মহাত্মা উতঙ্ক এইরূপ হৃষীকেশ বিষ্ণুর স্তব করিলে, তিনি উতঙ্ককে কহিলেন, "হে ব্রহ্মন্! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি বর প্রার্থনা কর।"

ভগবৎপ্রসাদের উপলব্ধি করিয়া, মহর্ষি উতঙ্ক বলিলেন, "ভগবন্! আমি যে, জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা শাশ্বত প্রভু দিব্য-পুরুষ শ্রীহরির দর্শনলাভে সমর্থ হইলাম, ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট বরলাভ।"

তখন ভগবান্ বিষ্ণু বলিলেন, "হে দ্বিজসত্তম! আমি তোমার নিস্পৃহতায় ও ভক্তিতে অতিমাত্র প্রীত হইয়াছি; অতএব হে ব্রহ্মন্! তোমাকে অবশ্যই আমার নিকট হইতে বরগ্রহণ করিতে হইবে।"

মহর্ষি উতঙ্ক হরিকর্ত্তৃক এইরূপে বরগ্রহণে অনুরুদ্ধ হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে বর যাচ্ঞা করিলেন;—"হে ভগবন্ পুণ্ডরীকাক্ষ! যদ্যপি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাক, তবে আমার বুদ্ধি যেন সর্ব্বদা ধর্ম্মে সত্যে ও দমে নিরতা থাকে। হে ঈশ্বর! মদীয় চিত্তবৃত্তিপ্রবাহ যেন তোমার প্রতিই ধাবিত হয়;—নিরন্তর ভক্তিপ্রবণ থাকে।

মহর্ষির বরপ্রার্থনা শ্রবণ করিয়া, ভগবান্ বিষ্ণু বলিলেন, "হে দ্বিজ! আমার প্রসাদে তোমার অভিপ্রেত সমস্ত ফলেরই

লাভ হইবে; অধিকন্তু তোমার এরূপ একটী যোগ প্রতিভাত হইবে, যাহাতে যুক্ত হইয়া, তুমি দেবতাদিগের ও ত্রিলোকীর মহৎকার্য্য সম্পাদন করিবে। ধুন্ধুনামক একজন মহাসুর লোকসমূহের উৎসাদনার্থক ঘোরতর তপশ্চর্য্যায় রত আছে; যে ব্যক্তি তাহার বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। বৃহদশ্বনামক একজন অপরাজিত বীর্য্যবান্ ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা বসুন্ধরার অধিপতি হইবেন; তাঁহার ঔরস পুত্ররূপে কুবলাশ্ব নামে বিশ্রুত, শুচি ও দান্ত রাজন্যবরের আবির্ভাব হইবে; হে বিপ্রর্ষে! সেই পার্থিবসত্তম মৎসম্বন্ধীয় যোগবলের অবলম্বন করিয়া, তোমার শাসনক্রমে ধুন্ধুমার হইবে।"—এইরূপ বর দিয়া ভগবান্ নারায়ণ অন্তর্হিত হইলেন।

ইহার বহুকাল পরে ইক্ষ্বাকুবংশে বৃহদশ্বনামক এক প্রবলতেজাঃ রাজার আবির্ভাব হইল। মহারাজ বৃহদশ্ব বহুকাল ধরিয়া রাজকার্য্যের পর্য্যালোচনা করিয়া, শেষে রাজকীয় বৈভবসম্পত্তিতে বীতরাগ হইলেন। অপরতঃ বৃহদশ্বের পুত্র কুবলাশ্ব পিতার অপেক্ষা অধিকতর গুণশালী হইয়াছিলেন। সুতরাং সংসারে বীতরাগ মহারাজ বৃহদশ্ব সেই ধর্ম্মনিষ্ঠ শৌর্য্যশালী উত্তমপুত্র কুবলাশ্বের উপর যথাকালে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া, বানপ্রস্থাবলম্বনে ব্রতী হইতে সঙ্কল্প করিলেন। পরে অমাত্যগণের সহিত পরামর্শে তাহাই সঙ্গত বলিয়া স্থির করিয়া, শুভদিনে শুভক্ষণে প্রিয়পুত্র কুবলাশ্বের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন করিয়া, স্বকীয় রাজলক্ষ্মী পুত্রে সংক্রামিতা করিয়া, তপস্যা করিতে তপোবনে যাত্রা করিলেন।

অনন্তর মহাত্মা মহাতেজাঃ দ্বিজোত্তম উতঙ্ক রাজর্ষি বৃহদশ্বের বনগমনের সংবাদ অবগত হইয়া, সেই নরেন্দ্রের সমীপে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে নিবারিত করিলেন। উতঙ্ক কহিলেন, "রাজন্! লোকরক্ষণ আপনার একান্ত কর্ত্তব্য; অতএব আপনি সেই কর্ত্তব্যের সাধনে ব্রতী হউন। আশা করি, আপনার প্রসাদে আমরা নিরুদ্বিগ্ন হইব। হে নরেন্দ্র! আপনি মহাত্মা, আপনাকর্ত্তৃক রক্ষিতা হইলে, পৃথিবী উদ্বেগশূন্যা হইবে; অতএব অরণ্যে গমন করা আপনার উচিত হয় না। আপনার সম্বন্ধে প্রজাপালনে যেমন মহান্ ধর্ম্ম, অরণ্যাশ্রয়ে বানপ্রস্থ্যপালনে সেরূপ নহে। অতএব আপনার বনগমনে ঈদৃশী বুদ্ধি যেন না হয়। হে রাজেন্দ্র! পূর্ব্বকালে রাজর্ষিরা প্রজাপালনে যেরূপ ধর্ম্ম করিয়াছিলেন, ঈদৃশ ধর্ম্ম আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। প্রজাগণ রাজার সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা রক্ষণীয়; অতএব তাহাদের রক্ষা করাই আপনার একমাত্র কর্ম্ম! হে পার্থিব! আপনি তাহা না করিলে, আমি নির্ব্বিঘ্নে তপশ্চর্য্যায় নিযুক্ত হইতে পারিতেছি না। আমার আশ্রমসমীপে সমতল নির্জ্জলপ্রদেশে উজ্জালক নামে একটী বহুযোজনবিস্তীর্ণ ও বহুযোজনায়ত সমুদ্র আছে। হে নরপতে! তথায় মধুকৈটভের পুত্র অমিতবিক্রমশালী বহুবীর্য্য প্রবলপরাক্রান্ত রৌদ্রস্বভাব ধুন্ধুনামা এক সুদারুণ দানবেন্দ্র ভূমির অন্তর্গত হইয়া বাস করিতেছে। মহারাজ! যদি বানপ্রস্থই একান্ত অভিপ্রেত হয়; আপনি তাহার নিধনসাধন করিয়া, বনে গমন করুন। হে পার্থিব! সে ত্রিদশগণ ও অপরাপর লোকসমূহের বিনাশ নিমিত্ত

উত্থত;—এক্ষণে উজ্জালক সাগরসমীপে শয়ান রহিয়াছে। হে রাজন্! সেই দানব, সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকটে বরলাভ করিয়া, দেবতা, দৈত্য, রাক্ষস, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, পন্নগ প্রভৃতি সমস্ত জীবলোকের অবধ্য হইয়াছে। আপনি তাহার বিনাশসাধন করুন; আপনার কল্যাণ হউক। ইহার সাধন না করিয়া, যেন অন্য বিষয়ে আপনার বুদ্ধি প্রবৃত্তা না হয়। তাহার নিধন করিতে সমর্থ হইলেই, আপনার মহতী কীর্ত্তি চিরস্থায়িনী হইবে। হে রাজন্! বালুকামধ্যে অন্তর্হিত হইয়া, শয়ানাবস্থায় থাকাতেও সেই নৃশংস দানবের প্রতিসংবৎসরবিগমে যখন শ্বাস বহিতে আরম্ভ হয়, শৈল-বন-কানন-সমন্বিতা বসুন্ধরা বিচলিতা হইতে থাকে। তাহার নিশ্বাসোত্থ পবনে মহান্ ধূলিরাশি অন্তরীক্ষপথে আশ্রয় করিয়া সমুদ্ধৃত হয়। সপ্তাহপর্য্যন্ত বিস্ফূলিঙ্গ জ্বলে; ও ধূমপুঞ্জমিশ্রিত সুদারুণ ভূমিকম্প হইতে থাকে। তাহাতে আমি আমার সেই আশ্রমে অবস্থান করিতে পারি না। অতএব হে রাজেন্দ্র! লোকের হিতকামনায় তাহার বিনাশ সাধন করুন। সেই অসুরের নিধনের সঙ্গে সঙ্গে ত্রিলোকের সন্তোষবিধান হইবে। আমার বিবেচনায় আপনিই তাহার বিনাশসাধনে যথার্থ সমর্থ; বিশেষতঃ ভগবান্ বিষ্ণু স্বীয় তেজোদ্বারা আপনার তেজোবৃদ্ধি করিবেন। হে মহী-পতে! পূর্ব্বে বিষ্ণু আমাকে এই বর দিয়াছেন যে, যে মহীপতি সেই ঘোরমূর্ত্তি মহাসুরের নিধন করিবে, তাহাতে তোমার নিদেশমতে বিষ্ণুতেজ প্রবিষ্ট হইবে; অতএব হে রাজেন্দ্র! আপনি সেই মর্ত্ত্যলোকে সুদুঃসহ বিষ্ণুতেজের

অবলম্বনপূর্ব্বক ঐ রৌদ্রপরাক্রম দৈত্যকে নিপীড়িত করুন। হে মহীপতে! বিষ্ণুতেজ ব্যতীত সামান্য তেজোদ্বারা মহাতেজা ধুন্ধুর বহুশত বৎসরেও নির্দ্দহন করিতে পারা যায় না।”

মহর্ষি উতঙ্ক এইরূপ বলিলে, সেই অপরাজিত রাজর্ষি কৃতাঞ্জলিপুট হইয়া কহিলেন, “হে ব্রহ্মন্! ক্ষত্রগণ আপনাদের আজ্ঞাবাহী! সুতরাং আপনার আগমন ব্যর্থ হইবে না। হে ভগবন্! আমার কুবলাশ্বনামা এই বিখ্যাত পুত্র অসামান্য ধৃতিমান্ ও ক্ষিপ্রকারী; পৃথিবীমণ্ডলে ইহার তুল্য বীর্য্যবান্ পুরুষ কেহই নাই। পরিঘসদৃশবাহুশালী শৌর্য্যসম্পন্ন মহাতেজাঃ স্বকীয় একবিংশতি সহস্র পুত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া, ইনি আপনার এই প্রিয়কর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে সম্পন্ন করিবেন, সন্দেহ নাই। হে ব্রহ্মন্! সম্প্রতি আমি শস্ত্রসমূহ বিসর্জ্জন করিয়াছি, অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বিদায় দিয়া উপকৃত করুন।”

রাজর্ষি বৃহদশ্বের এইরূপ কথা শুনিয়া, সেই সুমহত্তেজাঃ মুনি তাহাই হইবে বলিয়া, সানন্দে আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাজর্ষি বৃহদশ্বও মহর্ষি উতঙ্কের কার্য্যসম্পাদনার্থক পুত্রকে আদেশপ্রদানপূর্ব্বক উত্তম বনে গমন করিলেন। নবাভিষিক্ত মহারাজ কুবলাশ্ব মহর্ষি উতঙ্কের অনুরোধে বানপ্রস্থ্য-ধর্ম্মাবলম্বী পিতৃদেবের অনুজ্ঞানুসারে অসুররাজ ধুন্ধুর নিধন করিতে স্বীকার করিলেন। পরে মহারাজ কুবলাশ্ব সেই দৈত্যবর ধুন্ধুর অত্যাচারকাহিনীর সম্যক্ পরিচয় পাইয়া, তাহার এরূপ দৌরাত্ম্যের কারণ ও কেনই বা তাহার এতাদৃশ সাহস, তাহা জানিবার জন্য উৎসুক হইলেন ও সবিশেষ জিজ্ঞাসার্থক

বলিলেন, "হে ভগবন্! এরূপ দুরাচার দৈত্যের কথা কখন আমার শ্রুতিগোচর হয় নাই। অতএব হে মহাপ্রাজ্ঞ তপোধন! এক্ষণে যথার্থরূপ জানিতে ইচ্ছা হইতেছে, এই দৈত্যবর কে, কাহার পুত্র,—আপনি তাহার সবিস্তার বর্ণন করুন।"

ত্রিলোকদর্শী উতঙ্ক বলিলেন, "হে মহাভাগ! যোগসিদ্ধ মুনিগণ যাঁহাকে লোকে সৃষ্টিকর্ত্তা শাশ্বত অব্যয় সর্ব্বলোকমহেশ্বর প্রভু বিষ্ণু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সেই সর্ব্বব্যাপী লোককর্ত্তা ভগবান্ অচ্যুত শ্রীহরি একার্ণবকালে স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমগ্র লোক ও যাবতীয় ভূতবর্গ বিনাশ পাইলে পর, জলমধ্যে যোগাবলম্বনপূর্ব্বক অমিততেজস্বী শেষনাগের বিশাল ফণমণ্ডলোপরি শয়ন করিয়াছিলেন; বিস্তীর্ণ নাগভোগদ্বারা এই পৃথিবীর পরিবেষ্টনপূর্ব্বক ঐ শয়ান দেবের নাভিমণ্ডল হইতে সূর্য্যসম প্রভান্বিত একটী দিব্য পদ্ম বিনিঃসৃত হইয়াছিল। সেই প্রভাকরপ্রভাপ্রতিম সরোরুহে মহাবলপরাক্রম নিজপ্রভাবে দুরাধর্ষ চতুর্ব্বেদস্বরূপ চতুর্ম্মূর্ত্তি সাক্ষাৎ লোকপিতামহ পরমগুরু ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। হে রাজন্! কিয়ৎকালাবসনে মধু ও কৈটভ নামে সাতিশয় বলবীর্য্যশালী দানবদ্বয় দেখিতে পাইল; কিরীট-কৌস্তুভধারী পীতপট্টবাসাঃ শরীর-তেজঃ-কান্তি দ্বারা জাজ্বল্যমান সহস্রসূর্য্যসন্নিভ, মহাদ্যুতি অদ্ভুতদর্শন প্রশান্তিময় প্রভু শ্রীহরি বহুযোজন-বিস্তীর্ণ বহুযোজন-আয়ত নাগভোগরূপ দিব্য শয্যায় শয়ান রহিয়াছেন; তদ্দর্শনে মধুকৈটভদের নিরতিশয় বিস্ময় জন্মিল; তাঁহার নাভিপদ্মোপরি অমিতজ্যোতিঃ নলিননিভলোচন পিতামহ ব্রহ্মাকে সংস্থিত হইতে নিরীক্ষণ করিয়া, তাঁহার ত্রাসোৎপাদন করিতে

তাহারা চেষ্টা করিতে লাগিল। মহাযশাঃ ব্রহ্মা তাঁহাদের কর্ত্তৃক বহুবার বিত্রাস্যমান হওয়ায়, কমলমৃণাল কম্পিত করিতে লাগিলেন। তাহাতে ভগবান্ বিষ্ণু প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিলেন ও সেই বীর্য্যবত্তর দানবদ্বয়কে দেখিতে পাইলেন। তাহাদিগকে দেখিয়া তিনি এই কথা বলিলেন, "হে মহাবল দানবদ্বয়! তোমাদের শুভ আগমনে আমি যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমাদিগকে বরদানে ইচ্ছা হইয়াছে; অভীষ্ট বরের প্রার্থনা কর।" সেই মহাদর্পান্বিত মহাবল অসুরেরা উভয়ে মিলিত হইয়া, শেষশায়ী ভগবান্ হৃষীকেশের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া, হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন, "আমরা বরপ্রদ হইয়াছি, তুমি আমাদিগের নিকট বর প্রার্থনা কর। হে সুরোত্তম! আমরাই তোমায় তোমার অভীষ্ট বর প্রদান করিব। অতএব তুমি কোনরূপ বিতর্ক না করিয়া অভিলাষ ব্যক্ত কর।" ভগবান্ কহিলেন, "হে দানবদ্বয়! বরগ্রহণ করা আমার অভিপ্রেত সত্য, অতএব আমি প্রতিগ্রহ করিতেছি;—তোমরা উভয়েই বীর্য্যবিশিষ্ট, তোমাদের তুল্য পুরুষ আর নাই; এজন্য লোকহিতার্থক এই বরকামনা করিতেছি, তোমরা বধ্যত্ব লাভ কর।" মধুকৈটভ বলিল,—"হে পুরুষোত্তম! অন্য বিষয়ের কথা দূরে থাকুক, পূর্ব্বে আমরা পরিহাসচ্ছলেও কখন অনৃত বাক্য কহি নাই। সত্যসম্বন্ধে ও ধর্ম্মবিষয়ে তুমি আমাদিগকে স্থিরনিশ্চয় বলিয়া জান। বল, রূপ, সৌন্দর্য্য, শম, দম, যম, নিয়ম, ধর্ম্ম, জপ, দান, শীল, সত্ত্ব প্রভৃতিবিষয়েও আমাদিগের সমান পুরুষ আর বিদ্যমান নাই। হে কেশব! ঘোর উৎপাত আমাদিগের নিকটবর্ত্তী

হইয়াছে; অতএব তুমি যাহা বলিলে, তাহার অনুষ্ঠান কর;—যেহেতু কালের অতিক্রম অতীব দুঃসাধ্য। হে দেব! আমাদিগের ইচ্ছানুসারে তোমাকে একটী কার্য্য করিতে হইবে। হে সুরবীরোত্তম বিভো! এই অনাবৃত আকাশে তুমি আমাদিগের বধ কর। হে পদ্মপলাশলোচন পদ্মনাভ! যাহাতে আমরা তোমার পুত্রত্ব পাইতে পারি, ইহাও তোমাকে করিতে হইবে। হে সুর-শ্রেষ্ঠ! এই বরটী আমাদিগের অভিপ্রেত, ইহারও অব-ধারণ কর! হে দেব! তুমি প্রথমে আমাদিগের নিকটে যাহার অঙ্গীকার করিয়াছ, তাহা যেন ব্যর্থ না হয়।" ভগ-বান্ কহিলেন, "ভাল, আমি এইরূপই করিব।" অনন্তর দেব-প্রবর মহাযশাঃ মধুসূদন গোবিন্দ বিশেষরূপ চিন্তা করিয়া, যখন পৃথিবীতে কি অন্তরীক্ষে অনাবৃত আকাশ দেখিতে পাইলেন না, তখন স্বকীয় অনাবৃত উরুদ্বয় অবলোকন-পূর্ব্বক তদুপরি রাখিয়া, তীক্ষ্ণধার চক্রদ্বারা মধুকৈটভের মস্তকদ্বয়ছেদন করিলেন।

"মহারাজ! মহাদ্যুতি ধুন্ধু সেই মধুকৈটভের পুত্র। ঐ মহাবলপরাক্রান্ত বীর্য্যবত্তর অসুর একপদে দণ্ডায়মান, কৃশ ও শিরাসমাকীর্ণ কলেবর হইয়া, মহতী তপস্যা করিয়াছিল। তাহাতে ব্রহ্মা প্রীত হইয়া, তাহাকে বরপ্রদানে উন্মুখ হইলে, সেই দানব স্বীয় উপাস্য প্রভুর নিকট এই বরপ্রার্থনা করিল, 'আমি যেন দেব, দানব, যক্ষ, পন্নগ, গর্ব্বন্ধ ও রাক্ষসগণের অবধ্য হই!'—ইহাই আমার অভিলষিত বর।" লোকপিতামহ প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, "এইরূপই হউক; তুমি গমন কর।"

অসুরবর এইরূপ বরলাভ করিয়া, অবনতমস্তকে ব্রহ্মপদস্পর্শ করিয়া গমন করিল। হে রাজন্! মহাবল প্রবলপরাক্রম অসুর ধুন্ধু প্রাপ্তবর হইয়া, প্রবলদর্পে পিতৃবধের অনুস্মরণ করিয়া, পিতৃহন্তা বিষ্ণুর প্রতি রুষ্ট হইয়া, বৈরনির্য্যাতন-মানসে বৈকুণ্ঠপ্রতি অভিযান করিল।

"ধুন্ধু যুদ্ধে দেব ও গন্ধর্ব্বগণের জয় করিয়া, ত্রিদিবাধিপতির সহিত দেবগণের পীড়ন করিতে লাগিল। তাহার পীড়নে ভগবান্ বিষ্ণুও উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিলেন। দেবলোকের উৎপীড়নেই সন্তুষ্ট না হইয়া, পরিশেষে সেই দুরাত্মা উজ্জালক বলিয়া প্রথিত বালুকাপূর্ণ সমুদ্রসমীপবর্ত্তী পূর্ব্বোক্ত প্রদেশে আসিয়া, স্বীয় শক্ত্যনুসারে যতদূর হইতে পারে, আমার আশ্রমেই তপোবিঘ্ন জন্মাইতে আরম্ভ করিয়াছে।"

মহর্ষি উতঙ্কের মুখে দুর্দ্ধর্ষ দৈত্য ধুন্ধুর অত্যাচারকাহিনী ও পরিচয় শ্রবণ করিয়া, তাহার বিনাশজন্য, বল বাহন ও স্বীয় পুত্রগণ সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন। সেই মধুকৈটভ-পুত্র ভীমপরাক্রম ধুন্ধু যখন লোকবিনাশার্থক তপোবলা-বলম্বনপূর্ব্বক পাবকতুল্যতেজস্বী উতঙ্কের আশ্রমসমীপে ভূগর্ভ-মধ্যে বালুকার অন্তর্হিত হইয়া, নিশ্বাস পরিত্যাগে দিগ্‌দাহ করিতে করিতে উজ্জালক সাগরসমীপে শয়ান আছে, এমন সময়ে সত্যনিষ্ঠ মহীপতি কুবলাশ্ব বিপ্রর্ষি উতঙ্কের সহিত মিলিত হইয়া, তথায় উপনীত হইলেন। তৎকালে ভগবান্ বিষ্ণু লোকের হিতকামনায় অরিমর্দ্দন মহারাজ কুবলাশ্বের শরীরে তেজোদ্বারা অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। তৎক্ষণাৎ গগন-মণ্ডল হইতে দৈববাণী শ্রুত হইল, "অদ্য এই শ্রীমান্ স্বয়ং

অবধ্য হইয়া ধুন্ধুমার হইবে।” তৎকালে দেবতারা দিব্য পুষ্প বর্ষণ করিয়া, তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিলেন। দেবদুন্দুভি সকল বাদিত না হইয়াও, স্বয়ং নাদিত হইতে লাগিল। শীতল সমীরণ প্রবাহিত হইল, এবং দেবরাজ ইন্দ্র বর্ষণে পৃথিবী ধূলিশূন্য করিলেন। ধুন্ধু ও কুবলাশ্বের যুদ্ধ দেখিবার জন্য, অন্তরীক্ষে দেবগণ গন্ধর্ব্বসমূহ ও মহর্ষিগণ সতর্ক দৃষ্টি-বিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

পরে বিষ্ণুতেজে সম্বর্দ্ধিত মহারাজ কুবলাশ্ব তৎকালে পুত্র-গণ দ্বারা অর্ণবের চতুর্দ্দিক খনন করাইতে লাগিলেন। তাঁহারা সপ্তাহকাল খনন করিবার পর ধুন্ধুকে দেখিতে পাইলেন; তাহার বালুকান্তর্নিহিত ঘোরতর প্রকাণ্ডশরীর তেজোদ্বারা সূর্য্য-সদৃশ দীপ্যমান;—তেজে সাক্ষাৎ কালাগ্নিদ্যুতিবিশিষ্ট ভীষণ দানব সেই শরীর দ্বারা পশ্চিমদিক আবরণপূর্ব্বক শয়ান;—সেই বিভীষিকাময়ীমূর্ত্তি দেখিয়া, কুবলাশ্বের পুত্রেরা তাহার বেষ্টন করিয়া, বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রে প্রহার করিতে লাগিলেন। মহাবল ধুন্ধু এইরূপে বধ্যমান হওয়ায়, অত্যন্ত ক্রোধবশে সমুত্থিত হইয়া, রোষভরে তাহাদিগের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ভক্ষণ করিয়া ফেলিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে সে মুখ হইতে প্রলয়ানল-সদৃশ হুতাশন বমন করিয়া, স্বীয় তেজোদ্বারা নরপতি কুবলাশ্বের সেই সমস্ত পুত্রগণকে দগ্ধ করিয়া ফেলিল।

মহারাজ মহামতি কুবলাশ্ব দেখিলেন, তাঁহার পুত্রগণ ধুন্ধুর কোপাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইল; পরে দ্বিতীয় কুম্ভকর্ণের ন্যায় প্রবুদ্ধ দানবরাজ সন্নিহিত হইতে লাগিল; তাঁহার শরীর হইতে বহুল বারি বিনিঃসৃত হইল, তখন সেই বারিময়

তেজে দৈত্যের বহ্নিময় তেজের বিলোপ হইল। যোগযুক্ত রাজা কুবলাশ্ব যোগসম্ভূত বারিদ্বারা বহ্নি নির্ব্বাণ করিলেন, এবং সর্ব্বলোকের অভয়সম্পাদনার্থক ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা সেই ক্রূরপরাক্রম দৈত্যকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। সেই মহাতেজাঃ মহারাজ কুবলাশ্ব সুরশত্রু মহাসুর ধুন্ধুকে ব্রহ্মাস্ত্রে দগ্ধ করিয়া, যেন অপর এক ত্রৈলোক্যপতি হইয়া উঠিলেন। ধুন্ধুর বধহেতু তৎকালে তিনি "ধুন্ধুমার" নামে বিখ্যাত ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইলেন।

তৎকালে মহর্ষিগণ ও দেবগণ প্রীত হইয়া মহারাজ কুবলাশ্বকে 'বর লও' এই কথা বলিলে, তিনি অতীব হর্ষপ্রকাশ করিয়া প্রণতমস্তক ও কৃতাঞ্জলিপুট হইয়া বলিলেন, "আমি যেন বিপ্রগণে বিত্তদান করিতে পারি ;—শত্রুদিগের দুর্জ্জেয় হই, বিষ্ণুর সহিত আমার সখ্য অবিচলিত থাকে, ভূতগণে বিদ্রোহ না থাকে, নিরন্তর ধর্ম্মে রতি ও স্বর্গে অক্ষয় বাস হয়।" এই প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া, সমাগত দেবগণ, ঋষিগণ ও ধীমান্ উতঙ্ক প্রীত হইয়া, একবাক্যে "তথাস্তু" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। মহারাজ ধুন্ধুমার কুবলাশ্ব বিহিতবিধানে রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন।

সম্পূর্ণ।